ভারত রাজরাজেশ্বরী।

নরাণাঞ্চ নরাধিপং

ভগবদ্গীতা।

পাটনা তিথনাপাহাড়ী বাকিপুর নিবাসী

শ্রীঅম্বিকা চরণ ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১১ নং ডফ্ ষ্ট্রীট বেথুয়নে

শ্রীঅক্ষয় কুমার ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮১৭

ভারত রাজরাজেশ্বরী।

উপক্রমণিকা।

শোভা-বিভাসিত চতুর্ম্মুখ-পুরী
বিভায় উজলি' বিধাতা-কুমারী
সমুজ্জ্বল-নীল লোহিত বসনা
বিরাজেন বাণী প্রসন্ন-বদনা ;
সরোজ-ভুবন নিন্দিয়া আকৃতি,
বেদ মাতা দেবী পরমা প্রকৃতি,
তিনয়ন মধ্যে সিত-শত-দলে,
করে ধরি বীণা মুক্তামালা গলে,
মধুর মোহন সুললিত তানে
তুষিছেন সুরে যে বীণার গানে,
বেদধ্বনি তায় ক্ষরিছে স্বননে,
ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগ সনে
যে প্রকার নর এসব ভুবনে
পায় নাহি কভু শুনিতে শ্রবণে।
সেই বীণাপাণি-চরণ-রাজীবে
কৃতাঞ্জলি-পুটে নমি ভক্তিভাবে।

হইনু মা পদে শরণ-আপন্ন
করুণা-ঈক্ষণে হও মা প্রসন্ন,
শুন এ অধীন দীনের প্রার্থনা
দিয়া পদ-ছায়া পূরাও কামনা,
ভারতি ! ভারতী এ চিতে সঞ্চার
ভারতে এ গাথা করিতে প্রচার,
নিবসি হৃদয়ে বহি' কণ্ঠ পথ
স্রাবিয়া অমৃত পূর্ণ মনোরথ
কর গুণহীনে, যাহে এই বাণী
শুনে দেশবাসী, গুণগ্রাহী গুণী।
করযোড়ে ম তঃ চাহে দাস ভিক্ষা
কর কৃপা করি' রস ভাব রক্ষা
ভারত-ঈশ্বরী-কথা-মুক্তা শ্রেণী
গাথিয়া যতনে হৃদয়-প্রাঙ্গিণী
অভিনব মালা চাই কুতূহলে
পরাইতে সুখে ভাবগ্রাহী গলে।
যাঁর গুণ কীর্ত্তি করিছেন গান
কত শত কবি সঁপি মন প্রাণ
তাঁর যশোগানে হ'তে কৃতকার্য্য
অতীব কঠিন কিন্তু অনিবার্য্য
হৃদয়ের রাজভক্তি বেগভর,
তাই এ প্রয়াস করি গুরুতর।
রাজভক্তি প্রজাদের কুলধর্ম্ম,'
হৃদয়ে প্রবল এ সরল মর্ম্ম,

তাই গুণহীন, কবিত্ব বিহীন
হইয়াও ভক্তি বলে এই দীন
ভারত ভূমেতে করিতে ঘোষণা
সে অতুল কীর্ত্তি করিল বাসনা।
শুন দেশ-বাসি ভারত-সন্তান-
যা' ভাবিয়া সদা হই ম্রিয়মাণ;
যবনের শাসনের প্রথা—
প্রজাহৃদে দিল কত মর্ম্ম-ব্যথা।
প্রবল-যবন-শাসন-সময়ে
অবনত-শিরে অপমান-ভয়ে
যা' বলিত তাই ভারত সন্তানে
করিত সাধন ধন প্রাণ দানে।
শিহরে শরীর বাহিরায় প্রাণ
ভাবিয়া দেখ না কিসে পে'লে ত্রাণ।
আজ (ও) বল কোন দশায় থাকিতে
ব্রিটিশের দল ব্রিটন হইতে
যদি না আসিত সমুদ্রের পার
ঘুচা'তে যবন-শৃঙ্খলের ভার?
ধন্য ব্রিটিশের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ
ভারত-বাসীর সেই ঘোর তাপ
একবারে হ'ল শান্তি যেই বলে,
সেই বলে সুখী ভারতে সকলে।
যে ইংরাজ জাতি দুর্দ্দশা হইতে
উদ্ধারিল আ'রে সঙ্কত চিতে,

দিতে আনুরক্তি-ভক্তি পরিচয়
চায় প্রীতি-বশে আপন হৃদয় ;
তাই অনুষ্ঠান রচিছে এ কথা
শুন হে ভারতে হৃদয়ের গাথা।
ভরিয়া উচিত কায়মন প্রাণে
মজিল মানস রাজ্ঞী গুণ গানে
বাল্য কালে তুচ্ছ করি' বাল্য লীলা
মেধা বলে বিদ্যা শিখিলেন বালা ;
রমণী মণ্ডলে যে শিক্ষার ফলে
আদর্শ রমণী তিনি এ ভূমণ্ডলে।
শিক্ষিতা কুমারী কৈশোর বয়সে
ভাসি ভক্তি স্রোতে প্রেমানন্দ রসে,
দুচক্ষে বহিত প্রেম অশ্রুবারি,
মাতৃ শিক্ষামত মন প্রাণে ধরি,
ভজন মন্দিরে মুরতি প্রশান্ত,
ভজিতেন ঈশে মানসে একান্ত।
সতীত্ব রতনে নারী শিরো মণি,
খ্যাত নাম যার সমস্ত ধরণী।
প্রজা কুলে জানি আপন সন্তান
রক্ষিছেন তিনি তার ধন, প্রাণ,
মান, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, জ্ঞান অধিকার,
করিয়া সমতা পোষণ, প্রচার,
তাঁরে হেন দয়া সাগর প্রমাণ'
মানে সুখে সবে আছি ভাগ্যমান,

সুখ-সন্তরণে উন্মত্ত হইয়া
গাও “রাজ্ঞীজয়” বদন ভরিয়া,
জয়ধ্বনি সহ মানস উচ্ছ্বাসে
সম্ভাষিয়া তাঁরে মহা মহোল্লাসে —
ভারত প্রজার
রাজভক্তি সার
হৃদয়-ভাণ্ডার
উদ্ঘাটিয়া যার
চরণে তাহার
দাও ভক্তিভার
রত্ন উপহার
সহ শিষ্টাচার।
হৃদয় ভাষণা
পুরা'য়ে বাসনা
করহ ঘোষণা
অবাধে রসনা,
মনের উচ্ছ্বাস-
প্রকাশ-প্রয়াস
নিবারহ প্রাণ-যতনে,
মথি' রাজনিধি-
রত্ন-বারি নিধি
লভিবে সন্তোষ-রতনে।

ভিক্টোরীয়ার জন্ম।

প্রসারি' নয়ন
কর বিলোকন
মানচিত্রে ভূগোলকে,
বিশ্ব বিমোহন
অরুণ বরণ
প্রকাশিছে এ ভূলোকে
ভূভাগে বিস্তৃত
ইংরাজ বিজিত
চিত্রিত যাহা চৌদিকে
দেখ ভূমণ্ডল,
প্রতাপ প্রবল
আর আছে কোন ভাগে!
পঞ্চনদ সিংহ
রণজিত সিংহ
"হ'বে সব লালে লাল"
ভবিষ্যৎ বাক্য

বক্ষে ছিলা, সাক্ষ্য
যার দেয় আজ্ কাল্ ;
ভূগোলক কায়
ঘুরাইলে যায়
চারিদিকে তার যত
অঁকণ অঙ্কিত
ইংরাজাধিকৃত
দেখা যায় শত শত
দেশ জন পদ
লুটিয়া সম্পদ
ব্রিটনের অতুলিত
সদা বর্ষে কর
এ রাজ্যে, ভাস্কর
নহে কভু অস্তমিত।
কেবা হেন ভাগ্যধর
দণ্ডধর নীতিপর
শাসিছে ধরণী ষষ্ঠ অংশ বাহুবলে
এ কথা জানিতে যদি চাও কুতূহলে ?
উদঘাটহ পুরাবৃত্ত হের দেখা মেলে
জানিবে ব্রিটিশ বীর্য্যে, উৎসাহে, কৌশলে,
উপার্জ্জিয়া এ সাম্রাজ্য
ভুবনে হ'য়েছে পূজ্য
অদম্য যতনে করি বহু পরিশ্রম
শতাব্দী-শতাব্দী-ব্যাপী-শ্রম-ফল-সম।

কোন জাতি শৌর্য্য মদে পায় এ সম্ভ্রম
মূল-মন্ত্র নহে যার ইন্দ্রিয়-সংযম
ন্যায়-তুলা-দণ্ড যার
না বিতরে সুবিচার
প্রভেদ না ভাবি' কিছু ধনেশ নির্ধনে ;
দুষ্টের দমন তথা শিষ্টের পালনে
রত নন যেই রাজ কোথা সে শাসনে
তুষ্ট প্রজা। কেবা তারে সুশাসন গণে ?
এই বিচারিয়া মনে
ভাব কি মহিমা সনে
এক-পুরী-সম শাসে ধরণী বিপুলা,
হেন ব্রিটিসের শৌর্য্য বিক্রমের লীলা,
সে ব্রিটিস রাজবংশে জনম লভিলা
মহোদয়া ভিক্টোরিয়া সুরূপা সুশীলা।
ভিক্টোরিয়া নামে ধন্যা
মাতা প্রসবিলা কন্যা
গ্রহ চন্দ্র বসু শশী* খ্রীষ্টীয় বৎসরে,
মে'র চতুর্বিংশ দিনে শুভ অবসরে।
ননীর পুত্তলী যেন পাইলেন করে
রত্নগর্ভা ভাগ্যবতী চুম্বিলা অধরে
চুম্বিতে না বার বার
হর্ষ-সীমা নাহি তাঁর,

---

*১৯

মেনকা হর্ষিতা যথা পেয়ে অম্বিকারে।
যেমতি ভূধর রাজ দেখিয়া কন্যারে,
কেণ্টের ডিউক পিতা স্বীয় বালিকারে
নিমজ্জিত হৈলা হর্ষ পয়োনিধি-নীরে,
জর্ম্মান স্বজন গণ
হয়ে আনন্দিত মন
বাসন্ত কুসুম* নাম রাখিল কন্যার,
সুচারু গঠন ঠাম লাবণ্য তাঁহার
যে দেখে সে অনুভবে আনন্দ অপার
বিধির অতুলা সৃষ্টি সুষমা ভাণ্ডার।

May Flower

বাল্যকাল।

রাজবালা চন্দ্রাননী
ফুলকলি সম যিনি
শান্তিরূপা কি মনোমোহিনী,
যথা শুভ্র অভ্রকোলে
ধবলা কৌমুদী খেলে
মাতৃকোলে খেলে কন্যামণি;
শশী সম মুখ খানি
নলি সম যুগ পাণি
চুম্বে মাতা স্নেহানন্দ ভরে।
বাড়ে বালা দিতি দিতি
চন্দ্রকলা প্রতি তিথি
যথা নীল নভস্তলে বাড়ে।
কিবা বিধাতার সৃষ্টি
যাহার পড়িছে দৃষ্টি
রাজবালা চারু ছবি পানে;

বলে কি পড়েছে খসি,
দশ দিশ পরকাশি'
পূর্ণ শশী মরত ভুবনে।
ধন্য তাতে ধন্য মাতা
যার এ অদ্ভুত সুতা,
মঙ্গল সাধিতে বিধি ভবে
পাঠা'ল কি এই কন্যা?
বুঝি হ'বে ভবমান্যা,
মুগ্ধ সবে লাবণ্য প্রভাবে।
লালন পালনে তাঁর
যত্ন করে কত আর
রাজ ধাত্রী দিবস রজনী
কখন ধাত্রীর কোলে
কখন তাহার গলে
ধরি, খেলে, দোলে আদরিণী।
শিক্ষা দেয় হাত ধরি',
পদ ক্ষেপ ধারি ধীরি
করিতে লাগিলা রাজ বালা,
প্রিয় সঙ্গিনীর সঙ্গে
খেলা করে নানা রঙ্গে,
দেখিয়া তাহার বাল্য লীলা
মাতা পিতা হরষিত
লভিয়া বাৎসল্য প্রীত
কতই বা উৎসাহিত মনে।

কখন বা দুই জনে
প্রিয় দুহিতার সনে
ভ্রমিতেন প্রাঙ্গন-উদ্যানে,
মা বলি' মধুর-স্বরে
ধরিয়া অঙ্গুলি করে
করিতেন চৌদিকে ভ্রমণ,
ঘুরিয়া ফিরিয়া খেলা
করে যেন দেব-বালা
পুষ্প গুচ্ছ করিয়া ধারণ।
শুনিতে বালার কথা
আমোদিত পিতা মাতা
বালার প্রসঙ্গে দিবানিশি
ভুলেন য'তনা জ্বালা
বালা সনে করি' খেলা
আনন্দ নীরধি-নীরে ভাসি'।
হেন সুখ কালে মরি!
নর লীলা পরি হরি'
সুর ধামে জনক চলিলা',
কি বুঝে অবোধ বালা
কঠোর ভবের লীলা
চমকিলা হেরি' শোকাকুলা।
অবিরত জননীরে
পরিসিক্ত আঁখিনীরে
আরক্তিম বদন মণ্ডলে,

দেখা দেখি কঁদে বালা
জননীর খাড়ে জ্বলা
হেরি' তনয়ার আঁখিজলে।
কান্দে মাতা কান্দে তাই
আর অন্য বোধ নাই
কিন্তু মাতা ভাবি দশা তাঁর
আকুলা অধর প্রাণে
দগ্ধ হন শোকাগুনে
সে অনল অসীম অপার।
সান্ত্বনা সলিল দানে
শান্তি ভাব নাহি মানে,
উথলে বিস্তারি' শিখা রাশি;
কিন্তু শোকানলে তাঁর
দগ্ধ তনু তনয়ার
রাহু-ধৃত পঞ্চমীর শশী।
বুঝিয়া মরম কথা
চাপিয়া মরম ব্যথা
জগদীশ পদে করি' রতি,
দারুণ ধীরতা বলে
নিদারুণ শোকানলে
হৃদি ধরি, প্রশান্ত মুরতি।
পতি শোক দুর্নিবার
মুখ শশী তনয়ার
চাহি' সম্বরিলা প্রেমময়ী।

কে না জানে এ ধরায়
কোমলতা মহিমায়
কন্যা প্রেম ভুবন বিজয়ী ?
পতি হারা শুকাতরা
শোকাতুরা নভ তারা
সম তাঁরে ভাবি' অনুক্ষণ
পালিতেন অহর্নিশ
উজলিয়া দশ দিশ
সে তারার হইল স্ফুরণ।

শিক্ষা ও ধর্ম্মভাব।

পঞ্চম বরষ কালে
জননীর যত্ন ফলে
শিক্ষারম্ভ করিলা কুমারী,
অধ্যাত্ম বিদ্যায় জ্ঞানী
নিষ্ঠাবান গুণী মানী
ধর্ম্মরত ডেভিড্ পাদরী।
হইয়া বিমল চিত্ত
শিক্ষা দানে নিয়োজিত
যাহে ধর্ম্ম অর্থকর জ্ঞান
লভেন কোমলা বালা
তথাবিধ নীতি-মালা
শিক্ষার করিলা সুবিধান।
জননীও অবহিতা
শিক্ষা দানে নিয়োজিতা
আপনি রহিলা কুমারীর।

শ্রীমতী লেজেন ধাত্রী
অতিরিক্ত শিক্ষয়িত্রী
সহযুতা হৈলা জননীর।
অতুল মেধার বলে
রাজ বালা কুতূহলে
নানা জ্ঞান লভিলা ত্বরিত,
ক্রমে ভাষা অলঙ্কার
গণিত সুচিত্র সার
চারু গীতিবিদ্যা সুললিত
শিল্প বিদ্যা জীবতত্ত্ব
ব্যবহার নিপুণত্ব
শিখিলা কুমারী মনোমত
ইতিহাস পাঠে বালা
বুঝিলা সংসার লীলা
নরনারীভাব চিত্তগত,
নানা স্থান ঘুরি' ফিরি'
জননীরে সঙ্গে করি'
শিখিলা ভূগোল বিধি মত
একাধারে সুনবীনা
"যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা
বসন্তি" করিলা প্রমাণিত।
অতি যত্নে সুপবিত্র
তনয়া হৃদয় ক্ষেত্র-
মাঝে ধর্ম্ম বীজ পুণ্যতম

রোপিতে, ধর্ম্মের গাথ
ইষ্ট মুখামৃত কথ
        শুনান জননী মনোরম।
সুপণ্ডিত গুরু মুখে
শুনিয়া অসীম সুখে
        ধর্ম্ম ভাবে হ'য়ে প্রমোদিত।
অর্চ্চিতে জগদাধারে
বসিতেন ধর্ম্মাগারে
        আঁখি দুটী করি' নিমীলিত।
একান্ত মানসে যবে
গদ গদ হয়ে ভাবে
        ভাবিতেন প্রভু জগদীশে ;
উচ্ছলিত অশ্রুধারা
শিশির জীবন পারা
        বহিয়া আসা'ত গণ্ড দেশে
রহিতো নিশ্চলা যথা
দেবর্ষি অমৃত গাথা
        হরি কথা শুনি নারাগণ
বসেন প্রশান্ত চিত্তে
তাঁর দেব দেহ হতে
        হ'ল সুরধুনী নিঃসরণ।
এই ভাব কুমারীর
নিরখিয়া ধর্ম্ম ধীর
        মহোল্লাসী হৃদয় উচ্ছ্বাসে ;

বাষ্প রুদ্ধ অর্দ্ধস্বনে
ভাষিলা বাৎসল্যভরে
　　কুমারীরে মৃদু মধুভাষে,
"কৈশোরে এ ঈশীভক্তি
ধর্ম্মমত আনুরক্তি
　　হেরি' তব জগত্ বিস্মিত ;
এ সৌভাগ্য যদি তব"
কদাচ এ ধর্ম্ম ভাব
　　না ছাড়িও হৃদয় উত্থিত।
কি শয়নে কি স্বপনে
সর্ব্ব কর্ম্ম সমাধানে
　　ঈশ্বর পদে লক্ষ্য পদে পদে ;
রাখিবে অনন্য মনে
দৃঢ় জানি' এ বচনে
　　অনুক্ষণ সম্পদে বিপদে।
সাধুর বচন সাধু
শুক্তি মূলে বর্ষে মধু
　　দ্রব চিত্ত ক্ষিতীশ কুমারী ;
প্রভূত ঘটিলা চিতে
মনোভাব সম্বরিতে
　　কিন্তু নাহি ক্ষমতা তাঁহারি
শমিতে সে ভক্তি গতি,
উপজিল চিত্তে রতি
　　সেই দয়াময় প্রভু স্মরি' ;

জননীর স্কন্ধে মাথ
শিশুগণ রাখে যথা
রাখি' তাঁর নেত্রে বহে বারি।
আহা কিবা প্রেমবারি
জগত মোহন করি'
দিয়েছিল ধার্ম্মিক মণ্ডলী,
বিমোহিল মহান প্রেম
রাজ প্রজা সমাজে
কিবা প্রেম তরঙ্গ উথলি'।
ভক্তিলীন অনাবিল
শত নেত্রে প্রবাহিল
প্রবাহিনী যেন খরধর বেগে ;
সে মৃদু সলিলে ভাসি'
শত ধর্ম্মাগার বাসী
মনে প্রাণে গায় বিশ্বাধারে।

পিতৃব্যের মৃত্যু সম্বাদ।

(১)

কিবা ধনী কিবা নিঃস্ব ভূখণ্ড ব্যাপিয়া
রেখেছে সকলে ব্যাধি জাল প্রসারিয়া
দুরন্ত অন্তক, সহ-
পরিজন অহরহ
শোকে রোগে, তাপে, দুঃখে সবে সন্তাপিয়া,
কান্দাইয়া আপনার বল প্রকাশিয়া।
রোধিতে নিয়তি বলে
কার শক্তি ক্ষিতিতলে
ভাবীর দুয়ার কে রাখিবে নিবোধিয়া;
ভোগিবে ভোগের যাহা, এই ভব মায়া।
জন্ম মৃত্যু আধি ব্যাধি
সকলি বিধির বিধি
শান্ত হও ভ্রান্তজীব এ কথা স্মরিয়া,
বিনশ্বরে অনশ্বর ভাবনা ছাড়িয়া।

(২)

গর্ব্ভবাস অন্তে জন্ম বিধির লিখন,
নর শিশু হয় ক্রমে বালক গণন,
বালক বালত্ব ছাড়ি'
কৈশোর আশ্রয় করি'

যৌবন বয়সে ধীরে করে পদার্পণ
উদ্ধত ভাবের স্থানে স্থিরতা স্থাপন
করি', প্রৌঢ় বয়ঃ আসে
কিছুকাল রয় পাশে
বাড়া'য়ে সম্ভ্রম মান যশের স্ফুরণ,
তদন্তে বার্দ্ধক্য জরা করে আগমন।
ঐ শরীর জীর্ণ করি
প্রাণ বায়ু লয় হরি'
পরিশেষে করে তারে শব আখ্যাপন;
নিতান্তই অনিবার্য্য দুরন্ত শমন।

(৩)

কাল বশে স্থবির ইংলণ্ড অধীশ্বর
উ'লিয়ম চতুর্থ জর্জ্জর কলেবর
বলনাশে ক্লিষ্ট চিত্ত
শয্যাগত রুগ্নান্বিত
ক্রমে বলহীন তনু ক্ষীণ ক্ষীণতর;
ভৈষজ্য বিফল; খতক্ষুন্ন বৈদ্যবর
রোগ শয্যা পার্শ্ব বেড়ি'
বিমর্ষ অবস্থা হেরি'
বিচারিয়া কহিলেন 'স্থির অন্তর—
এই ব্যাধি দুরারোগ্য রোগি প্রাণ হর।
শুনি' রাজ পরিজন
একান্ত ব্যথিত মন
প্রিয়জন সহ চির-বিরহ কাতর

উচ্চরবে কাঁদে বলি' হা ধরণীশ্বর।

(৪)

যদিও মুমূর্ষু ক্ষীণ তনু নরপতি
ভাষিতে সুস্পষ্ট বাণী নাথরে শকতি
তথাপি কম্পিত স্বরে
প্রিয়ারে সান্ত্বনা করে
উচ্চ বিয়া ভগ্নভাবে প্রবোধি' ভারতী
নিশা অবসানে যথা দেব নিশাপতি
ক্ষীণ কর প্রসারণে
ক্ষীণ তর আলিঙ্গনে
কুমুদ্বতী সতীরে বুঝা'য়ে অস্তগতি,
পশ্চিম গগনে শশী যথা ক্ষীণ জ্যোতিঃ,
লীন হন সেইক্ষণে
ত্যজি' নৃপ এ ভুবনে
অনন্তে হইলা লীন ক্ষণেকে নৃপতি ;
এ জগতে অন্তে গতি সবার এমতি।

(৫)

দশরথ মহীপতি ত্যজিলে শরীর
রঘুকুল মন্ত্রি-কুল মন্ত্রণা সুধীর
প্রেরে দূত আনিবারে
রাজ সুত ভরতেরে
কেকয় নগর হ'তে অযোধ্যা পুরীর
রাজাসন দিতে যথা করিয়া সুস্থির
তেমতি ব্রিটনেশ্বর

ত্যজিলেই কলেবর
মন্ত্রিয়া ব্রিটিস মন্ত্রী সহ-আঁখি নীর
দিয়া বার্ত্তা নিতে তারে রাজ কুমারীর।
কেন্সিংটন নিবসতি
পাঠাইলা দ্রুতগতি
দূতে পুরোহিত সহ যথা জননীর
সহ বসে বালা ভাসে "উজলি' মন্দির।

(৬)

শিরোধার্য্য করি আজ্ঞা রাজদূত গণ
করিতে এ নিদারুণ বার্ত্তা নিবেদন
নিতান্ত বিষন্ন মনে
শোক সন্তাপিত প্রাণে
চলিল, কুমারী যথা সহ পরিজন
কোমল শয্যায় সুখে করিয়া শয়ন।
সুখময়ী নিদ্রাবেশে
সুমধুর শান্তি ভোগে
বিশ্রাম লভেন হেরি' সুখের স্বপন
না জানেন রাজ দেহ-ত্যাগ-বিবরণ।
এ সংসারে এই রীতি
সুখ, দুঃখ, শোক ভীতি
মুহূর্ত্তেই হর্ষ তথা 'বিষাদ ঘটন
সুখ দুঃখে দৃঢ় সূত্রে এমনি বন্ধন।

(৭)

তপন সারথি যবে প্রাচী অঙ্গিনিয়া

*বিবরণের মালা।

নিশান্ত সময়ে নাশ অরুণ ধরিয়া
        জন মন স্ফূর্ত্তিকর
        উদিবেন খর কর
প্রভাকর, এই বার্ত্তা যতনে বহিয়া,
নিশ কর অন্তশোক হৃদয়ে চাপিয়া,
        সেই কালে সেই মত
        উপনীত হ'ল দূত।
রাজ পুরোহিত সহ সম্বাদ লইয়া
রাজ্য প্রাপ্তি বালার কহিতে বিবরিয়া।
        রাজ মৃত্যু শোকাবহ
        হৃদি পুষি' সুদুঃসহ
অকুণিত মুখে অশ্রু প্রবাহে ভাসিয়া
সুখ শোক ব্যক্ত করে বিচলিত হিয়া।

(৮)

উপনীত হ'য়ে রাজ-আলয়-প্রাঙ্গণে
নিদোত্থিতা দাসীরে কহেন সযতনে—
        "জাগাইয়া কুমারীরে
        শোকের প্রসঙ্গ তাঁরে
শুনাও।" পরন্তু দাসী ভীতা অতি মনে,
তথাপি সে দূতবর বিষণ্ণ বদনে
        বলিলেন "ছাড় ভয়
        বিস্তারিয়া সমুদয়
সাহসিনী হ'য়ে রাজ কুমারী সদনে
নিবেদহ শোকবার্ত্তা ধীরে, সাবধানে

যাহে অতি অভিভূতা
নাহি হন রাজ সুতা
সেই মতে বুঝাইয়া আশায় বচনে।"
শুনি দাসী' বুঝি কথা যায় বালাস্থানে।

(৯)

জাগাইয়া বলে দাসী, নৃপেন্দ্র কুমারি।
শুনাইতে শোক কথা হৃদয় আমারি
কম্পিত হ'তেছে অতি,
অহো! কিবা কাল গতি
খুল্লতাত তব আজ এ সংসার ছাড়ি,
রাজ পরিবারবর্গে শোকাকুল করি,
সম্বরিয়া নরলীলা
চলিলা গো রাজবালা!
রাজ পুর-দূত দেখ! তব দ্বারে দ্বারী,
সম্বাদ বলিতে তব গোচরে বিবরি'
চল দ্বারে ধীরে ধীরে
সম্ভাষিতে দূত-বরে
শুনি' শোকে অভিভূতা কুমারী আ মরি!
চায় উন্মাদিনী প্রায় নেত্রে বহে বারি।

(১০)

শুনি বার্ত্তা চলিলেন নিশাবাস পরি'
শিথিলা বিবশা বালা স্কন্ধে শাল ধরি'
না সম্বরে কেশ পাশ
বহে ঘন ঘন শ্বাস
ম্রিয়মাণা মলিনাঙ্গী শোকার্ত্তা স্মরি'

উপজিলা দূত যথা সহিত কিঙ্করী
চাপিয়া ধীরতা বলে
সুবর্দ্ধিত শোকানলে
অগ্নিগর্ভ শমী যথা বাহিরে সম্বরি,
সন্তাপে তাপিত বালা কি সন্তাপ মরি।
তিক্ত বৃক্ষের ফল
সম মুখ অনুজ্জ্বল
নিষ্প্রাভ কুমুদ যেন পোহালে শর্ব্বরী
শোক বাত বিকম্পিত হৃদি সরোপরি।

(১১)

সসম্ভ্রমে নত জানু র জ পুরোহিত
বহু মান সহ বন্দি দূতের সহিত
সজল নয়নে দোঁহে
রাজ মৃত্যু বার্ত্তা কহে;
শুনিয়া কুমারী রহে সন্তাপে স্তিমিত,
ক্ষণ পরে প্রশমিয়া বেগ শোকোত্থিত।
রাজপুরোহিত বরে
সবাষ্প করুণ স্বরে
কহিলেন, "মোর প্রতি হ'য়ে কৃপান্বিত
জগদীশ চরণে নিবিষ্ট করি' চিত্ত
প্রার্থনা করুন সবে।"
শ্রুতি মাত্রে এক রবে
জানু পাতি' আরম্ভিলা ঈশ স্তুতি গীত,
যে নামে দুঃসহ শোক হয় বিদূরিত।

প্রথম সভা।

পূর্ব্বাহ্নে পরাহ্নে
রাজ সভা গৃহে
রাজনীতি বিচক্ষণ।
রাজ মন্ত্রী যত
হয়ে সমবেত
কৈলা সভ্য আবাহন
করি' বিতরণ
সভ বিজ্ঞাপন।
শ্রোতৃমাত্র মহোল্লাসে
করে আগমন.
সভ্য অগণন
সাজিয়া দর্শন আশে।
সুশোভনা কিবা
এ প্রথম সভা
বেষ্টিতা সুসভ্য গণে।

দেব পারিষদ
যরি সরচ্ছদ
যেন মরত ভূবনে।
দশদশ আঘাতে *
যবে ঘটিকাতে
জাগাইয়া নব নারী।
রাজ্ঞী আগমন
করিল ঘোষণ
কামান গভীর ছাড়ি'।
দর্শক মণ্ডলি
অতি কুতূহলী
উদগ্রীব হইয়া দেখে;
মনের উল্লাসে
কৌতুক আবাসে
যান যবে সভা মুখে।
প্রসন্ন বদনে
আনন্দিত মনে
যান বালা সভাস্থানে।
সংযত কুন্তল
শোভে সুবিমল
সুবর্ণময় মণ্ডনে,
ললাট সুষমা
কৌমুদী-উপমা

* আঘাতে আঘাত বলে।

জ্রযুগল কাম ধনু,
কুরঙ্গ নয়না
যথা অঙ্গনা
দেখি' পুলকিত তনু,
সুচারু নাসিকা
কুসুম-কলিকা
শোভনীয় অনুপম,
আরক্ত কপোল
মসৃণ সুগোল
যেন কোকনদ সম,
বিম্ব ওষ্ঠাধর,
দশন নিকর
কুন্দ- পুষ্প-রাজি নিভ,
চিবুক সুঠাম
যেন শোভাধাম
বাল শশি-কলা প্রভ,
অতি সুকুমার
পাণি যুগ তাঁর
মৃদু যথা নবনীত,
কেশরী নিন্দিত
কটি সুললিত
ক্ষীণ ক্ষীণ সুগঠিত।

সৌন্দর্য্য ও রাজপরিচ্ছদ।

(১)

বিচিত্র আর্ম্মিন ঊর্ণারাজি বিরাজিত,
সুবর্ণ সুবর্ণ চারু কারু বিখচিত
নীল মিশ্র সুলোহিত
দীপ্ত বর্ণ প্রভাসিত
রাজচ্ছদে সুখামোদে করি' সমাবৃত
মৃণাল মৃদুল দেহ দেবী-বিনিন্দিত।

(২)

পদ পরিচয় প্রদ গল বন্ধ ধরি'
সুবর্ণ বেষ্টন শিরে সযতনে পরি'
অঙ্গে বস্ত্রে মুক্তাফল
ভাসে ভাসে অবিরল
উরসি হীরক মালা জ্বলে কিবা মরি।
কোহিনুর সহচরী লাবণ্য বিথারি'।

(৩)

শ্রবণে সুরম্য- দুল করে ঝলমল
ধৃত-পুষ্প-গুচ্ছ বাম কর শতদল
বিকচ-কমল ধরি'
উজলি', বৈকুণ্ঠ পুরী
রাজিছে কমলালয়া একি সুবিমল
বিকাশি' লাবণ্য জ্যোতিঃ মোহন নিশ্চল।

(৪)

হেরি' এ অপাপ রূপ নয়ন সফল
ভাগ্য তার স্নেহে যার নেত্রে বহে জল।
শোভিয়া কোমল পাণি-
যুগল প্রবাল-মণি-
মণ্ডিত বলয় দোলে কর্পূর বিমল
অলৌকিক ভায় আজি ভাতে ধরাতল।

লাবণ্য ললাম
যে সুষমা ধাম
বালা যথা জন্ম বাসরে
প্রজেশ কুমারী
প্রজেশ কুমারী-
সম রাজে সভা প্রাসরে।
সভায় যেমন
কৈলা পদার্পণ
কিশোরী নবীনা রাণী।

বিস্তারিল শোভা
অতি মনোলোভা
ত্রিদিবে যথা ইন্দ্রাণী ;
নমি' সসম্ভ্রমে
সভাসদ গ্রামে
আরোহিলা সিংহাসনে,
ধীর মৃদুস্বরে
নির্ভীক অন্তরে
সুমধুর সম্ভাষণে
সম্ভাষিলা রাণী
বিষ্ণু লোকে বাণী
যথা বীণা সহযোগে
তোষে, দেব বৃন্দে
পুরি' মহানন্দে
মহোৎ সাহ অনুরাগে।
সভাস্থ মণ্ডলি
চিত্রের পুত্তলি-
সম কুতূহলী অতি
অমৃত বর্ষিণী
রাজ্ঞী মুখ বাণী-
শ্রবণে সন্তোষে শ্রুতি।

মহারাণীর প্রথম বক্তৃতা।

পিতৃব্য দেবের নরলীলা সম্বরণে
শোকাকুল প্রজাকুল ব্যথিত পরাণে
সুবিষম ক্ষতিগ্রস্ত
গুরুরাজ্য ভার ন্যস্ত
হইল আমার শিরে কৈশোর জীবনে
সহসা।—করিতে ক্ষমা সে ভার বহনে
যে বিধি অর্পিলা রাজ্য হ'য়ে দয়াবান
সেই বিধি এ বয়সে করি' জ্ঞানদান
প্রবীণতা সঞ্চারিয়া
হৃদয়ে ক্ষমতা দিয়া
বলবতী করিবেন করুণা নিদান।
সাধিতে একান্ত চিত্তে প্রজার কল্যাণ
লোক হিত ব্রত মহুৎসাহ স্পৃহাবলে
লভিব প্রৌঢ়তা লভ্য জ্ঞান অবহেলে
লভিব মানস বল
এ আশা যদি প্রবল
না জাগিত হৃদয়ে নিশ্চিত তাহা হ'লে
হইতাম অবসন্না এই ভার তলে।
পার্লেমেণ্ট সমিতির সদ্বুদ্ধির প্রতি
তথা প্রজা রাজ ভক্তি স্নেহে বলবতী

আস্থা সে র। যে ভূপতি
সধর্ম্মে শাসিল ক্ষিতি
মনে রাখি' প্রজাপুঞ্জ ব্যবস্থা উন্নতি
স্বাধিকার স্বাধীনতা কেমনে প্রকৃতি-
নিচয় লভিবে, এই আন্তর বাসনা
যাঁর ছিল প্রবলা প্রকৃতি পরায়ণা,
যাঁর নাম উচ্চ রণে
প্রজা সাধারণ প্রাণে
প্রীতি শ্রদ্ধা সঞ্চারে, হইতে সমাসীনা
সে রাজার পাটে করি সুবিধা গণনা।

স্নেহময়ী শিক্ষিতা জননী তত্ত্বাধীনে
শিক্ষালাভ করিয়াছি স্বদেশ বিধানে,
তাঁর যত্নে নিরবধি
শিখিনু শৈশবাবধি
মাতৃ ভূমি চালিত শাসন প্রকরণে
শ্রদ্ধা প্রীতিমতী হ'তে সর্ব্বান্তঃকরণে।

স্বদেশ সংস্কৃত ধর্ম্ম করিতে রক্ষণ
বিধানানুসারে সদা করিব যতন;
কিন্তু সর্ব্ব সাধারণে
ধর্ম্ম স্বতন্ত্রতা দানে
তুষিব, করিব সর্ব্ব শ্রেণী প্রজাগণ,
যাহে সুখ, স্বাধিকার, ভুঞ্জে অনুক্ষণ।

প্রজাকুলের রাজভক্তি।

(১)

প্রৌঢ়ত্ব সুলভ হের গভীর ধীরতা
নবীনা কুমারী সুখে পূর্ণ বিরাজিতা
দিলা ঈশ কৃপা দৃষ্টি
কেনা মনোবল পুষ্টি
এ বয়সে অনায়াসে লভে নম্রতা ?
এ নারী কি উপাদানে নিরমিল ধাতা ?

(২)

মহা সমিতির সভ্য মহোদয় গণ
নত জানু হ'য়ে করি' শপথোচ্চারণ
যথোচিত রাজমান
করিবারে সম্প্রদান
রাজ্ঞীরে, প্রতিজ্ঞা কৈল এক প্রাণ মন
সমস্বরে করে যেন বিভু-আবাহন।

(৩)

খুল্লতাত দ্বয়ে হেরি' নতজানু হ'তে
ম্লান মুখে মৃদু স্বরে সঙ্কুচিত চিতে
সসম্মানে সম্ভাষিয়া
কপোলে চুম্বন দিয়া
বলিলা, না হবে তোমা' জানু নোয়াইতে
আমি সেই ভিক্টোরিয়া স্নেহ কর যাতে।

(৪)

হেরি চমৎকৃত যত দর্শক মণ্ডলি
প্রশংসিল্যা রাজ্ঞী ধন্যা রাজ্ঞী ধন্যা বলি।
একে একে জানু নত
করি' ভক্তি সমন্বিত
অধীনতা অঙ্গীকারে সভাসদাবলি
চুম্বিলেন মহারাজ্ঞী চম্পক অঙ্গুলি।

অভিষেক সূচনা।

দর্শক নিকর নয়ন তর্পণ-
অভিলাষে মন্ত্রি, রাজমন্ত্রিগণ
বকিং হ্যাম ছাড়ি'
রাজ পথ ধরি
যাবে রাজ সজ্জা কৈলা নিরূপণ
ধর্ম্মালয় লক্ষ্যে প্রসন্ন দর্শন।

বিজ্ঞাপনে সেই ঘোষণা জ্ঞাপন
করিলা, অমনি উৎসাহে মগন
নিজ কর্ম্ম ত্যজি,
নর নারী রাজি
কল কোলাহলে ভেদিয়া গগন
চলিল উৎসব শোভা বিবর্দ্ধন।

ঘটিকা সময়ে ব্যাপিয়া গব্যূতি
সম্মিলিত হ'ল মানব সংহতি
দৃঢ় সম্পোষণে
ব্যথিত জীবনে
তবু রাজভক্ত ব্রিটিস প্রবৃত্তি
কষ্টে কেহ নাহি পিছু করে দৃতি।

অষ্টাবিংশ জুন বড় শুভদিন
মাহাত্ম্য যাহার গায় ধনী, দীন
সুমধুর রবে
বিগলিত ভাবে
গে'য়েছে প্রবীণ গাইছে নবীন।
ব্রিটিস জননী সিংহাসনাসীন

হইলা যে দিন ভব আলো করি'
উৎসাহিয়া কোটি কোটি নরনারী
অনুতাপ পাপ
রোগ শোক তাপ
নিবাইয়া ঢালি' মহামোদ বারি
প্রেম নন্দে নাচে আপনা পাসরি।

ডুক পররাষ্ট্র প্রতিনিধি গণ
যেমন পাইলা শুভ নিমন্ত্রণ
অতি প্রীত মনে
প্রসন্ন বদনে
আসিলা তখনি পরম শোভন
পরি' পরিচ্ছদ বিচিত্র মোহন।

অভিষেক সভায় গমন।

শির স্ত্রাণ শিরে
বীর বেশ ধ'রে
লইয়া কৃপাণ করে,

মহা বলবান
সেনানী প্রধান
আগে চলে দর্প ভরে,

অশ্বারোহী কত
পদাতি সহিত
যায় আড়ম্বর সহ,

নিশান ধরিয়া
চলিল গাইয়া
সারি সারি কেতুবহ,

রথ রথি প্রভৃ
পুষ্পক সজ্জিত
নানা চিত্রে সুশোভিত,

রৌপ্য পত্ররাজি
শরীরে বিরাজি'
করে প্রভা প্রভাসিত,
উচ্চৈঃশ্রবা সম
রথ তুরঙ্গম
মণ্ডিত রজত সাজে,
ভানুর কিরণ
পড়িছে যখন
সে সুন্দর সাজ মধ্যে,
ছুটিছে ছটায়
অগণিত তায়
ভূমে যেন তারা শ্রেণী,
সে রথ উপরি
আরোহণ করি
যান ব্রিটিস জননী,
মার্কুয়িস কন্যা
যাঁরা দেশ মান্যা
সঙ্গে অষ্ট সহচরী
যেমন ইন্দ্রাণী
দেব রথ খানি
স্বর্গপুরী আলো করি'
অপ্সরা সহিত
হ'য়ে আনন্দিত

যান মনোনীত স্থানে,
উৎসাহিত'মন
সমাগত জন
এক দৃষ্টে হেরে যানে,
জয় জয় ধ্বনি
উঠিল তখনি
আকাশ মণ্ডলোপরে,
দলে দলে পান্থ
চিত্ত করি শান্ত
ঈশে প্রার্থে সমস্বরে।—
"এরাজ্যে অক্ষয়
কর দয়াময়
প্রজা চা'য় এই ভিক্ষা,
প্রজা ভাগ্য গুণে
রাজ সিংহাসনে
এহেন রাজ্ঞীর দীক্ষা।"
"আর কি ভাবনা"
বলে সর্ব্ব জনা
"পাপের হইল ক্ষয়,
এত দিনে বিধি
পাঠাইলা নিধি
ভুষিতে ভুবনালয়।"
দেখিতে দেখিতে
উত্তরে ত্বরিতে

রম্য রাজ রথখানি,
নিরূপিত স্থলে
তুষি' দর্শিদলে
সনবীনা মহারাণী।
নর নারী যত
হরষিত চিত '
"এস, এস" বলি ধায়'
"এস জগন্মাতা
জগত পূজিতা
ডাকে প্রজা সমবায়,
রাজ সিংহাসন
করিয়া গ্রহণ
তোষহ প্রকৃতি কুলে,
সবে সমুৎসুকে
তোমার মস্তকে
মোহন মুকুট তু'লে—
ধরিতে যতনে
অপেক্ষিছে, মনে
অধীর আনন্দ বেগে;
বাসনা পুরাও,
পরাইতে দও
মুকুট নবানুরাগে।
এরাজ্য গগনে
তোমা শশিধনে

উদিত হেরিয়া রঙ্গে,
হৃদয়-বারিধি-
বারি নিরবধি
উচ্ছ্বাসে তরঙ্গ ভঙ্গে।
এই প্রজাগণে
পাল সুযতনে
ধর্ম্মনীতি অনুসারে
দুষ্টের দমন
কর অনুক্ষণ
মাগি মোরা কর যোড়ে।"

সভাপ্রাসাদ।

(১)

কে হেরেছে সুর রাজ্য বাসব নগরী
নরলোকে, মনোহরা হের রাজপুরী
বিস্তারে ত্রিদিব শোভা; আনন্দ লহরী
খেলে নর হৃদে এই রম্য পুরী হেরি'।

(২)

সেণ্ট জেম্‌স রাজালয় কাঞ্চন খচিত,
সুনিপুণ চিত্রকর ক'রেছে চিত্রিত
বিশ্বকর্ম্মা নিজ তুলি দিয়া সমঙ্কিত
ক'রেছেন, যেন সুরালয় সুরঞ্জিত।

(৩)

সুচিত্রিত স্তম্ভরাজি লতায় পাতায়,
মহীরুহ দেহে বল্লী যেন শোভা পায়,
প্রকৃতির সুষমা রাশি বিকাশে তথায়,
স্তম্ভপ্রায় পান্থকুল স্থির নেত্রে চায়।

(৪)

দ্বারে দ্বারে যবনিকা কর্ব্বুর সুন্দর,
কল ধৌত চারু গাজে অতি মনোহর,
মরুত হিল্লোলে দোলে বিমল ভাস্বর,
ঝলকে বিজলী যেন উজলি অম্বর।

(৫)

কেশরী চিহ্নিত কেতু প্রাসাদ উপর,
তর তর স্বননে অনিল জলধর
সখাদ্বয় সনে মিলি ঘোষে নিরন্তর
ব্রিটিস্ প্রতাপ উচ্চে দীপ্ত অনশ্বর।

(৬)

সুশোভন সিংহাসন রতন মণ্ডিত
নিরীক্ষণে প্রতিক্ষণ নয়ন কম্পিত
পুত্তলিকা প্রায় তথা উভ পার্শ্বস্থিত
রাজ আজ্ঞা অনুসারে প্রহরী সজ্জিত।

সভাপ্রবেশ।

সুন্দরী কিশোরী
রাজ রাজেশ্বরী
　　সহ সহচরী সবে,
সমিতি মণ্ডপে
ধীর পদ ক্ষেপে
　　সুধীর গভীর ভাবে।
পশিলেন হর্ষে
সিংহাসন পার্শ্বে
　　বদন মণ্ডল তাঁর,
বিমল কোমল
কমল সুদল
　　জিনি ধরিল আকার।
রূপের ছটায়
সভার ঘটায়
　　উদে যেন রবি শত,
সভ্যাসভ্য মণ্ডল
কোটি শত দল
　　সে কিরণে প্রস্ফুটিত।

বিভু অর্চ্চনা ও অভিষেকক্রিয়া।

যিনি বিশ্বাধার,
কৃপায় যাঁহার
পাইলেন রাজ্যভার,
তাঁহার চরণ
করিতে বন্দন
কিশোরী স্মরিলা সার।
ভক্তিমতী বালা
উচ্ছ্বাসে বিহ্বলা
প্রেমে নেত্রে বহে বারি,
গাঢ় ভাবাবেশে
মাতৃ স্কন্ধদেশে
মস্তক রাখি' কুমারী।
যেমন যোগিনী
ভাবের ভাবিনী
পাগলিনী ঈশ প্রেমে,
বলিলা মাতারে
"যে'তে দাও মোরে,—
দাও বিজন ভবনে।"
গাঢ় প্রেমভাবে
ভকতি প্রভাবে
আচ্ছন্ন হইয়া মাতা,

বলিলা সাদরে
"গৃহ অভ্যন্তরে
　　যাও যাও মম সুতা।"
দ্বার নিরোধিয়া
দু'জানু পাতিয়া
　　করপুটে এক মনে,
লব রাজ্যভার
স্কন্ধে বহিবার
　　বল মাগে সে চরণে।
রাজ্য লাভ দিনে
রাজেশ চরণে
　　নত করি' মন প্রাণ,
হৃদে আবাহিয়া
সম্মুখে জানিয়া
　　করে বিশ্বাধারে ধ্যান।
রাজবালা মতি
বুঝি' বিশ্বপতি
　　বরষি' সদয় দৃষ্টি,
কুমারী-হৃদয়ে
আবির্ভূত হয়ে
　　কৈলা মনোবল পুষ্টি।
নিভৃতে বসিয়া
ভাব সম্বরিয়া
　　দৃঢ় করি' নিজ চিতে,

প্রসন্ন বদনে
সভ্য সম্ভাষণে
বাহিরিলা গৃহ হ'তে।
পালিতে সাধোজ্ঞা
যবে গুরু কার্য্য
সমাপেন মহারাণী,
একান্ত মানসে
চিন্তি' জগদীশে
মাগেন বর তখনি।
একান্ত সাধন
হ'লে সমাপন
সমিতি-মণ্ডপে আসি,'
দাঁড়াইলে রাণী
পুরোহিত মণি
সুশ্রব সুস্বরে ভাষি'।
মনের উল্লাসে
সভা চতুঃপাশে
রাজ্ঞী সহ ধরি ফিরি'
বলে "সভাজন
মহোদয় গণ
আবেদন এই করি।
দেখ উপমমা
তব দেশ মান্যা
ভিক্টোরিয়া মহারাণী,

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য
ভুবনের পূজ্য
ন্যায়ে শাসিবেন যিনি।
রাজ পূজা দিতে
অবহিত চিতে
উচ্চারি' শপথ উক্তি,
রাজ্ঞীরে বরহ
বহুমানে, সহ
রাজ ভক্তি যথাশক্তি।
হিতকরী বাণী
সবারে বাখানি
রাজ পুরোহিত বর,
বলিলা যবার
সবে ততবার
"হোবুরা হোরুরা" স্বর।
করি উচ্চারণ
বলিল সগণ
"লং লিভ্ দি কুইন"।
"হয়ে দীর্ঘ জীবী"
সধর্ম্মে পৃথিবী
শাস মাতঃ দিন দিন।
মিলাইয়া স্বর
শ্রুতি মনোহর
বাজিল বাজনা রাজি,

ভূলোক বাসীরে
ভুলাল সে স্বরে
কিবা শুভদিন আজি ॥"
কিবা সুখ শ্রব
তুরী ভেরী রব
শ্রবণ কুহরে পশি'
মহা মহোৎসাহে
আনন্দ প্রবাহে
ভাসিল ইংলণ্ড বাসী।
নীলিম গগনে
পত পত স্বনে
রাজ চিহ্ন ধ্বজ কত,
পবন হিল্লোলে
নানা রঙ্গে দোলে
যেন বীচি নতোন্নত।
অতুল বিভব
প্রভবে গৌরব
দেখায় জগত জনে,
কিবা ভাগ্যবতী
রাজ্ঞী মহামতি
ব'সে'ছেন সিংহাসনে।

অভিষেক।

ধরি' চন্দ্রাতপ রতন রঞ্জিত
রাজ সিংহাসন করিয়া বেষ্টিত
দাঁড়া'ল নাইট শ্রেষ্ঠ চারিজন,
দিবি যথা দেব পারিষদ গণ
দেব সভা ভূমে বেষ্টিয়া বাসবে
পরম আহ্লাদে মাতে মহোৎসবে।
সুবাসিত তৈল স্বকরে লইয়া,
পুরোহিত বর কহে সম্বোধিয়া,
"এই শুভ্র তৈলে তোমারে কুমারি
বিধি অনুসারে অভিষেক করি,
যথা নৃপ বৃন্দ পুরোহিত চয়
ভাবী বক্তৃ কুল অভিষিক্ত হয়
করে ধর নরপাল করবাল
ছেদহ ইহাতে অন্যায় জঞ্জাল
হিংস্র জন্তু সম; ন্যায়ানুশাসনে
পালহ ধরিত্রী একান্ত যতনে;
পবিত্র স্বধর্ম্ম সমাজ রক্ষণে
রত রহ অহোরহ প্রাণ পণে ;
বিধবা অনাথা কৃপা পাত্রী যত
রক্ষা কর বৎসে তাদেরে নিয়ত,

কুকর্ম্মীর দণ্ড করিয়া বিধান
সুবিচার বলে লভহ সম্মান।"
পুরোধা ভাষিল এ মনোজ্ঞবাণী
মঞ্জু নিক্কণে উঠে বাদ্যধ্বনি।
মিলাইয়া স্বর মধুর স্বননে
শত কণ্ঠ বিভু নাম সংকীর্ত্তনে
মাতিয়া মাতা'ল প্রেমানন্দ ভরে
গায়ক, শ্রাবক, আপনা পাসরে।
বেগে প্রবাহিল সন্তোষ প্রবাহ
প্লাবি' রঙ্গভূমি মহোচ্ছ্বাস সহ,
উপজে সবার অতুল উৎসাহ
অভিষেক ক্রিয়া হ'লে সুনির্ব্বাহ,
যথা অভিষিক্ত হ'লে সলোমান
হর্ষে পূর্ণ হ'ল ভক্ত মন প্রাণ।"
পুরোধা ভাষিত আশীষ-বচন
বিনীতা কুমারী করিলা গ্রহণ
জানু করি' নত যথা পিতৃস্থানে
গ্রহেণ আশীষ দুহিতা যতনে।
স্বধর্ম্ম নিরত ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রেণী
উচ্চ সমুচ্চারে তথাস্তুর ধ্বনি
ধ্বনি প্রতি ধ্বনি পূরে দিক দশ
বিধি মুখে যেন সাম্রাজ্ঞীর যশ
হ'য়ে বিঘোষিত ছাইল গগন
শুনিতে স্তম্ভিয়া ব্যোমচর গণ।

পণ্ডি' রাজোচিত মণ্ডলে সুচ্ছদে
সমুজ্জ্বলা যথা চন্দ্রিকা শরদে।
রাজাসনে রাজ পুরোহিত বর
রাজ কুমারীরে বসা'য়ে, সুন্দর
চন্দন নিন্দিত অতি সুকুমার
অঙ্গুলে পরা'ল অঙ্গুরীয় তাঁর।
রাজদণ্ড যত্নে সমর্পিল করে
মোহন মুকুট তু'লে দিল শিরে ।
জানু নত করি' যখন কুমারী
বসিলা যেমন হিমাদ্রি কুমারী ;
মুকুট মণিতে পড়ি রবিকর
বিকাশিল ভাস মনোহর তর ;
বেষ্টি' শিরোভাগ খেলে দ্যুতি মালা
শম্ভুশিরে যথা জাহ্নবী বিমলা;
কম দেহচ্ছটা ছুটিল উজলা
মার্ত্ত্য হের হেথা পদ্মালয়া খেলা।
বসি' সিংহাসনে বৈকুণ্ঠ সদনে
যে শোভা বিস্তারে সে শোভা নয়নে
হের নর। ভাগ্য মান আপনার,
ধরিয়াছে দেবী হের নরাকার।
রাজ্ঞী স্বমুকুট করিলে ধারণ
কিরীট পরিল পিয়ারের * গণ ;

---

* Peers.

পরিল টোপর ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রেণী
কিংসবার্ম্মস পরে মুকুট তখনি
দর্শন ঐশ্বর্য্য বিশেষে বাড়ায়ে
দর্শক দর্শন তৃপ্তি বিকাশিয়ে।
বাজিল বাজনা সুমধুর রোলে
তর্পিয়া কৌতুকী দর্শক মণ্ডলে।
বাহিরে কামান গভীর নিঃস্বনে
ঘোষিল শ্রাবক আনন্দ বর্দ্ধনে
টাওয়ারে * বন্দুক ধ্বনিল তখনি
ভিতরে বাহিরে আনন্দের ধ্বনি
উঠিয়া ভেদিল মহী ব্যোমদেশ
বহিয়া পরম আনন্দ সন্দেশ।
ধর্ম্মগ্রন্থ দিয়া পুরোহিত তাঁরে
বসাইলা পুনঃ সিংহাসন' পরে।
রাজ পূজাদিতে খুলি' শিরস্ত্রাণ
সকলে দেখা'য়ে প্রভূত সম্মান।
প্রতিজ্ঞা করিলা জীবনে মরণে
র জ্ঞীর অধীনে রহিতে যতনে
নত জানু হ'য়ে মুকুট স্পর্শিয়া
রাজ্ঞীর কোমল অঙ্গুলী চুম্বিয়া
পদ মান্য ক্রমে ধর্ম্মাধ্যক্ষ গণ
তথা অভিজাত যত সভাজন

* Towerএ

উক্ত মতে সবে ব্যক্ত করে ভক্তি
সকলে পড়িল [illegible] শপথ উক্তি।
অশীতি বর্ষীয় লর্ড রোল নাম
অভিজাত রাজ্ঞী কর চুম্ব কাম
রাজ সিংহাসন সোপান উঠিতে
স্খলিত চরণে পড়িলা ভূমিতে।
দেখি' সভ্যকুলব্যথিত অন্তরে
সহৃদয়া রাজ্ঞী মনোবেগ ভরে
সম্ভাষিয়া তাঁরে সান্ত্বনার স্বরে,
ভুলিয়া উৎসবে ক্রিয়া আড়ম্বরে
উঠিয়া আপনি অবতীর্ণা হ'য়ে
চুম্বনার্থে হস্ত দিলা প্রসারিয়ে।
দেখি' ধন্য ধন্য কহে সভাজন,
সরলতা হেরি' হ'য়ে মুগ্ধমন

মহারাণীর দয়া।

অতুল ঐশ্বর্য্য
পেয়ে কেবা ধৈর্য্য
ধরিতে সক্ষম বল,
ধন মদে মাতি'
রহে দিন রাতি
কেবা ভাবে ভাবি ফল।
কিন্তু ভিক্টোরিয়া
সাম্রাজ্য লভিয়া
নন গর্ব্ব পরায়ণা,
প্রবীণ নৃপতি
সম শাসে ক্ষিতি
প্রজা হিত রত মনা।
শাসনে নিরত
থাকিয়া নিয়ত
অন্তর নিষ্ঠুর নয়,
নারীজনোচিত
মৃদু গুণ যত
বর্ত্তমান সমুদয়।
আছে হৃদে তাঁর
সময়ে যাহার

স্ফূর্ত্তি হয় ক্ষণে ক্ষণে
তারে কিবা ভাবি
দেবী কি মানবী
যে ভূষিত উভ গুণে।
সৈনিক নিয়ম
ব্যবস্থা বিষম
যেবা করে পলায়ন,
ত্যজি' নিজ কার্য্য
তার অনিবার্য্য
প্রাণ দণ্ড সুভীষণ।
জনেক তরুণ
সৈন্য এ দারুণ
অপরাধে অপরাধী,
হইলে দণ্ডিত
আজ্ঞা স্বাক্ষরিত
হ'তে যথা রাজবিধি।
এ'লে রাজ্ঞী পাশে
অতি দয়াবেশে
হৃদয়ে পাইলা ব্যথা,
করিতে স্বাক্ষর
থর থর কর
কাঁপে ভাবি' দণ্ড কথা।
দণ্ড বিমোচন
লিখিয়া তখন

শাস্তি পান দয়াবতী,
দিয়া প্রাণ দান
লভিলা সম্মান
সাধুবাদে পূরে ক্ষিতি।

বিবাহ সূচনা।

প্রেমময় বিশ্বপতি
করুণা প্রসাদে ক্ষিতি
পালে যত ক্ষিতি পতি,
সে চরণে রত মতি,
  অনাথা কোথায় এ সৌভাগ্য,

সে প্রভুর দয়া কণা
লভি' রাজ্ঞী মহামনা
সুশাসনে সকরুণা
ধর্ম্মাসন সমাসীনা
  শাসেন ধরণী যথাযোগ্য।

একা রাজ্য ভার, মরি!
বহিছেন সুকুমারী
সদৃশ বরেরে বরি'
সে ভারের অংশী করি'
  লভিতে আংশিক অবকাশ,

সমুচিত ভাবি' চিতে
এল্বার্ট মাতুল সুতে
প্রেমের সুদৃঢ় সূতে
হৃদয়ে রাখিতে গেঁথে
  কুমারী করিলা অভিলাষ।

জনম নৃপতি কুলে
রূপ গুণ বিদ্যাবলে
তুল্য ওঁ র ক্ষিতিতলে
কোথা মিলে যত্নফলে
  বিদুষীর মনোমত পতি,
নলিনী মিহিরে চায়
স্বাহা কৃশানুরে ধ্যায়
জাহ্নবী সাগরে যায়
নিশা হাসে শশি ভায়
  অনুরূপে সবে রত মতি।

প্রিন্স এল্বার্টের ইঙ্গলণ্ডে আগমন।

তুষারান্তে দিনকর
যেন রঞ্জিয়া অম্বর
রাজ্ঞী বরণীয় বর
সমবয়া ভাগ্য ধর
স্থকুমার ভূপতি কুমার
উদি' ইংলণ্ড আকাশে
নব শোভা পরকাশে
কম কিরণ পরশে
পুরবাসী স্থখে ভাসে
হেরি' তাঁরে তেজো গুণাধার।

নানা শাস্ত্রে স্থশিক্ষিত
রাজনীতি স্থপণ্ডিত
বিদুষের স্থবিদিত
গুণ গর্ব্ব বিরহিত
সঙ্গীত ইঙ্গিতে বিচক্ষণ
প্রফুল্ল কুস্থম শোভা
সম্মিত যৌবন বিভা
নারীজন মনোলোভা
বিস্তারে লাবণ্য আভা
অঙ্গে রঙ্গে তুষিয়া নয়ন।

প্রশস্ত ললাট তটে প্রকাশিছে দ্যুতি
সূচিয়া হৃদয়োন্নতি
সূচিয়া সুবুদ্ধি জ্যোতি
ছুটিছে ছটায় তার শত বৃহস্পতি।

নীলোজ্জ্বল রমণীয় যুগল নয়ন
হেরিলেই লয় মনে
চিন্তাশীলতাদি গুণে
ভূষিত এ দেব নর প্রিয় দরশন।

সম্ভাষিতে ভগিনীরে এ রাজ ভবনে
জ্যেষ্ঠ সহোদর সহ
নর পতি কুলোদ্বহ
আইলা অতিথি রূপে প্রসন্ন বদনে।

'আগত কুমার' এই শুনি' বিবরণ
দাঁড়া'য়ে সোপান পার্শ্বে
রাজ্ঞী হৃদয়ের হর্ষে
সমাদরে করে কর করিয়া যোজন।

প্রাসাদে আনিলা সুত সাদর সম্ভাষ
রূপবান ও রূপসী
চলে যবে পাশা পাশি
নিরুপম সে সুষমা বিকাশ আভাস।

রতি পতি কর ধরি' যেন চলে রতি
অথবা পাইয়া রাকা

ধবল বরণ মাখা
লীলায় কৌমুদী দোঁহে সহ নিশাপতি।

আঁখি আঁখি মিলনে স্বখিত পরস্পর
হেরে হেসে পুন হেরে
দর্শন পিপাসা ভরে
তবু কিন্তু ক্লিষ্ট রহে অতৃপ্ত অন্তর।

একি আজি ধীর গনে হেরি ভাবান্তর
খেলিছে কি সৌদামিনী
বহিয়া অন্তর বাণী
সুখে ক্লেশে বিকলিয়া যুগল অন্তর।

বলিব কি অনুমানে করিয়া নির্ভর
রাজ স্বত রাজ বালা
হৃদি সে চপলা খেলা
বক্ষে বুঝি অবিরত কাঁপে থর থর।

মাতুলের পত্র।

পরস্পর হইলে স্বাগত প্রশ্নোত্তর
লিপী পিতৃ বিলিখিতা
কৈলা বাজ্ঞী কর গতা
কুমার, *লইলা বাজ্ঞী সহ সমাদর।

লিখে'ছেন লিওপোল্‌ড স্নেহ সম্ভাষণে
পাঠাইয়া স্ব সন্তানে
ভাগিনেয়ী সন্নিধানে
বিবরিয়া মনোভাব সংক্ষেপ বর্ণনে।

"তব ভ্রাতৃ দ্বয় আজি এ লিপি বহিয়া
চলিলেন তব পাশে
তোমার দর্শন আশে
হেরিবে এঁদেরে স্নেহ নেত্রে বিকাশিয়া।

তাঁদের চরিত্র গুণে মমতা তোমার
হইবে ওঁদের প্রতি
অতি সৎ প্রকৃতি মতি
উভয়েই সুবিশস্ত জানি এই সার।

অহঙ্কার অভিমান নাহিক হৃদয়ে
বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ
কার্য্য পর অনুক্ষণ
রহিবেন সুখে বৎসে; তোমার নিলয়ে।

সম্ভাষণে ব্যবহারে হইবে প্রতীত।
উক্তি মোর সত্য বলি'
এই মনোবলে বলী
আশা করি, হইবেন তব মনোনীত,,।

বিবাহ পরামর্শ।

প্রসন্ন হৃদয়ে রহে
রাজসুত রাজগৃহে
সমাদরে যথা নিজালয়ে ;
কুমার পাইয়া পুরী
শোভিছে কৈলাস পুরী
শোভে যথা কুমারে লইয়ে।
কুমারের গুণ রাশি
জানিয়া হৃদয় তোষী
ভুবন মোহন রূপ হেরি'
মোহিনী মোহিত মনে
অর্জ্জুনের বিলোকনে
মুগ্ধা যথা সুভদ্রা কুমারী।
হৃদি সিংহাসনোপরে
বসাইয়া কুমারেরে
প্রণয় অঞ্জলি দিলা যত্নে,
রাজ্ঞীর হৃদয় রাজ
কি তব সৌভাগ্য আজ্
বিনা যত্নে পেলে নারী রত্নে।
কুমারে চতুর্থ দিনে
মনোভাব বিজ্ঞাপনে

সমৎসুক নৃপেন্দ্র নন্দিনী ;
"বিভা বসু সন্নিহিত
রহে কি অদেব হৃত
ভানূদয়ে অস্ফুটা নলিনী"।
মানসে সুদৃঢ় ক'রে
প্রথমে অমাত্য বরে
বিজ্ঞাপিলা ভাব মনোগত
হর্ষিত অমাত্য শুনি'
কেবা দুঃখী কুমুদিনী
শশী সহ হইলে সঙ্গত।
ভাবিলা গদগদ রবে
"প্রজা বৃন্দ মহোৎসবে
আনন্দে ভাসিবে বার্ত্তা জানি'
কি ক্ষুদ্র মহৎ সবে
সম ভাবে উচ্চ রবে
উচ্চারিবে অভিমত ধ্বনি"।

প্রস্তাব সম্মতি ।

পরাহ্ন মধ্যাহ্ন কালে
রাজ-পুত্র কুতূহলে
মৃগয়া হইতে আসি' ফিরে'
কুমারীর সমাহ্বানে
চলিলা তাঁহার স্থানে
আদেশ বারতা শুনিবারে ।
যেথা উৎকণ্ঠিত মনে
প্রতি পদ শব্দ গণে
কুমারী চকিতা মৃগী যথা
প্রণয়ের রীতি এই
যে ভুগে'ছে জানে সেই
এই আশা আশঙ্কার কথা ।
সংসারের যে নিয়ম
কেবা তার ব্যতিক্রম
করিতে সক্ষম নারী নর
তা'ই বিশ্ব বিমোহিনী
বিক্টোরিয়া গুণ মনি
আত্মগুণে সন্দঙ্ক অন্তর ।
বাহিরে মিহির করে
যথা আলোকিত করে

ভুবনে, বিকাশি' শতদলে
অন্তরে সিদ্ধি-আশ্বাস
তথা হ'য় সুপ্রকাশ
বিকাশিয়া বদন কমলে।
যথা ক্ষণে কাদম্বিনী
আচ্ছাদিয়া দিন মণি
করে ম্লান বিকচ জলজে
তথা প্রত্যাখ্যান ভীতি
আবরিয়া আশা-দ্যুতি
মলিন যে ফুল্ল মুখাম্বুজে।
কুমার পশিলে গৃহে
সমীপে বসা'য়ে তাঁহে
কম্পিত হৃদয়ে, ভয় ভাবে
অর্থভাব শূন্য বাণী
বহুধা ভাষিলা রাণী
আরক্ত বদনে অবশেষে।
হৃদয়ের গূঢ় বাণী
বিবরে বরবর্ণিনী
সুমধুর প্রণয় প্রসঙ্গে,
কুমার-মানস-তরী
আনন্দ-বারিধি-বারি
তরঙ্গে ভাসা'য়ে মহারঙ্গে।
আশৈশব মনে মনে
যে দেবীর আরাধনে

মহাসুখ লভিলা কুমার •
সে দেবী প্রসন্না ধ্যানে
মনোমত বরদানে
উদ্যতা সম্মুখে আপনার।
সে বাসন্তী কুসুমেরে
আদরে হৃদয়ে ধ'রে
• চাহিলা লভিতে জন্মফল
সে কুসুম স্বতঃ নত
হ'ল করতল-গত
নিরখহ কি সৌভাগ্য বল।
এ মধুর প্রীতি-গীতি
যেমন স্পর্শিল শ্রুতি
রোমাঞ্চিত বিহ্বল কুমার
প্রেণয়-প্রবল-মনে
সমাদরে সযতনে
সম্মতি ভাষিলা আপনার।
পরিণয় হ'ল স্থির
প্রেম-ভাব সুগভীর
উভয়ের হৃদয়ে সঞ্চারে
নব-অনুরাগ-ভরে
নিরখিয়া পরস্পরে
মুদ ঘোরে ভুলে আপনারে।
নহে ভাবি-জায়া পতি
এই দুটী প্রতি কৃতি

শিলা ময়ী, বরণ উজ্জ্বল
নিভৃতে নিবসি' মরি।
মনোজ্ঞ তূলিকা ধরি'
বিশ্বকর্ম্মা চিত্রিল বিমল।
নতুবা নিস্পন্দ আঁখি
নিশ্চলাঙ্গ কেন দেখি
যদি উভে মানব মানবী।
বু'ঝেছি দংশিল আজ্
প্রণয়-ভুজঙ্গ-রাজ
তাই বিষাচ্ছন্ন অঙ্গ ছবি।

মাতুলকে মহারাণীর পত্র।

এ সুখ-প্রণয় বর্ণী
সমুচিত অনুমানি'
জানাইতে পূজ্য মাতুলেরে।
কুমশ্রী লিখিলা পত্র
চিত্রিয়া প্রণয়-চিত্র
প্রেম মদ মনোবেগ ভরে।
"অলোক সামান্য গুণে,
চারু রূপ নিরীক্ষণে
আত্ম হারা হইয়া কুমারে
বরিতে বাসনা মনে
জানা,য়েছি সঙ্গোপনে
শুনি' তিনি সুখিত অন্তরে
সহযত্ন প্রীতি রতি
প্রকাশি' সম্মতি মতি,
এ জনেরে করিলা কৃতার্থ;
এল্বার্টের যে সোহাগ
যে প্রণয় অনুরাগ
নহি ক্ষম বর্ণিতে যথার্থ।
নব সুখ-স্বপ্ন কত
হেরিতেছি অবিরত
লভিয়া পুরুষ গুণাধার

ভাবি হ'য়ে প্রেমে ভোর
র'য়েছে সম্মুখে মোর
 উদ্ঘাটিত সুখের ভাণ্ডার,
মোর সহ বিবাহার্থ
তাঁরে বহু তর স্বার্থ
 ত্যজিতে হইবে সুনিশ্চয়
তাহে নন পরাঙ্মুখ
সাধিতে আমার সুখ
 সদা তিনি সদয় হৃদয়।
আমিও জীবন দানে
তাঁর সুখ সমাধানে
 কায়-মন-বাক্যে নিরন্তর
করিব বিহিত যত্ন;
যাহে সে পুরুষ রত্ন
 রহে সুখ-প্রসন্ন অন্তর।
যথা তাঁর গুণ রূপ
আছে তার অনুরূপ
 অসামান্য কর্ম্ম কুশলতা,
এ পদ গ্রহণে তার
স্ফূর্ত্তি হবে অনিবার
 হৃদি আর ভাবি এ বারতা।
মম সুখ সমাচার
জানি' হৃদয়ে তোমার
 হবে মহা আনন্দ উদ্ভূত

এই আশীর্ব্বাদ চাহে
তব ভাগিনেয়ী, যাহে
  সুখে রহে সহ রাজ সুত।
এ বার্ত্তা গোপনে রবে
যত দিন নাহি হ'বে
  মহা সভা-সমধিবেশন,
সুবিজ্ঞ অমাত্য বর
এ মন্ত্রণা দৃঢ় তর
  ক'রেছেন হরষিত মন।
এ শুভ সংবাদ-বাদে
আরনেষ্ট মহাহ্লাদে
  মগ্ন চির কনিষ্ঠ বৎসল।
ভাগিনেয়ী অনুগতা
নিবেদিল এ বারতা
  বিক্টোরিয়া ভাবিয়া মঙ্গল।

পিতামহীর নামে কুমারের পত্র।

কুমার কর্ত্তব্য জ্ঞানে
পিতামহী-সন্নিধানে
পত্র যোগে কৈলা নিবেদন,
"সুগভীর প্রেমোচ্ছ্বাসে
রাজ্ঞী অকপট ভাষে
সহর্ষে করিলা বিজ্ঞাপন,
সম্পূর্ণ হৃদয় তাঁর
করিয়াছি অধিকার,
কুমারীর সুখোদয় হবে
করি' স্বার্থ পরিত্যাগ
যদি সহ অনুরাগ
জীবনের সঙ্গী হই তবে।
বলিলা 'নাহিক তাঁর
মম পত্নী হইবার
যোগ্য গুণ', ক্লিষ্ট তাঁর চিত :
তাঁহার সরল ভাবে
রূপ গুণ সুপ্রভাবে
হইয়াছি হৃদয়ে মোহিত"।

যাত্রাবিয়োগ-বিরহকষ্ট।

লণ্ডনে মাসেক প্রায় অবস্থিতি করি'
সহ সহোদরে লয়ে
কুমারীরে বিদায়দিয়ে
কুমার মলিন মুখে চলিলেন ফিরি'।

দারুণ বিয়োগ-বাণ-ব্যথিত-হৃদয়
সুকাতর বিলোকনে
চাহি' প্রণয়িনী পানে
শুষ্ক মুখে ভগ্ন ভাষে ভাষিয়া বিনয়।

অতুল উদ্ভ্রান্ত-মন-কুমারীর ভাব
পরি ম্লান মুখ খানি ;
তাহে না নিঃসরে বাণী
নয়নে অজস্র অশ্রু মুক্তাফল স্রাব ;

যাত্রা কালে কুমারেরে হেরি' একদৃষ্টে
তাঁহারে বিদায় দিয়া,
বিষাদ বিষণ্ণ হিয়া
রহিলেন একাকিনী নিদারুণ কষ্টে।

বিরহ-বিধুরা মরি। কুমারী অবলা,
প্রণয় শিথিল যেই
বিয়োগ হইল সেই ;
এ ভুবনে কি কঠোরা ভাগ্য লীলা খেলা॥

দারুণ মরম ভেদ কামিনী এ জ্বালা,
এই সে হা হুতাশন
জ্বালায় হৃদয় স্থল
ধীরে ধীরে, ক্লিষ্ট তাতে এ সরলা বালা।

ক্ষণে ক্ষণে এই অগ্নি প্রচণ্ড জ্বলনে
দহে মন দহে প্রাণ
হুহু রবে মিয়মান
করে জীর্ণ ভস্ম প্রায় বিরহিনী জনে।

সান্ত্বনা সলিল সেকে নাহি হয় শান্ত।
যে জলে অশান্তি আসে
দিবা নিশি শূন্য পাশে
চাহি হেরে অগ্নি শিখা অনাদি অনন্ত।

অন্তরে বাহিরে অগ্নি গৃহ অগ্নি ময়
উপ গৃহে, গৃহাঙ্গনে,
উদ্যানে, বা উপবনে
অগ্নির লহরী খেলে বিস্তারিয়া ভয়।

সুরভি কুসুমে অগ্নি, চন্দ্রমা মণ্ডলে,
বসন্তের সমীরণে,
কোকিলের সুনিক্বণে
নির্ঝরিণী কল্লোলিনী শীতল সলিলে;

অগ্নিময় সুমধুরা গীতিকার ধ্বনি;
ভৃঙ্গ রব, বংশীরব,
প্রিয় সখী কণ্ঠ তব

মধুর আশ্বাস তাহা অগ্নি ময় খনি।
এ দারুণ দশা ভাবে আকুলা কুমারী
শূন্য মনে দগ্ধ প্রাণে
প্রিয় রাজ পুত্র ধ্যানে
নির্জ্জনে বিনিদ্র রহে দিবা বিভাবরী।
যবে বসি' পাশা পাশি মিলন সময়ে
মিলিত মধুর স্বনে
প্রণয় বিহ্বল মনে
গাইতেন যেই গীত একত্র উভয়ে,
তুলিয়া মধুর তান বিনিন্দিয়া বীণা
চিত্তে হ'য়ে বিমোহিত
ক্ষণে ক্ষণে সেই গীত
গাইয়া প্রশমে গুরু বিরহ যাতনা।
বল্লভ দর্শন স্পৃহা নিবারিতে বালা
প্রতিকৃতি সুমোহন
পুনঃ পুনঃ দরশন
করিয়া লভেন শান্তি বিয়োগ বিহ্বলা;
বার বার প্রিয়তম প্রেম পত্র পড়ি'
কি প্রণয় মনোহারী।
সে লিপি হৃদয়ে ধরি'
হইতেন আশ্বাসিত প্রেম ভাব স্মরি'
প্রণয় প্রবণ প্রাণে ভ বী জায়াপতি
মনের মরম কথা

সুমধুর প্রেম গাথা
লিখিতেন পরস্পরে প্রকাশিয়া রতি।
মগনা মধুর প্রেমে বিধুর হৃদয়ে
চাতক চাতকী যেন
সদা ধ্যায় নব ঘন
ধ্যায় এক মনে দোহে বিবাহ সময়ে।
যথা কালে শুভ ক্ষণে মহা সভাস্থলে
বিবাহের বিবরণ
করিলেন প্রচারণ
সবে অভিমতি ভাষে শুনি' কুতুহলে।
হায়ণ দ্বিতীয় মাসে দশম দিবসে
বিবাহ সুস্থির হ'ল
বিজ্ঞাপন প্রচারিল
ভবনে, নগরে, গ্রামে, স্বদেশে, বিদেশে।
বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বে রাজ সুত
উত্তরে প্রাসাদ গেছে
সহাশীষ সমারোহে
পিতা ভ্রাতা সহিত সন্তোষ সুখ যুত।
বিবাহ পূর্ব্বাহে রাজ পরিজন যত
কুমার আলাপ শুনে
সন্তোষিলা সর্ব্বজনে
গুণী জন কার নাহি হয় অনুগত ;

রাজপুরোহিত উক্তি।

——:•:——

প্রেমাভিলাষিণী
অনূঢ়া রমণী
বরিতে অভীষ্ট পতি,
করে অঙ্গীকার
বিবিধ প্রকার
বিবাহ প্রথা যেমতি।
পতি অনুগতা
চির বশীভূতা
কামিনীরে হ'তে হয়,
অন্য নারী মত
হইলে সম্মত
কখন তাহাত নয়'।
রাজ পুরোহিত
হইয়া চিন্তিত
এ বিষম মর্ম্ম স্মরি',
সঙ্কুচিত মনে
স্নেহ সম্ভাষণে
জিজ্ঞাসে "রাজ কুমারি!
বিবাহ সাধন
পদ্ধতি যেমন
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধা নারী

বল কি তেমনি
হবেন আপনি
  ইংলণ্ডের অধীশ্বরী।"
উত্তরিলা রাণী
সম্ভ্রমে তখনি
  শ্রেষ্ঠ রাজ পুরোহিতে—
"হবেনা অন্যথা
পরিণয় প্রথা
  কখনই আমা হ'তে"।
বিজ্ঞ মন্ত্রিগণ
বিধানে তৎপর
  করিলেন আয়োজন,
উপাসনালয়
শুভ পরিণয়
  স্থান করি নিরূপণ।
কৈলা নিমন্ত্রণ
রাজন্যব গণ
  তথা রাজ বন্ধু সবে,
দেব দেবীগণ
বিনা সুশোভন
  পুরন্দর সভা কবে।

শুভ বিবাহ সজ্জা।

প্রকৃতি গাহিল,
ভুবন ভাসিল
আনন্দ সিন্ধু তরঙ্গে ;
শুভোদ্বাহ ধ্বনি
পুরিল অমনি
অম্বর-নীলিম অঙ্গে !
দেশ দেশান্তর
ভূধর সাগর
ভেদিয়া ছুটে সে ধ্বনি
য়ুরোপ আমেরিকা
আসিয়া আফ্রিকা
মানব নিকর শুনি'
তুষ্ট অতিশয়
স্ফুরিত হৃদয়
উৎসব দেখিতে চায় ;
কেহ রথে চ'ড়ি
জল যানোপরি
ভুসিন্ধু বাহিয়া যায়,
হয় উপনীত
কেহ বা পূর্ব্বত
কে'হ বা বিবাহ দিনে।

প্রমুদিত মনে
নৃপেন্দ্র ভবনে
কলত্র সন্ততি সনে।
" সুদিন এমন
আর কি কখন
ঘটায় বিধি ভূতলে
হেন মহোৎসব
দেখেনি মানব
দেখিবে না কোন কালে,,।
স্বর্ণ রেখাঙ্কিত
কর্ণিসে শোভিত
রাজ উপাসনাগার
ছাদের মধ্যেত
আছে প্রলম্বিত
চারু ঝাড় দীপাধার
স্ফটিক খচিত
ছটায় ফলিত
ছুটিছে কিরণ রাজি
অতি শোভমান
শতেক প্রমাণ
ছুটিছে আতস বাজি।
প্রতিমূর্ত্তি মাঝে
সুমোহন সাজে
শোভিয়া ভিতের কায়

যবনিকা কত
হ'ল প্রলম্বিত
সুদৃশ্য দ্বারের গায় ;
মর্ম্মর নির্ম্মিত
স্তম্ভ সুবলিত
কি কব শোভার সীমা ;
চারি দিকে তার
গাঁথা সেজ্-ঝাড়
সুষমায় অনুপমা ;
নানা বর্ণময়
নিশান নিচয়
সজ্জিত সকল স্থানে
হেরি' শোভাময়
উপাসনালয়
সবে মুগ্ধ রয় প্রাণে ;
এই সমারোহে
মহা মহোৎসাহে
মগন ইংলণ্ড বাসী,
নর নারী যত
যারা সমাগত
দেশান্তর হ'তে আসি',
উমা মহেশ্বর
বিবাহে অমর
অমরা নিকর যথা।

আমোদে বিহ্বল,
যাও সেই স্থল
শুনিবে বিবাহ-কথা।
"সুদিন এমন
আর কি কখন
ঘ'টাবে বিধি ভূতলে ;
হেন মহোৎসব
দেখে'নি মানব
দেখিবে না কোন কালে।,,
বীর বেশ ধর
সেনানী নিকর
সশস্ত্র প্রহরী সহ
বেষ্টি' ধর্ম্মাগার
ফিরে দ্বারে দ্বার
প্রকাশিয়া মহোৎসাহ।
অশ্বারোহি চয়
আরোহি' সু হয়
বিরাজিছে সারি সারি,
গুণ বিচক্ষণ
বাদ্যকর গণ
দাঁড়া'ল প্রাঙ্গন যুড়ি',
উজ্জ্বল কামান
দু'ল শোভমান
দিতে শুভ সমাচার,

উপাসনাঙ্গন
সমাগত জন
পূর্ণ, শোভা কিবা তার।
অমাত্য বান্ধব
মিত্র কন্যা সব
দেব দেব ঙ্গনা প্রায়
যথোচিত সাজে
সাজিয়া বিরাজে
ভূষণে ভূষিত কায়;
বসন ভূষণ
মুকুট মোহন
গলায় মুকুতা মালা
ইংলণ্ড ঈশ্বরী
যেন হিম গিরি
তুষার ধবলোজ্জ্বলা
জ হ্নবী মালায়
পরিয়া গলায়
শোভিছে উজলি' দিশি,
জ্বলে শিরে গাথা
কোহিনুর যথা
শশিধর শিরে শশী।

পরিণয়।

প্রবেশি' সদনে
প্রেমারাধ্য ধনে
হে'রিলা ইংলণ্ডেশ্বরী
বিবাহ বাসরে
পেয়ে মহেশ্বরে
গৌরী যথা নেত্র ভরি'।
স্বর্ণ রত্ন ময়
সিংহাসন দ্বয়
অধিষ্ঠিলে দুইজনে
সমবেত জন
আসন গ্রহণ
করিলা নির্দ্দিষ্ট স্থানে।
কুমারী আদরে
সুকুমার করে
কুমারের বাহু দণ্ডে
ধরি' সযতনে
মন্থর গমনে
বেদী পার্শ্বে নত তুণ্ডে
দাঁড়াইলা সতী
পার্শ্বে ল'য়ে পতি
সভা সমুজ্জ্বল করি',

যেমতি সুন্দরী
পন্নগ কুমারী
ধনঞ্জয় সহচরী।
দক্ষ-পাণি-তলে
স্থাপি' শিরস্থলে
প্রণমিয়া নীরবে ঈশে
দেশ প্রথা মত
রাজ পুরোহিত
উভয়ে জিজ্ঞাসে শেষে
"হে পাত্রি ! হে পাত্র !
করিতে পবিত্র
বিবাহ কি ইচ্ছু উভে"
ও দিলা সম্মতি
কন্যা কন্যাপতি
আর কি বাধা এ শুভে।
পিতৃব্য রাজার
আনন্দে অধীর
যত্নে কৈলা পাত্র করে
কন্যা সম্প্রদান,
আশীষ আখ্যান
করে সবে কন্যা বরে।
বাজিল বাজনা
বাঁশী ভেরী নানা
ঘোষিয়া মঙ্গল ধ্বনি

জুড়া'ল শ্রবণ
জুড়া'ল জীবন
শুভ বাদি বাদ্য শুনি'।
কামানের ধ্বনি
কাঁপায়ে মেদিনী
নাদিল গগন তলে
সভ্য কণ্ঠোদ্ভব
ঈশ রক্ষ রব
পূরিল সমিতি স্থলে।

দম্পতির রূপ বর্ণনা।

দম্পতির রূপচ্ছবি রম্য সভাস্থলে
নর লোকে সুরলোকে গন্ধর্ব্ব মণ্ডলে
না পে'য়ে তুলনা সবে ধন্য ধন্য বলে
প্রকাশিতে স্বমহিমা এই ভূমণ্ডলে
প্রজাপতি পাঠাইলা যেন ছবিদ্বয় ;
অরুণ ছটায় নিন্দে কপোল লালিমা
উভয় ললাট কান্তি জিনিয়া চন্দ্রিমা
ভুলিছে অমর ছবি প্রতিমা প্রতিমা
বর্ণিতে মানব বুদ্ধি নাহি পায় সীমা
দেখেনি মানব ছবি হেন শোভাময়।

প্রজার রাজ ভক্তি।

উপাসনালয় হ'তে প্রীতি আগমন
বকিংহাম রাজালয়ে করিলা যখন
নব পরিণীত পতিসহ মহারাণী
উচ্চারিলা জয় ধ্বনি পথিকের শ্রেণী।
সহ ভোজে মহামোদে গভীর আহ্লাদে
উন্মত্ত রহিলা সবে লণ্ডন প্রাসাদে।
তপন-কিরণ তাপ হইলে শমিত,
সুচারু সে রাজরথ স্বর্ণ রেখাঙ্কিত,
উত্তুঙ্গ তুরঙ্গ চারি সাথে সংযোজিত
সাজে সাজে সুশোভিত রজত রঞ্জিত।
আরোহিলা বর বধূ সমুজ্জ্বল বেশে
সন্ধ্যা সহ দিন মণি যথা নিশা শেষে
সজ্জিত অরুণ প্রভা বেশ ভূষা যার
আরোহিলা রাণি! কি দৃশ্য চমৎকার
চালাইল রাজ রথ খানি ধীরে ধীরে
যাহাতে পথিক শ্রেণী পায় দেখিবারে,
পান্থ গণ সমস্বরে তুলি জয় ধ্বনি
অভিনন্দে মহোল্লাসে শুভ যোগ গণি'।
গেলে রথ ইটন কলেজ সন্নিধানে,
মহোল্লাসে ছাত্রকুল হেরি' রাজ যানে

ধরিয়া সুচিত্রাঙ্কিত কেতু মনোহর,
বর-বধূ রথ সনে হ'ল অগ্রসর।
পতঙ্গের পাল একি চলিছে ধাইয়া
পতঙ্গের খর কর পক্ষে আবরিয়া।

বালক বালিকা কিবা যুবক যুবতী
যে হেরিল সে হইল বিমোহিত অতি
যে হেরিল এক বাক্যে ভাষিল সবাই
"হেন সমরূপ গুণ প্রীতি যোগ নাই
স্বর্গ ধামে; কি কহিব নশ্বর ভুবনে
দেখে নাই কেহ কভু, শুনে নাই কানে।
নির্ব্বাচিয়া প্রণয়ে বরিল পরস্পর
ধন্য দুই জনে সুখে থাক নিরন্তর।"
সুখে লভি' প্রকৃতি মণ্ডলী আশীর্ব্বাদ
মহারাণী উচ্চারে গম্ভীর ধন্য বাদ।

প্রজা রাজভক্তি প্রতি উভয়ের চিত্ত
আছিল সন্দিগ্ধ, আজি সে ভাব দূরিত
হইল, হেরিয়া প্রজা পুঞ্জ ব্যবহারে;
উভ মনে সুনির্ম্মল আনন্দ সঞ্চারে,
কুজ্ঝটিকা অবশেষে যেন নিশাপতি
বিস্তারিলা বিমল চন্দ্রিকাময়ী রাতি।

এই শুভ দিনে
নগর লণ্ডনে
রবি গে'লে অস্তাচলে

আলোক মালায়
লহরী খেলায়
  বিভূষিয়া সর্ব্বস্থলে।
গৃহে উপবনে
পার্কে প্রাঙ্গনে
  যতেক নগর বাসী
উৎসবে মগন
আনন্দিত মন
  রাজ সুখ অভিলাষী।
কেহ নাচে গায়
মাতে ও মাতায়,
  কেহ বা খাওয়ায় হর্ষে',
"ঈশ রক্ষ" বলি'
মনোদ্বার খুলি'
  কেহ পূত অশ্রু বর্ষে।
গন্ধর্ব্ব নগরী
  চিত্র রথ পুরী
  বিচিত্র এ' হ'তে কিসে;
রাজ-সুখাখ্যানে
যেথা এক প্রাণে
  ধনী নিঃস্ব সুখে মিশে,
ঘরে ঘরে গীত
জাতীয় সঙ্গীত
  হয় সেথা মিষ্ট তানে,

ভুলি' শোক মোহ
মহা সমারোহ
চলে যথা এক টানে,
পর স্নেহ ফুল
তুলিয়' অতুল
দেশ ভক্তি রজ্জু যোগে
একতার হার
গাঁথিয়া অপার
হর্ষে পরে অনুরাগে।

হনিমুন।

বিবাহ পরাহ্নে
বিওসন গৃহে
ব্রিটিশ প্রথানুসারে
হনিমুন ক্রিয়া
মানস রঞ্জিয়া
সম্পাদিলা বধূবরে
নির্জ্জন নিবাস-
সুখ-মহোচ্ছ্বাস
ভুঞ্জিলা দিবস সাত
রাজ কার্য্য মনে
কৈলা নিয়োজন
তৃতীয়াহ্নে কন্যা পাত।
প্রজা স্নেহ সার
ধ্যান যোগ যার
প্রজাহিত মূল মন্ত্র
সে কভু অনিত্য
সুখামোদে নিত্য
রহে ভোগ পরতন্ত্র ?

প্রণয়োচ্ছ্বাস।

—:০:—

এই সম্মিলনে
কুমারীর মনে
  উদিল যে সুখ সার
লিপি-যোগে তাহা
বর্ণিলেন আহা
  প্রকাশি' আহ্লাদভার
শ্রীকুমার ব্যারনে
সাদর ভাষণে,
  ছত্রে ছত্রে স্বর্ণাক্ষরে
যে ভ'বে কুমারে
ভাবেন অন্তরে
  রচিয়া মধুরাক্ষরে।
"সুখ সমাচার
কহিতে আমার
  লেখনী নাহিক সরে
যে পতি রতন
স্বরগের ধন
  পাইনু আপন করে
ভূমণ্ডল' পর
নাহি অন্য নর
  পূত তর এঁর হ'তে

পতি রত্ন সম
মহা মহত্তম
  প্রিয়তম এ জগতে।
সদা ধর্ম্ম মতি
প্রফুল্ল প্রকৃতি
  কেহ নহে এ রমম,
হেনই কুমার
প্রশংসা আধার
ভূমিতলে দেবোপম।

প্রণয় ভাব।

নব বর বধূ নবানুরাগ
কত সমাদর কত সোহাগ।
যথা নব বর নূতন বধূ
বিরাজিত, তথা ক্ষরিত মধু ;
কতই আমোদ প্রেম প্রভাস
স্ফুরিত উজলি' হৃদয়াকাশ,
প্রেম বারিধৌত হৃদি সরোজে
প্রেমিক ভ্রমর সদা বিরাজে ;
প্রকৃতি পুরুষ হয় কি ভিন্ন
উভয়ের প্রাণে নিরবচ্ছিন্ন
অকৃত্রিম স্নেহ অমৃত ধার
প্রবাহিত হয় সম-আকার ;
অন্তরে বাহিরে সমান ভাবে
খেলিত চপলা প্রেম প্রভাবে।
মি'লে রাজকীয় ক্রিয়া কলাপ
সদনুশীলন পুস্তকালাপ।
মিলিয়া সময়ে ভোজন পান
সুমধুর কথা আদান দান
করিতেন, মিলি মহা আনন্দে
রচিয়া বচন সরস ছন্দে

নন্দনেতে যথা দেবতা রাজে
ভ্রমিতেন সাজি' বিবিধ সাজে;
কখন যুগল তুরঙ্গ, পরে
ভ্রমিতেন মিলি' হেরি' নগরে,
বিনোদিতে কভু চিত্ত উভয়ে
চিত্র আঁকে চিত্তে নির্বিঘ্ন হ'য়ে;
কভুবা নিন্দিয়া কিন্নর কণ্ঠ
ছাড়ি ত'ন যেন ছাড়ি বৈকুণ্ঠ
বাণী সহ পতি ধরিয়া বীণা
তুষিতেন স্তব জনে নবীনা
গাইতেন তুষি' উভে উভয়ে
মাতি' প্রেম মদ ভাবে হৃদয়ে।
প্রণয়ি যুগলে প্রেম বাড়িলে
সুখে মন সিন্ধু উথলে বলে,
মানব জীবনে এইত সার
মন সিন্ধু মথি' হ'ল উদ্ধার
প্রেমের অধীন প্রেমের দীন
হ'লে সুখ লভে সে চির দিন;
প্রণয় জীবনে 'জীবন যে বা
মিশাইয়া করে প্রণয়ী-সেবা
আপন অস্তিত্ব না ভাবে ভিন্ন
দেহী হ'তে দেহ কভু কি ছিন্ন।
সেইত বুঝেছে প্রণয় সুখ
ইহ জন্মে তার নাহিক দুখ;

সেইত বুঝেছে প্রেম নিয়ম
সেইত শিখেছে রিপু সংযম ;
সেই জানে শম যম পরম
প্রেম যোগে সিদ্ধি লাভের ক্রম।
এক মুখী বৃত্তি বলে অপার
লভে প্রেম সুখ-নবাবতার,
এ স্বর্গীয় প্রেম দেব দুর্লভ
প্রেম যোগ বলে নৃপ বল্লভ
লভিলা-লভিলা ইংলণ্ড রাণী
যেমন কৈলাশে উমা ভবানী।
হের যুব বৃন্দ প্রেমিক মণি।
স্বর্গ প্রেম হের যত রমণি।
শিখ পাতিব্রত্য শিখ সতীত্ব
শিখ পতিগণ। পতিত্ব তত্ত্ব ;
ছাড় কপটতা ঈর্ষা ভীরুতা,
ছাড় কামুকতা পর পরতা,
খু'লে মন দ্বার প্রণয়িজনে
বসাও সাদরে হৃদয়াসনে,
দেখিবে, প্রণয়ি-হৃদয়ে স্থান
তোমার (ও) নির্দ্দিষ্ট নাহিক আন।
হেন গাঢ় প্রেমে নব যুগল
মগ্ন প্রেমাকাঙ্ক্ষে উপমা স্থল,
ভ্রমেও কথন (ও) বিভু চরণ
স্মরণে নাহন বিস্মৃত মন ;

পশি'লে উঠে গান বিশ্বা যশ
গোত্রিয়া অন্তরে হ'য়ে অবশ,
নেত্রে চক্ষুইয়ে পবিত্র জল
ভাসায় কপোল চিবুক স্থল,
সোহি' শ্রোতৃবৃন্দে ভক্তি বিকাশে
অনুপম জ্যোতিঃ মুখে প্রকাশে।
অভিধানে কথা সহ ধর্মিনী
হেথা হেন তার সত্য কাহিনী;
শাপ ভ্রষ্ট দেব দেবী প্রণয়
ভাবিয় অন্তরে হর্ষ অক্ষয়।

— — —

প্রিন্স লিওপোল্‌ডের স্বদেশ প্রতিগমন।

স্বদেশ প্রয়ান
সম্মুচিত জ্ঞান
কুমার জনক বিষণ্ন মনে
স্নেহ সভ্য যণে
ভাষিলা দুজনে
বিয়োগ কাতর দীন বচনে,
"প্রসন্ন অন্তরে
অনুমতি মোরে
কর যাইবারে আপন স্থান
রাজ্য নীতি মত
সভা অনুগত
শাসিও ধরিত্রী সহসম্মান
হও দীর্ঘ জীবী
হও ধর্ম্ম সেবী
বিভু পদ তটে এই যাচনা
সতত যুগল-
শরীর-কুশল
জানাবে আমায়, যেন ভুলনা।"

আশিষ বচন
ভরিয়া বদন
 করি উচ্চারণ চলিলা দেশে।
পিতার গমনে
পুত্রের জীবনে
 দারুণ যাতনা মানসে পশে
পিতৃ ভক্তাধীশ
শ্রীরাম সদৃশ
 ভাষিলা কুমার বিনীত ভাষে
রাণীরে কাতরে
শোকাবেগ ভরে
 প্রকাশি' বিষম মন উচ্ছ্বাসে,
"যৌবন জীবনে
পিতৃ স্নেহ ধনে
 বঞ্চিত হইনু ভাবিয়া পিতা
বুঝি অনুক্ষণ
বিষাদিত মন
 র'বেন সতত সহিত ভ্রাতা,
কতবা কাতর
তাঁহার অন্তর
 পুত্র স্নেহ হেতু ছাড়ি' আমায়
স্থবির-জীবনে
প্রিয় পুত্রজনে
 কেহ কভু নাকি ভুলিতে চায়;

অমূল্য রতন
শৈশব-জীবন
যাহাতে জনকে বিবিধ সুখে
সুখিয়াছি আহা।
আজি স্মরি' তাহা
ভাসিছেন তিনি বিয়োগ দুখে;
শৈশব বান্ধব
ছাড়িলাম সব
অগ্রজ বিরহে কাঁদে পরাণ,
এই মোর আশা
তাঁর ভাল বাসা
চির দিন যেন রহে সমান,
শৈশব হইতে
উভয় ভ্রাতাতে
তিলেক বিচ্ছেদ নাহিক হয়
পৃথক হইয়া
ইংলণ্ডে রহিয়া
ভ্রাতৃ ভাব যেন স্বভাবে রয়।"
শুনি' দয়াবতী
সুকোমল মতি
রাজ্ঞী মহোদয়া বিষাদে কন,
"পতির হৃদয়
দহিছে নির্দয়
অনিশ দারুণ শোক দহন,

ছাড়ি' জন্মদাতা
ছাড়ি' প্রিয় মাতা
  ছাড়ি জন্ম স্থান আমার তরে
আসিলা বিদেশে
মম প্রেম-আশে,
  প্রেম ভক্তি ভরে সে প্রাণেশ্বরে
পারিলে তুষিতে
দুঃখ নিবারিতে
  তাঁহার, তবেত কৃতার্থা হই,
পূরে তাঁর আশা
পেয়ে ভাল বাসা।
  কি মোর আশায় এ আশা বই"

নিরহঙ্কারিতা।

যে সরল ভাব হৃদি ভূষণ
বিরাজে রাজ্ঞীর সতত ক্ষণ,
সেই ভাব বলে পদ গৌরবে
নহেন গর্ব্বিতা গর্ব্বিত ভাবে;
কাহারে গর্ব্বিত পরুষ বাণী
না উচ্চারে কভু লোক জননী।
একদা জনৈক কিঙ্কর মাত্র-
সহ মহারাণী প্রাসাদ-চিত্র
করেন অঙ্কিত দাঁড়া'য়ে পথে,
মেষ পাল এক মেষের যূথে
ল'য়ে যায়, ধূলি উঠে গগনে;
না চিনি' রাজ্ঞীরে বলে সঘনে,
"রমণী গো দাও পথ ছাড়িয়া
যে'তে দাও মোরে মেষ লইয়া।"
রাজ ভৃত্য তারে জিজ্ঞাসে যবে
"কারে সম্বোধন কর এ ভাবে?"
উত্তরে বালক কহিল তাব,
"পরিচয় নাহি চাহি ইহার,
পথ ছাড়ি' দেন মেষের দল
লইয়া যাইব আপনা স্থল।"

হাঁকিল কিঙ্কর, "ইংলণ্ড রাণী
দণ্ড মুণ্ড কর্ত্রী দাঁড়ায়ে যিনি"
শুনি' অপ্রতিভ শিশু সরল
মূর্চ্ছিতের প্রায় ভয়-বিকল।
মহারাণী সব বৃত্তান্ত জানি'
ছাড়ে পথ সহ সান্ত্বনা-বাণী
হৃদয় মহত্ত্ব জানিয়া সবে
প্রশংসে যতনে দীর্ঘায়ু রবে।

রাজ কর্ম্ম ও ধর্ম্ম।

নৃপতির শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম প্রজার পালন
প্রজাপালকের যশ গেয়ে এসংসার
সেইত রাজার ধর্ম্ম পৌরুষ রাজার,
তার সাক্ষী রাম চন্দ্র ধরণী ভূষণ।
সদানন্দে পরিপ্লুত হইয়া দুজনে
মিলিয়া প্রথম যামে সমাপি আহার,
বহেন দিবস ব্যাপি' গুরু রাজ্য ভার ;
অপরাহ্নে যান হর্ষে নগর ভ্রমণে।
পরম সুন্দর যেন সস্ত্রীক গন্ধর্ব্ব
তর্পিয়া নাগর জনে ফিরেন নগরে
প্রজা সুখ দুঃখ নিরাকরণ অন্তরে ;
উভে দেখি' লভে তা'রা আনন্দ অপূর্ব্ব।
ধর্ম্ম অনুষ্ঠান ধর্ম্মের জীবন
ভারত ভুবনে মঙ্গল কারণ
যখন যে জন উন্নতি সাধন-
মানসে ভূতলে করে বিচরণ
তখনি একান্তে প্রভুরে ধেয়ায়
মনোমত ধন অবহেলে পায়
সাক্ষী তার হের ইংলণ্ডের রাণী
প্রভুরে স্মরেণ কার্য্যে সাজে তিনি
কতই সমৃদ্ধি রাজত্বে তাঁহার

ভূমণ্ডলে যাঁর মহিমা অপার।
ধর্ম্ম-ভাব তাঁর হৃদে পূর্ণ যথা
কুমারের মনে সেই ভাব গাঁথা।
উচ্চ অভিলাষে উচ্চ কর্ম্মে তাঁর
যোগ দেন সদা নৃপেন্দ্রকুমার
কুমারের কার্য্যে সহঅনুভূতি
করিতেন রাজ্ঞী সদা তুষ্ট-মতি
ভ্রমিতেন যবে অশ্ব-আরোহনে
প্রজার অবস্থা হেরিতে যতনে
উভয়ে কখন (ও) প্রমোদ উদ্যান
দেখিতেন, কভু পথ নিরমাণ,
চিত্রশালা, কিম্বা নব অট্টালিকা,
ফলোদ্যান তথা কুসুম বাটিকা,
দরিদ্রের গৃহ করিয়া দর্শন
করিতেন প্রজা-আশা-সকারণ।
যত দীন হীন প্রজা সসম্মান
উন্নতি সাধনে সদা ব্যস্ত প্রাণ
নব পরিশুদ্ধ কৌতুকের স্থান
করিতেন তার কুমার বিধান।

প্রিন্স এস্কাটেরপ্রতি ঈর্ষ্যা।

উন্নতের নিন্দাবাদ
সঞ্চারে সুমহাহ্লাদ
স্বল্প বুদ্ধি-স্থূল দর্শী সাধারণ মনে,
যে সকল ভাব ন্যাস
নাহি কভু উপন্যাস-
কলেবরে, শুন তাহা এদের বচনে।
কাব্য রচনার সুখ
লভে হ'য়ে হৃষ্ট মুখ
প্রকাশি' উন্নত জন যশ-হানী বাণী।
এই হেতু অনায়াসে
ভাষে দোষ বিনাদোষে
বিরচিয়া গুণিগণ দোষের কাহিনী
নাই ঈর্ষ্যা নাহি ঘৃণা-
তথাপি এ ক্ষুদ্র মনা
জন সদা বৃথা পর দোষ দৃষ্টিরত
তাই আজ গুণবান
কুমারের নিন্দা গান
প্রচারে সঙ্কীর্ণমন, নিন্দাপ্রিয় যত।
মহোদয় ধীর মতি,
কুমার প্রশান্ত অতি

রাজ কর্ম্ম সঞ্চালনে সতত তৎপর ;
মন্ত্রণা কৌশল বলে
গুরু কার্য্য অবহেলে
সুনির্ব্বাহ করা'তেন প্রজা সুখকর।
এই নব বয়ঃক্রমে
বিসর্জ্জিয়া সুখ কামে
প্রাণাধিকা রাজ্ঞীর সাহায্যে রন রত।
সাধেন সকল কর্ম্ম
কিন্তু এর গূঢ় মর্ম্ম
অন্য জন কেহ নাহি হয় অবগত।
রাজ্ঞীর কৃতিত্ব মানে
কুমারের নাহি জানে ;
কিন্তু ইথে ক্ষুণ্ণ নন উদার কুমার।
যে যারে হৃদয় প্রাণ
করিয়াছে সম্প্রদান
সে নাহি স্বতন্ত্র কিছু রাখে আপনার।
প্রিয়তমা যশোঘোষে
কুমার হৃদয় তোষে,
অভিন্ন হৃদয় পতি নিষ্কাম এমন,
এহেন উন্নত জনে
দোষ দেয় অকারণে
বিচার বিবেকহীন সমাযতিগণ।
সদা সর্ব্বজন সহ
সম্ভাষণে অহরহ

দল ভুক্ত গণ্য হইবার আশঙ্কায়,
অথবা কাহার (ও) উক্তি
শুনি স্ববিচার-শক্তি-
বিরুদ্ধ করিতে কার্য্য হ'বে এ চিন্তায়,
আলাপে বা সম্ভাষণে
ক্ষান্ত রন সাবধানে
নাহি কোন গর্ব্ব তথা বিপরীত বুদ্ধি ;
পরন্তু পরুষ ভাষী
প্রভু শক্তি অভিলাষী
অনালাপী গর্ব্বী বলি' পাইলা প্রসিদ্ধি
এমন উন্নত মন
কর্ত্তব্য নিবদ্ধ পণ
স্বার্থ হীন রাজ জন কে কোথা হে'বেছে ?
করিতে মানব সেবা
নিরত এমন কেবা ?
কে রাজ জীবনে বল এ ভাব ভেবেছে ?
এই স্বার্থ ত্যাগ ফলে
ল'ভেছেন কুতূহলে
রাজ্ঞীর বিশ্বাস পূর্ণ অখণ্ড প্রণয়
দাম্পত্য-প্রণয় আছে
তাহে নাহি ভাঙ্গিয়াছে
'নাজ্ঞী-রাজ্ঞী পতি' এই সম্বন্ধ সংশ্রয়।

মহারাণীর প্রাণ নাশ প্রয়াস।

সন্ধ্যা বায়ু সুনির্ম্মল
সেবিয়া নগর স্থল
ভ্রমিতেন দিব্য রথে রাজসুত সুখে।
একদা যেমন রথ
অগ্রসরে অল্প পথ
রাজ্ঞী লক্ষ্যে পিস্তল ধ্বনিল অভিমুখে।
শব্দ দিক অনুসারে
কুমার চাহিলা ফি'রে,
রাজ্ঞীও উঠিলা শব্দ দিকনির্ণিবারে।
কুমার আকর্ষি' তাঁরে
পশ্চাৎ রাখিলা ধ'রে,
পুনশ্চ দ্বিতীয় গুলি রাজ্ঞী লক্ষ্য ক'রে
শব্দ সহ আসে বলে ;
কিন্তু ঈশ কৃপাবলে
না পরশি' কেহ তাঁর গেল অন্যদিকে।
প্রহারক হৈল ধৃত,
সবে হরষিত চিত
রাজ্ঞীরে কুমারে তথা অক্ষতাঙ্গ দে'খে।
সামান্য রমণী প্রায়
ভয় বিকলিতা হায়।

হ'য়ে রাজ্ঞী আশ্রয় না লইলা প্রাসাদে
প্রজা ভক্তি প্রতি যাঁর
অটল বিশ্বাস সার
প্রজাভক্তি মাঝে আশা সম্পদে বিপদে
রমণী কি নহে যোগ্যা
চালাইতে বীর ভোগ্যা
রাজ শক্তি ফুল্ল নব বধূ শুভ রূপা ?
অস্থির প্রতিজ্ঞা বালা
মানসিক হীন বলা
গর্ব্বিত ইংলণ্ড ভূমি কলঙ্ক স্বরূপা ?
কভু নয়। সমুন্নত
আত্মায় যদি সংযুত
কোমল বদন আর বাহু মৃদু বল
ভাবিলে বিবেকী জন
তাহে শোভা বিবর্দ্ধন
গৌরবের ইন্দ্রজাল চিত্ত মোহস্থল।
প্রমাণিত হ'ল এই
উন্মত্ত বালক সেই
উদ্যত যে দয়াশীলা রাজ্ঞীরে বধিতে;
তাঁহারে বেষ্টিয়া সবে
পুলকে পুরিয়া রবে
উচ্চারিল আশীর্ব্বাদ আঁখি নীরে তিতে।

রাজ সন্ততি।

সাধু সুসেবিত ধর্ম্মাসক্তি ফলে
সুখী সাধুজন মানসিক বলে
ঈশ-কৃপা-বলে লভে সুধীজন
দুর্লভ পার্থিব অপার্থিব ধন
জগত-আধার বিশ্ব-নিরঞ্জন
যদি না করেন কৃপা বিতরণ
পায় কি তা'হ'লে অতুল সম্পদ ?
পায় কি হে কেহ সর্ব্ব উচ্চ পদ ?
পায় কি হে কেহ গৌরব সম্মান ?
পায় কি হে নারী সদ্গুণ নিধান
করুণ হৃদয়, বিদ্যা বিশারদ
কাম-কম রূপ প্রতি প্রেমাস্পদ ?
নিজ মনোমত তনয় তনয়া
পায় কি জগতে বিনা তাঁর দয়া ?
দেখ স্থির মনে রাজ-রাজেশ্বরী
ব্রিটিস রাজ্ঞীরে সমাশ্রয় করি'
র'য়েছে এসব অতুল বিভব
একাধারে তাই, কিম্বা অসম্ভব
করিতে তাঁহার মহিমানুভব,
কেপারে নশ্বর জগতে মানব

চিত্তে ঐশ জ্ঞান না হ'লে উদ্ভব ?
কিবা দৃঢ় ভক্তি কিবা ধর্ম্ম শিক্ষা
একান্ত মনসে যে প্রসাদ ভিক্ষা
স্বকার্য্য সাধনে দিবস সর্ব্বরী
করেন, এক স্তে ব্রিটন ঈশ্বরী
যে প্রসাদ লব্ধ কুমার কুমারী
নিজ গর্ব্ভে ধরি' রাজ রাজেশ্বরী
রতন প্রসবি' বসুন্ধরা'পরি
রে'খেছেন ধরা মুখোজ্জ্বল করি
তনয় তনয়া, এ সুখী দম্পতি
লভিয়া সতত আনন্দিত মতি।
এ, এম, লুইসা * দুহিতা প্রথমা
মুখ-জ্যোতি যার কমল উপমা।
বরণ লালিম গোলাপ উৎপল
জিনিয়া প্রকাশে দীপ্তি সমুজ্জ্বল;
কোলে করি' তাঁরে ইংলণ্ড ঈশ্বরী
সভা মাঝে আসি' সমাদরে ধরি'
দেখাইয়া সবে মনোহর স্বরে
ভাষিলেন, "আমি প্ররমেশ বরে
পুত্র মুখ চন্দ্র হে'রিব এখানে।"
এভাষণ তাঁর স্বকর্ণে যেমন
ইষ্ট সিদ্ধি দাতা মঙ্গল কারণ

* H. R. H. Victoria Adelaide Maria Louisa rincess Royal.

শুনিয়া রাজ্ঞীর পূরাইলা আশ,
আলো করি রাজ রাজেন্দ্র আবাস
প্রথম তনয় জয়ন্ত নিন্দিয়া
জন্মিলা। বদন শশাঙ্ক হেরিয়া
যাহার সকলে দিলা ধন্যবাদ
ভক্তি সহ ঈশে সহ মহাহ্লাদ।
আল্বার্ট এড্‌বার্ট* সাধে নাম তারে
দিলা, খ্যাত যিনি এ বিশ্ব সংসারে
ওয়েল্‌স কুমার (প্রিন্সঅবওয়েল্‌স) উপাধি ভূষণে
ভূষিত সকল প্রজা সন্নিধানে।
এ, এম, মেরী † যে দ্বিতীয় কুমারী
দেবতা কুমারী জিনিয়া সুন্দরী
মুখছটা যাঁর নিন্দে চপলারে
হর্ষিত দম্পতি পাইয়া যাঁহারে।
এল্‌ফ্রেড্‌ আর্নেষ্ট‡ তনয় দ্বিতীয়
স্বরূপ সুন্দর দৃশ্যে কমনীয়
ডুক এডিনবরা উপাধি সংযোগে
প্রসিদ্ধ ভুবনে প্রজা অনুরাগে।
তৃতীয় তনয়া হেলেনা আগষ্টা**

---

* H. R. H. Albert Edward Prince of Wales.

† H. R. H. Alice Maud Mary.

‡ H. R. H. Alfred Ernest Albert Duke of Edinburgh.

** H. R. H. Helena Augusta.

রূপেতে হেলেন কামিনী বিশিষ্টা।
চতুর্থী দুহিতা খ্যাত নাম যুগী
ক্যারলিন্ এল্বার্টা * বিদুষী রূপসী
যেন কোন শাপ ভ্রষ্টা দেব কন্যা
এ'সেছে ধরারে করিবারে ধন্য।
তৃতীয় কুমার নাম আরথার
বিলিয়ম পেট্রিক এল্বর্ট, † যাঁর
ডিউক কনাট উপাধি ভুবনে
প্রথিত, প্রথিত রূপ বল গুণে
এলজিডি এল্বার্ট ‡ কনিষ্ঠ কুমার
আদরের ধন মহান উদার
বি, এম্, বিক্টোরিয়া ** কোমলা কুমারী
কনিষ্ঠা সুগুণা সরলা সুন্দরী
মহারাণী স্নেহ প্রতিমা বালিকা
কুলের সুরভি কুসুম কলিকা।

---

* H. R. H. Louisa Caroline Alberta.

† H. R. H. Arthur William Patric Albert Duke of Connaught.

‡ H. R. H. Prince Leopold George Duncan Albert Duke of Albony.

** H. R. H. Beatrice Mary Victoria Feodora.

প্রজাবাৎসল্য ও রাজভক্তি।

পুণ্যবতী পুণ্য রাজ্যে প্রজা-কুল মনে
নানা-সুখ-সমাশ্বাস সঞ্চারে যতনে
সর্ব্ববিধ লোক হিত
হইবার সম্পাদিত
সূত্র পাত হইল। সন্তুষ্ট জগ জনে
মহাহ্লাদে গায় যশ গৃহে, পথে, বনে।

যা'রা সমাচ্ছন্ন সদা অজ্ঞানান্ধকারে
মহোদয়া দয়াবতী আনিয়া তা'দেরে
স্থাপিয়া মনের মত
বিদ্যালয় কত শত
মন দিলা সাধারণ সুশিক্ষা প্রচারে।
অনায়াসে লভে জ্ঞান বিনা ব্যয় ভারে।

ভীষণ ব্যবস্থা কাণ্ড যাহে বাধে দণ্ড
বহু ক্ষুদ্র অপরাধে ছিল প্রাণদণ্ড,
বিস্মৃত করিতে যাহা
শরীর শিহরে আহা!
এদণ্ডে কেনা বলিবে পিশাচ পাষণ্ড?
বুঝি' রাজ্ঞী পান হৃদে আঘাত প্রচণ্ড।

সহৃদয়া হ'য়ে দয়া-পরবশ-প্রাণ
নির্বারিলা সে নৃশংস বীভৎস বিধান।

সভ্যের ঘৃণিত জাতি
নিরীহ ইহুদি প্রতি
করিলেন রাজনীতি-অধিকার-দান
রাখিলেন ন্যায়বতী ন্যায়ের সম্মান।

পত্র চালনের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া,
প্রজার বাণিজ্য হেতু রেল বিস্তারিয়া,
আয়ারলণ্ডীয় গণে
সমভাবে নির্ব্বাচনে
আনন্দিত কৈলা ধীরা ক্ষমতা অর্পিয়া;
শাসেন প্রকৃতি তাঁর হিতের লাগিয়া।

কিবা শুভ্র-শৈল মালা-শোভিত-গগন
স্কটলণ্ড হিমময় প্রদেশ মোহন,
কিবা আয়ার্লণ্ড সম
যত দেশ মনোরম,
কিম্বা সে তমসা-ধৌত নগরোপবন
মনোজ্ঞ লণ্ডন-ভূমি কর নিরীক্ষণ,

বারিধির পরপার্শ্বে যদি ইচ্ছা যাও
অষ্ট্রেলিয়া মন্দানিলে জীবন যুড়াও,
কিম্বা কেনেডায় গিয়া
হ্রদাবলী নিরখিয়া
প্রকৃতি নিয়ন্তৃলক্ষ্যে ঊর্দ্ধমুখে চাও,
কিম্বা দাস-রঙ্গ-ভূমে ভ্রমিয়া বেড়াও—

বিসর্জ্জহ অশ্রুজল মনুষ্যতা নিষ্ঠ.
বুঝহ ব্রিটিশ জাতি কিগুণে বলিষ্ঠ,
অথবা কোথাও যদি
নাহি যাও, নিরবধি
ব'সে দেখ ভাবতে, ইংরাজ গুণ শ্রেষ্ঠ
সুখ বৃদ্ধি করি' কিবা নাশিছে অরিষ্ট।

যেখানে যেখানে যবে শুনিবে সেখানে
প্রজা গায় "রাজ্ঞি! জীব।" একমনে প্রাণে
কি ভূধর, কি কন্দর,
কি কান্তার মনোহর
ছুটিতেছে প্রতিধ্বনি ধ্বনিয়া পরাণে
"রাজ্ঞি। জীব, রাজ্ঞি। জীব" বলি' একতানে।

প্রথম কাবুল যুদ্ধ।

বলবান্ রুসরাজ উত্তর হইতে
ক্রমশঃ দক্ষিণ মুখে
রাজ্য বিস্তারিয়া সুখে
তাতারের সমভূমি উর্ব্বর স্থানেতে

বিস্তারিয়া অধিকার সতৃষ্ণ নয়নে
সলিমান গিরিশিরে
আরোহি' উন্নত শিরে
খর দৃষ্টে চা'হিলেন ভা'রতের পা'নে।

এ দৃষ্টির অভিপ্রায় স্পষ্ট অনুমিত
লঙ্ঘিয়া, আফগান দেশে
পার হ'য়ে এক গ্রাসে
করিতে ভারত ভূমি উদরে পূরিত

মনোভাব বুঝিয়া ইংরাজ বিচক্ষণ
প্রান্ত রক্ষা অভিলাষে
রাখিতে আপন বশে
আফগান আমীর বরে, হরিলা মনন।

কাবলে সহস্র পঞ্চ নিজ সেনাগণ
আমীরের রক্ষাচ্ছলে*

স্থাপিলেন সন্ধিবলে
দুর্দ্দান্ত রুসেরে করি' ভয় প্রদর্শন।

ইহাতে আফগান জাতি না লভে সন্তোষ
আলেক্জাণ্ডার বারনে
বিলিয়ম যে ক্লেটনে
ক্রমে হত্যা কৈলা দোঁহে প্রকাশিয়া রোষ।

বুঝিয়া, আফ্গান স্বামী ক্রমশঃ সকলে
চালক আক্বার সনে
নাশিতে ইংরাজ গণে
ধরিবে ভীষণ অস্ত্র সত্বর সবলে—

বুঝিয়া, তখন ভারতীয় সেনাগণ
তুষারিত গিরি'পরে
অসমর্থ আসি বারে,
অলঙ্ঘ্য সে শীত-ঋতু-বিষম তাড়ন—

বুঝি মনে প্রতিনিবর্ত্তন করি' স্থির
অসীম-সাহস-ভরে
হিমপাত তুচ্ছ ক'রে
ভারতাভিমুখে যাত্রা কৈলা রণধীর

ব্রিটিস সৈনিকবৃন্দ অতুল ভুবনে
অব্যাহতা যার গতি
সর্ব্ব ভূমে একগতি
নাহিখে অসাধ্য শব্দ যার অভিধানে

দুরন্ত হিমানী রাশি পূর্ণ, অসমান,
বেষ্টিত বিপক্ষ কুলে
গিরি পথ বাহি চলে
জানুয়ারি মাসে সহ কলত্র সন্তান;

অজস্র তুষার পাতে দুঃসহ যন্ত্রনা
সহনে অক্ষম সবে,
বিসর্জ্জিল বিনারবে
প্রাণ বিনা যুদ্ধে বহুসংখ্য বীরসেনা।

কত ম'ল নিদারুণ হিমপাত ভরে
কে করে গণনা তার .
মৃত শেষ সে সেনার
চলে ভারতের দিকে গিরি পথ ধ'রে।

দুদিকে বিপক্ষ পূর্ণ প্রাচীর আকার
উচ্চ উচ্চ শৈল মালা
ধরিয়া তুষার মালা
যেমন স্ফটিক-মালী রুদ্র অবতার।

এ বিষম প্রাণান্তক দৃশ্য দরশনে
শত্রু স্থানে সেনাপতি
প্রস্তাবিলা ক্ষীব মতি
সন্ধি বার্ত্তা। রক্ষিবারে শেষ সৈন্যগণে

বিপক্ষ প্রধান জন করি' অঙ্গীকার
রক্ষিতে ইংরাজ সেনা

বাঙ্কা রাখে পাঁচ জনা ;
কিন্তু কোন ফলোদয় না হইল তার
বিপক্ষ সৈনিক কুল নায়ানি' প্রধানে
নিতান্ত নিষ্ঠুর মনে
ব্রিটিস সৈনিক গণে
নিধন করিল মহা পৈশাচ বিধানে।
বীর বংশ জাত সৈন্য ইংরাজ নির্ভয়
যদিও নাহিক প্রভু
অসীম সাহসে তবু
যুঝি' বলে অরিগনে ক্রমে পায় ক্ষয়।
হত শেষে বন্দী কৈল পার্ব্বতীয় গণ
বহু ক্লেশে অলক্ষিত
ভাবে যেন অর্দ্ধ মৃত
চত্বারিংশ জন মধ্যে কৈলা পলায়ন।
ইহারাও হিমপাতে কৈল দেহ ত্যাগ
কেবল অক্ষত গাত্রে
বাঁচিলা অনেক মাত্রে
এ দুর্দ্দিনে ডাক্তার ব্রাইডেন্ মহাভাগ,
নির্ব্বিঘ্নে জালাল বাদ দুর্গে উপনীত
হইলা। আফগান সেনা
করিবারে বিড়ম্বনা
সেই দুর্গ আক্রমিল বিক্রম সহিত

সার রবার্ট্ সেল স্থবিক্রমে রণস্থলে,
প্রভূত সাহস বলে
প্রচণ্ড বিপক্ষ বলে
পরাজিত, দূরীভূত করে অবহেলে ।

গ্রীষ্ম'গমে নট্ ও পলক্ বীরবর
সিপাহী ইংরাজ বল
লইয়া আফগান স্থল
প্রাপ্ত হয়ে' আক্রমিলা বিপক্ষ নিকর

ক্রমে উদ্ধারিলা যত শ্বেত বন্দীগণে
বহু যুদ্ধে পরাজিত
বিপক্ষ হইল ভীত।
কিন্তু বড় স্থকঠিন আফ্গান শাসনে

ভাবি' সেনাপতিদ্বয় ছাড়ি' শত্রু দেশ
সৈন্য উঠাইয়া ল'য়ে
নিতান্ত বিষণ্ন হ'য়ে
খায়বার পথে কৈলা ভারতে প্রবেশ

সদয় হৃদয়া দেবী ব্রিটন ঈশ্বরী
এ ঘোর বিপদ বাণী
দুঃখিতা হইলা শুনি'
মৃতের তর্পণ কৈলা ত্যজি' নেত্রবারি।

গত না হইতে বর্ষদ্বয় পুনর্ব্বার
পঞ্জাবে শিখের সনে

ব্রিটিশ সেনানী গণে
জ্বালিলা সমরানল বিষম দুর্বার।
নানা স্থানে, নানাযুদ্ধ হইল ঘটন
যুঝি' ভাবি' পরিশেষে
বদ্ধ হ'লা সন্ধি পাশে
মহামতি শিখগণও পরিহরি' রণ।

দুর্ভিক্ষ ও বিদ্রোহ।

শস্য নাশ অন্ন-কষ্ট- নিদান নিশ্চয়
দুর্ভিক্ষ মরক সহ
রাজদ্রোহ ভয়াবহ
হয় ইথে। বল, তাহে কাহার সংশয় ?

রাজ্ঞীর সপ্তম বর্ষ রাজত্ব সময়
ইংলণ্ড সুশস্য হীন ;
কষ্ট ভুঞ্জে দুঃখী দীন
আকুল আহার বিনা, কত পায় ক্ষয়।

আয়ার্লণ্ডে সমধিক প্রসারিল ভয়
ব্যাপিয়া সমগ্র দেশ
নর নারী ভুঞ্জে ক্লেশ
দুরন্ত দুর্ভিক্ষ রক্ষ বিঘোষিয় জয়—

গ্রাসিতে সমগ্র প্রজা, বদন ব্যাদান
করি' ভ্রমে বিশ্ব ত্রাস ;
অনেকে করিল গ্রাস
স্বল্প মাত্র রক্ষ মুখে পায় পরিত্রাণ।

কত ম'ল বুভুক্ষার বিষম তাড়নে,
কতবা ক্ষুধার জরে

কলেবর পরিহরে,
কত গ্রাম পল্লী গৃহ পরিণত বনে,
কত গিয়া দেশান্তরে বাঁচাইল প্রাণ
বাহিয়া সাগর বারি
জন্ম ভূমি পরিহরি',
কতবা পথের মাঝে গেল পরস্থান।
দয়ার্দ্র ইংরাজ বৃন্দ হইয়া হিতাশী
বিষাদ বিষন্ন মন
সদা রহে সযতন [রাশি
হরিতে প্রকৃতি বৃন্দ (আইরিশবাসী) যাতনার
দয়াময়ী রাজ্ঞীর দয়ার পরিচয়
কি কব ? নয়ন জলে
শমে প্রজা দুঃখানলে,
রতহিতে পতি সহ রাত্রি দিন রয়,
প্রত্যহ ভোজন দেন অন্নহীন জনে,
কভু অর্থ বিতরণে,
তোষেন দরিদ্র জনে,
যেমতে সমর্থা হন দুঃখ নিবারণে।
সহস্র সহস্র জন মুদ্রা সংগ্রহিল,
বিদ্যালয় ছাত্রচয়
তথা বালা সমুদয়
যথাশক্তি অর্থদানে কৃপা বিতরিল,

তথাপি সম্ভব নাকি কষ্ট মূলচ্ছেদ ?
বিবিধ দরিদ্র লোক
প্রাপ্ত হ'ল পরলোক
বুভুক্ষায় কিম্বা জ্বরে। অহো! মহাখেদ!

ব্রিটিস প্রকৃতি সহ প্রকৃতি জননী
মহারাণী কায়মনে
প্রজাহিত সুসাধনে
যদিচ একান্ত মন দিবস যামিনী

যদিচ নিবিষ্ট মনে দুর্ভিক্ষ দমনে
নানা রূপে বিধিমত
চেষ্টিলেন অবিরত
রক্ষিতে সম্ভব যথা আ(ই)রিস জীবনে

তথাপিও জনশ্রুতি ভাষে অন্য ভাষা;
বলে " রাজ পুত্র রাণী
সুখে দিবস রজনী
বঞ্চেন, না ভাবি' কাণ্ড প্রজা প্রাণনাশা।"

এই অকৃতজ্ঞ ভাষে প্রিয় কান্ত সহ
অন্তরে পাইলা ব্যথা
রাজ রাণী লোক মাতা ;
ভাল ক'রে মন্দ নাম বড়ই দুঃসহ।

সাধারণ মনে ক্রমে এ ভাব সঞ্চার
হ'য়ে রাজ ভক্তি নষ্ট

হ'ল ভারতের স্পষ্ট,
অবাধ্যতা ভক্তি স্থান কৈল অধিকার।

এই অবাধ্যতা রাজদ্রোহে পরিণত,
ইষ্ট লাভ কামনায়
মত্ত লোক সব তায়
লঘু গুরু জ্ঞান ত্যজি' সদা কোপরত।

জনশ্রুতি—"বিদ্রোহিরা কেন্সিংটন হ'তে
আসিয়া সদল বল
জ্বালিবেক রণানল
লণ্ডন আক্রমি' রাজ্ঞী-প্রাণ বিনাশিতে।"

যদিও বিশ্বস্তা রাজ্ঞী প্রজার ভক্তিতে
তথাপি বান্ধব গণ-
উপদেশে অস্‌বোরন্
গেলেন লণ্ডন ছাড়ি' বিষাদিত চিতে।

রক্ষাভার ন্যস্ত হ'ল বেলিংটন করে
বিচক্ষণ ডুকবর
সংগ্রহিয়া বহুতর
সৈন্যবৃন্দে রাখিলেন দৃষ্টির বাহিরে।

নিবারিতে রাজদ্রোহ বদ্ধ পরিকর
সকল পদস্থ জন
প্রতিজ্ঞায় আমরণ
ভলণ্টীর হইলেন রাজ ভক্তিপর।

লক্ষাধিক সপ্ততি সহস্র পরিমাণ
সংখ্যা তার রাজ ভক্তি
বুঝ, শুনি' সংখ্যা উক্তি
আর কি লণ্ডন জন ভক্তির প্রমাণ ?

বিনা রক্ত পাতে বুদ্ধিনিপুণতা বলে
হইল বিদ্রোহ শান্তি
ঘুচিল প্রজার ভ্রান্তি
ভাসে পতি সহ রাজ্ঞী আনন্দ সলিলে।

বেলিংটন প্রমুখে আগুর ধন্য বাদ
জানাইলা কৃতজ্ঞতা
সহ স্নেহ সরলতা,
এ সুদিনে দূরে গেল মনের বিষাদ।

স্কট্‌লণ্ডে বিদ্রোহ যাহা হ'ল সংঘটন
অল্পায়াসে প্রশমিল
পুনঃ শান্তি বিরাজিল
হইল সন্তোষ সুধা সিক্ত উভ-মন।

কিন্তু আয়ার্লণ্ডে অগ্নি ভীষণ জ্বলিল,
বিদ্রোহী নায়ক হ'য়ে
বহু জনে সংগ্রহিয়ে
স্মিথ্‌ ও ব্রায়েন খ্যাত দরশন দিল।

লইয়া সহস্রমিত বিদ্রোহির গণে
ইংলণ্ড কুইন সনে

যুঝিতে উদ্দীপ্ত মনে
অগ্রসর বীর বর গভীর গর্জ্জনে?

কিন্তু সার্দ্ধশত মাত্র সশস্ত্র পুলিস্
দুচারি বন্দুক যবে
ছাড়িল, শুনি' সে রবে
পলাইল ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রোহী আইরিস্।

বীরবর ও ব্রায়েন কোবির উদ্যানে
লুকাইয়া ছদ্মবেশে
ভ্রমে নানা দেশে দেশে
অবশেষে পড়ে ধরা পুলিশ সন্ধানে।

প্রাণ দণ্ড বিচারে হইল নিরূপণ
রাজ্ঞী দয়া অনুসারে
লঘু দণ্ড দিলা তারে
প্রাণ দণ্ড বিনিময়ে চির নির্ব্বাসন।

সমগ্র রাজত্বে যবে শান্তি বিরাজিল
পূর্ণ দেশে স্বস্তিবাদে
মহারাজ্ঞী মহাহ্লাদে
মগ্না। তাঁর সাধুবাদে ভুবন ভরিল।

যে প্রচণ্ড বায়ু বেগে ফরাসি রাজন
উড়িয়া সাগর পারে
আসিয়া ইংলণ্ডে প'ড়ে
রাজ্ঞী দয়া বশে কৈলা জীবন রক্ষণ।

এরূপে ফরাসি রাজ্যে করি' পর্য্যুদস্ত,
যে ক'রেছে ক্ষতিগ্রস্ত
জার্ম্মনীরে, ভয়ত্রস্ত
সমগ্র য়ুরোপ যাহে সদা ব্যতিব্যস্ত—

সে বায়ু দুর্ব্বল বেগে ইংলণ্ডে বহিল
বিনা লোক প্রাণ নাশ
বিনা ক্ষতি বিনা' ত্রাস
রাজা প্রজা ভাগ্য গুণে সুগমে শমিল।

হাইল্যাণ্ড হোম।

নিদাঘ আগমে যবে দিনকর
খরতর কর নিকর সুন্দর
প্রসারি' হিমানী-আবৃত-শিখর
শৈল দেহ হ'তে হিম সংঘাতে

স্থানান্তর ক'রে সলিল স্বরূপে
দ্রব করি' কর প্রবল প্রতাপে
ছুটা'য়ে সরিৎ-নির্ঝর কলাপে
গিরি-শির-স্বেদ-বারি হইতে

গিরি পাদ দেশে বিমল-সলিলা
প্রবাহে অসংখ্যা প্রবাহিনী মালা
যেন লীলাবতী বিসারিয়া লীলা
কিশোরী নবীনা অবলা বালা

ধায় রঙ্গে ভঙ্গে বিলাস তরঙ্গে
মাতিয়া মনোজ্ঞ সহচর সঙ্গে
ভাবে মাতোয়ারা প্রেমের প্রসঙ্গে
মোহিয়া মোহন বিলাস কলা।

উর্ব্বরিয়া ক্ষেত্র কর্ব্বুর অসম
প্লাবি' বনভূমি প্রান্তর সুরম

জল কলস্বনে ধ্বনি' মনোরম
অনিলে শীতলতা মৃদুতা দিয়া।

ভাবুক দর্শক হেরিলে যাহারে
ভাব মুগ্ধ মনে নিবিষ্ট অন্তরে
নিরখি' নিরখি' আবার নিহারে
তৃপ্ত নাহি হয় শোভা হেরিয়া।

হেরি' গ্রীষ্মাগম হেরি' রবিকর
হেরিয়া বসন্ত বায়ু রম্যতর
হেরি' সমুদিত বিমল অম্বর-
মাঝে শশধর নিশার শোভা।

প্রফুল্ল মানসে বিহগ নিকর
প্রসারিয়া বহু-বিধ কল-স্বর
বিভিন্ন বরণে বর্ণিত সুন্দর
আসে প্রকৃতির মানস লোভা।

দুস্তর অলঙ্ঘ্য মহা পারাবার
পক্ষ বলে দেশ লক্ষ্যে হয়ে পার
আসিয়া বিকাশে মহিমা অপার
সর্ব্বগুণাধার বিশ্বপিতার

কুরঙ্গ কুরঙ্গী কুরর কুররী
জীব জীবান্তর সহ সহচরী
আমোদে ক্রীড়ায় সমাগত হেরি'
সুখ-ঋতু-রাজে বন মাঝার

মনোজ্ঞ কুসুম ফুটে রাশি রাশি
শীতল অনিলে সৌরভ বিকাশি'
হেরি ভৃঙ্গকুল হর্ষনীরে ভাসি'
গুঞ্জরে মঞ্জুল মোহিয়া প্রাণে

আকণ্ঠ পূরিয়া পীয়ে সুধারস
পুন গুঞ্জে কুঞ্জে নিকুঞ্জে সরস
কূজনে কূজিয়া বিশ্বপতি-যশ
জাগা'য়ে জগতে মধুর গানে

এ নিদাঘে হাইল্যাণ্ড মনোরম
মাঝে বেল্মরাল মনোরমতম
প্রকৃতির ক্রীড়া-স্থল অনুপম
সুখ স্থান শোভে নানা শোভায়

কোথাও ধবল-তুষার-মিশ্রিত
শীতল সলিল হয় প্রবাহিত
রবিকর তায় হইয়া ফলিত
উজলে সুবর্ণ দ্রবের প্রায়

কোথাও শ্যামল ক্ষেত্রে দূর্ব্বাদল,
নানা তরু শ্রেণী ধরি পক্কফল
বিস্তারি' পল্লব সুদৃশ্য-পল্বল-
হৃদয়ে নামিয়া করিছে স্নান ;

মরাল দম্পতি মন্থর গমনে
লভিতেছে সুখ সুখ সন্তরণে

মধুর কাকলী পুরিয়া ভুবনে
প্রকৃতিরে যেন করে আহ্বান ;

সময় পাইয়া বসন্তের সখা
পরভৃত আসি' তথা দেয় দেখা
ছাড়ে পঞ্চ স্বরে তান মধুমাখা
মানস হরিয়া লয় সবলে

বিরহি জনের নাহি পরিত্রাণ
কুহুরব শুনি হুহু করে প্রাণ
এ হেন পাখিরে প্রকৃতি সন্তান
"স্বপ্নাস্ফুট রব" বিনা কি বলে ?

এ পাখি যে ভূমে করে অধিষ্ঠান
সত্য করি উক্তি সেই পরী স্থান
কি জানিব মোরা তাহার সন্ধান ?
এ তত্ত্বানুষ্ঠান নাসাজে কভু।

এ পাখির সনে প্রাসন্ন-গগনে
বেড়াইতে বৃক্ষে বৃক্ষে বনে বনে
মন পাখি চায় ঊর্দ্ধ পানে
কে তারে ধরিয়া রাখিতে প্রভু

হৃদয় পিঞ্জরে ধীরত্ব শৃঙ্খলে
বাঁধিয়া ? যখন রম্য বন স্থলে
মধু কেকারোলে ডাকে অবিরলে
নাচে শিখিবর সহ শিখিনী

বিস্তারি' প্রকাণ্ড পক্ষ মনোহর
আকর্ষিয়া নেত্র বসন্ত কিঙ্কর
মোহি' নারী নর ভূচর খেচর
বিশ্বনাথ শিল্প দর্শি' বাখানি'।

এ শুভ ঋতুতে প্রাসাদ সুন্দর
ধরিয়াছে মূর্ত্তি মনোহরতর
যেন প্রাকৃতিক ক্ষুদ্র গিরিবর
শ্বেতোন্নত দেহ করি' প্রস্থত

শোভিছে সুন্দর বন ভূমি প্রান্তে
পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রদেশ একান্তে
প্রভাতে মধ্যাহ্নে নিশায় নিশান্তে
নব নব রূপে হ'য়ে ভাসিত।

ভালে যবে তার বাল-রবিকর
পড়িয়া মণ্ডিত করে কলেবর
নবারুণ-রাগে গৈরিক প্রস্তর
সম হের তারে করি' যতন;

সিন্দূর-মণ্ডিত দেহে সৌধরাজ
প্রভাতে বিরাজে ধরি' অন্য সাজ
বিকাশিলে কর দেব গ্রহরাজ
শ্বেত দেহ খানি হের তখন;

মধ্যাহ্নে যখন পূষণ প্রতাপ
প্রবল প্রতাপে বিতরয়ে তাপ

নিদাঘের তাপে পায় জীব তাপ
প্রশান্ত মুরতি প্রাসাদ রাজ,

কৃষ্ণ আভাসরি' কৃষ্ণাভ বরণ
মনোহর ছায়া করি' প্রসারণ
শ্রান্ত জীববৃন্দ সান্ত্বনা কারণ
কল্প তরু সম করে বিরাজ।

অপরাহ্নে যবে ক্রমশঃ ভাস্কর
সঙ্কোচিয়া কর অস্তগিরিবর-
চূড়া আরোহিতে গমন মন্থর
যান শীতলতা জীবে বিতরি',

বিকশিত অঙ্গ করি মহা রঙ্গ
উৎফুল্ল বিহঙ্গ কুরঙ্গ স'রঙ্গ
নাচে সৌধ পার্শ্বে গায় মক্ষিভৃঙ্গ
তাহে কিবা সৌধ সুষমা মরি।

প্রকৃতি সতীর যেন ক্রীড়ালয়
পাইয়া প্রকৃতি-সন্ততি-নিচয়
ক্রীড়ে মহানন্দে উদ্দাম-হৃদয়
আবাহিয়া ঈশে সুখ প্রদোষে।

কেন হে মানব বৃথা অহঙ্কারে
না কর দৃক্‌পাত না গণ কাহারে,
দেখি' এ সবারে জগত আধারে
আবাহ, ত্যজিয়া মোহ আবেশে।

নিশাগমে যবে অনাচ্ছন্ন শশী
রজত ধবল কৌমুদী বিকাশি'
আকাশ বারিধি- বারি মাঝে ভাসি'
নিজ অব্জনাম স্বার্থক করে—

রম্য হর্ম্ম্য রাজ সে কৌমুদী স্নাত,
উজ্জ্বল সুবর্ণ সুবর্ণ-মণ্ডিত
বিস্তারিয়া ছটা প্রভা প্রভাসিত
অদ্ভুত দর্শন মাধুর্য্য ধরে।

কিম্বা কৃষ্ণপক্ষে ঘোর অন্ধকারে
আলোকিত হ'য়ে দীপ মালা ধ'রে
ক্ষুদ্র নভঃ ক্ষুদ্র তারকা নিকরে
ধ'রে যেন এল ধরা উপরে।

এ প্রাসাদ কান্তি একে মনোরমা
বসন্ত আগমে বাড়িছে সুষমা
তাহাতে আবার রাজ্ঞী দেবী সমা
মোহন বল্লভ সহ বিচার ;

বিহরে দুজনে আনন্দিত মনে
অভিন্ন-হৃদয়ে অভিন্ন-মননে
মুগ্ধ প্রকৃতির বিলাস বীক্ষণে
মোহিত জগত জন নিরখে।

কে বলিবে এই নহে পরীস্থান
যাহে বিদ্যমান সুস্পষ্ট প্রমাণ

দেব, দেবী সদা রহে মূর্ত্তিমান,
মূর্ত্তিমতী ভাসে পরম সুখে।

বহি' গুরুতর রাজত্বের ভার
শ্রান্ত চিত্তে হেথা পর্ব্বত, কান্তার,
বন, উপবন শোভার ভাণ্ডার
হেরিয়া প্রশান্ত হইয়া মনে

ভ্রমিয়া দরিদ্র কুটীরে কুটীরে
দয়াবতী রাজ্ঞী পতি সহকারে,
মধুর বচনে সম্ভাষি' সবারে,
তুষিয়া সকল প্রকৃতি জনে,

আরোহি' সুন্দর অশ্ব দ্রুতগামী,
মৃগয়া বিহার উপযোগি-ভূমি
পেয়ে', সুখে মৃগ অন্বেষণে ভ্রমি'
চলে লক্ষ্যভেদি' (সিদ্ধি) সুখী নৃপতি;

কখন (ও) বা রাজ্ঞী সনে নদী বনে
ভ্রমেন। দম্পতি অশ্ব আরোহণে
পথে দরিদ্রের কুটীরে শয়নে
যাপেন যামিনী মুদিত মতি।

প্রকৃতির রূপ মাধুর্য্য নিহারি'
ফুল্লমনে কান্ত সহ সুকুমারী
ক্রীড়ামোদে মাতি' দিবস শর্ব্বরী
রহেন যেমন দেব দম্পতি।

শীত-তর গিরি-সমীর মোহন
আধি-ব্যাধি-হর চিত্ত বিনোদন
সেবি' সুস্থ রাজ-পরিবার-জন
সে সুখ আবাসে করে বসতি।

সামান্য ঐশ্বর্য্যে গর্ব্বিত মানব
'ধরা খানা সরা' করে অনুভব;
হের হেথা যাঁর অতুল বিভব
ভুবন সাম্রাজ্য করেছে যাঁর—

হেন রাজ্ঞী পতি সহ অহর্নিশি
ফিরেন দরিদ্র কুল-সহ মিশি'
লভেন আনন্দ দুঃখী-দুঃখ নাশি'
গরব আকাশ কুসুম তাঁর।

ওহে গিরিবর উচ্চ করি' শির
সুষমা আধার স্কট্‌লণ্ড ভূমির
তুমি সুমহান সৃষ্টি প্রকৃতির
মোহন ভীষণ ধ'রেছ সাজ

স্নিগ্ধ সুগম্ভীর সান্দ্রঘন রবে
মিলাইয়া তান লহরী ভৈরবে
ভরিয়া অন্তর আনন্দ বিভবে,
কাহার মহত্ব গাইছ আজ্?

যে সুরবে কর ঈশ স্তুতি গান
পূরিয়া প্রকৃতি, সন্ততির প্রাণ

শুনি যাহা দৃঢ় তুষার পাষাণ
দ্রব হয় হ'য়ে ভাবের বশ

সে রবে কাহার প্রশংসা আখ্যান
করিতেছ গিরি। খুলি মন প্রাণ ?
বুঝি গাও ভাগ্যবতী ভাগ্যবান
এ দেব কুমারী কুমার যশ।

গাইতেছ গাও উচ্চে গিরিবর !
তুমি ও কি তাই গাইছ নির্ঝর
পিতা শিলোচ্চয় সনে ঘোরস্বর
বিসারি' জগতে স্তম্ভিত করি' ?

পর্ব্বত-হৃদয়-গভীর গহ্বর
বিদারিণি। গিরিনন্দিনি। সুস্বর
বিস্তারি' সুন্দরি ! তরঙ্গ লহর
তুমি ও কি তাই ভাষিছ মরি।

ব্যাপিয়া পর্ব্বত ব্যাপি' মহাবন
ব্যাপি' জনপদ প্রান্তর ভীষণ
নগর প্রচারি' সে মধু বচন
বহুতর শাখা বাহু-প্রসারি

প্রেমে জড়াইয়া জল-নিধি-গলে
বিমোহিয়া রঙ্গে সুবিলাস ছলে
ওলো। বিলাসিনি। তায় শ্রুতি মূলে
ঢালিছ কি ওই অমৃত বারি।

‘ কান্তারে করিতে সিদ্ধ মনে যথা
সবে যত্নশীলা প্রণয়িণী-কথা
পালিতে। কে তার করিবে অন্যথা ?
তাই সাগরের আজি এ ভাব !

নতুবা কি কভু গভীর জলধি
আকুল হৃদয়ে বহে নিরবধি
বহে এ বারতা সুমেরু অবধি
কুমেরু পর্য্যন্ত মহানুভাব।

তাই মহা প্রাণ মহা প্রীতি বলে
স্থাপিয়া ব্রিটিসে হৃদয়ের স্থলে
দিলা বারি-রাজ্য খ্যাত ভূমণ্ডলে
প্রতিদ্বন্দ্বী হীন অমিত বল

তাই প্রীতি মনে পথ প্রদর্শনে
সুদূর রাজত্ব দেখা’য়ে যতনে
সাগ্রহে অর্পিয়া বহু রত্ন ধনে
ক’রেছ কুবেরে উপমাস্থল।

সাগর ! লুকাবে কেমনে এবারে
দক্ষিণ নায়ক কেবলে তোমারে
প্রিয়তমা তুমি ভাব তমসারে
প্রিয় তরঙ্গিনী কুল মাঝার

যে রাণী সে আনি’ লণ্ডন হইতে
শুনা’ল তোমারে মধুর ধ্বনিতে

শুনিলে তাহাই মন্ত্র মুগ্ধচিত্তে
      দিলা রাজ্ঞীকরে স্বরাজ্য ভার।

অথবা তোমারে কেন শুই বলি ?
যে যখন হয় ভাগ্যবলে বলী
আদিত্য, চন্দ্রমা, নক্ষত্র-মণ্ডলী
      সব অনুকূল তাহার হয়

ঝঞ্ঝা, কাদম্বিনী, করকা-আবলী,
ঘূর্ণি-বাত্যা, গিরি, গুহা, বনস্থলী,
হ্রদ, নদী, অব্ধি আনন্দে উথলি'
      তার সিদ্ধি হেতু আকুল রয়।

শত্রুগণ ত্যজি শত্রুতা অশেষ
পদে বিলুণ্ঠি করে শিরোদেশ
ফল পূর্ণ হয় সারব প্রদেশ
      এমন তাহার অদৃষ্ট খেলা

পর রাজ্যবাসী আবাহিয়া তারে
দেয় রাজ্য ভার প্রসন্ন অন্তরে
মহিমা তাঁহার চৌদিকে বিস্তারে
      কে বুঝে ব্রহ্মাণ্ড-পতির লীলা।

মুলতান।

যবে পিতৃঘাতী মূলরাজ সিংহ
পীড়ে প্রজা যথা বুভুক্ষিত সিংহ,
পীড়িতা প্রকৃতি ব্রিটনীয় সিংহ
করে করিবারে রাজত্ব দান—

মূলরাজে নিজ রাজ্য চ্যুত করে
স্থাপিলেন রাজ্য কর্ম্মচারী করে।
মূলরাজপক্ষ যুদ্ধ অস্ত্র ধ'রে
সে কর্ম্মচারীর হরিল প্রাণ।

রাজ কর্ম্মচারী হত্যা সমাচার
শুনি' সেনাপতি সমর দুর্ব্বার
সংগ্রহিয়া শিখ সেনা সমাহার
মুল্‌তানের দিকে চলিলা রোষে।

সেনা যাহে করে তাঁহারে বিশ্বাস
তথা সযতনে দিয়া সমাশ্বাস
মূলরাজে মূল সহিত বিনাশ
করিতে ধাইলা নগর পাশে.

যদিও দৈবতঃ স্বপিস্তল ঘায়
ভগ্ন হস্ত হ'য়ে পতিত শয্যায়

তথাপি কাতর গুরু যন্ত্রণায়
না হ'য়ে চালন করেন সবে।

যথা বহু শত বর্ষ পূর্ব্বকালে
আক্রমে এ পুর চণ্ড বাহুবলে
মেসিডন পতি, তথা সেই স্থলে
আক্রমে সবলে ভীষণ ভাবে

ব্রিটিস আক্রমকারীর বিক্রম
ভুবন বিজয়ী সেই বীর সম
তৎসম অদম সাহস সংযম
হেন সেনা সহ কেবা যুঝিবে ?

মেজর লুইস্ সকলে নগরে
পশি' পরাভবি' বিপক্ষে সমরে
মহানন্দে উচ্চে হুর্‌রে হুর্‌রে
উচ্চারি' সঘনে প্রচণ্ড রবে।

প্রাণ পণে যত বিদ্রোহি নিচয়
চিলিয়া(ন)বালায় যুঝে সাতিশয়
বলে যাহে জয়ে করিয়া সংশয়
হিউ গাফে করিতে সাহায্য দান

চলে প্রাজ্ঞ সার চার্লস্ নেপিয়ার।
*কিন্তু হিউ গাফ্ যশ আপনার
রাখিলা অক্ষুণ্ণ, করি চুর-মার
বিপক্ষের বলে বীর প্রধান

পঞ্চ শাখা সহ যেথা সিন্ধু নদ
প্লাবিয়া উর্ব্বর দেশ জনপদ
বিশ্বাসী গণের অতুল সম্পদ
দিয়াছে, যে ভূমে কমলা বসে,

গিরি, উপত্যকা, সুরম্য কানন,
হ্রদ, বাপী যাহে পরম শোভন
মন্দ, স্নিগ্ধ নিত্য বহি' সমীরণ
পুষ্প গন্ধ হরি' যাহারে তোষে।

যে পঞ্জাব রাজ্যে পূর্ব্ব আর্য্যগণ
জিতেন্দ্রিয় বলি' খ্যাত ত্রিভুবন
অদ্ভুত বীরত্ব করিয়া খ্যাপন
(ব্যবসায় যার রিপু বিনাশ)

অসীম উৎসাহে অতুল সাহসে
কৃপাণ ধারণে পরম হরষে
পর রাজ্য আনি' আপনার বশে
শাসিত ভারতে ভুবন ত্রাস।

দুরাচার মূলরাজ পাপ দোষে
দেশীয় প্রকৃতি কুল অনায়াসে
আবাহিয়া আ নি সহর্ষে ব্রিটিসে
সে পঞ্জাব রাজ্য তাহার করে

অর্পিল। সন্তোষ লভিল তাহাতে
ব্রিটিস বীরত্বে সবে তুষ্ট চিতে

'বীর ভোগ্য বসুন্ধরা' এজগতে
খ্যাত কেবা তার অন্যথা করে?

শিখ সেনাগণে জানি' অলস,
ক্লেশ সহ, তথা অমিত সাহস,
বিশ্বস্ত জানিয়া মুদিত মানস
ইংরাজ গ্রহিলা আগ্রহ সহ

তারাও সন্তুষ্ট ইংরাজ উপরে
বাক্য নিষ্ঠা বীর্য্য উৎসাহ হে'রে
অনুরক্ত চিত্তে যতনে সাদরে
মিলিল তৎসহ সহ উৎসাহ।

প্রথম প্রদর্শনী।

সর্ব্ব দেশে পূর্ব্ব কালে ছিল এইরীতি
স্বদেশ সম্ভূতপণ্য
যাহে হয় শ্রেষ্ঠ গণ্য
বিদেশ আনীত দ্রব্য নালভে বিস্তৃতি

এই আন্তরিক যত্ন করিত সকলে
কি ইংরাজ কি ফরাসী
কি জর্ম্মান রুসবাসী
দেশ ভক্ত নামে যারা খ্যাত ক্ষিতি-তলে

নিজ দেশ সমুদ্ভুত দ্রব্য সংরক্ষণে
স্থাপিত প্রভুত কর
বিদেশীয় দ্রব্য'পর
যেন না বিদেশী আসে স্বদেশ আপণে।

পরন্তু এল্বার্ট অতি উদার হৃদয়
ভাবি নির্দ্ধারিলা মনে
করিবারে সযতনে
পৃথিবী উৎপন্ন নানা দ্রব্য সমন্বয়

সাধিতে মহানুভব এ মহাভিলাষ
মহা প্রদর্শনী মেলা

ভূমণ্ডল শিল্প-খেলা
বিস্তারিয়া প্রদর্শিতে করিলা প্রয়াস
ভূমণ্ডল শ্রেষ্ঠ পুরী লণ্ডন-হৃদয়
কবাট খুলিয়া তায়
দ্রব্য জাত সমবায়
সাজাইতে, নানা শিল্প শিক্ষা পরিচয়
দিতে সর্ব্ব দেশবাসী জনে পরস্পরে
শিখা'তে সহানুভূতি,
প্রয়াসিতে অনুকৃতি,
বাঁধিতে বাণিজ্য সূত্রে বিদেশী নিকরে,
প্রথম প্রস্তাব যবে কৈলা উত্থাপিত
দেশবাসী বহুজনে
নানা যুক্তি প্রদর্শনে
অহরহ প্রতিবাদ করে কত শত
কত বা অস্থির মতি রহস্য প্রবণ
উদার কুমার পর
অজস্র বিদ্রূপ শর
নিক্ষেপিলা নিবারিতে মহা আয়োজন।
কিন্তু সে সুধীর মতি অটল কুমার
গিরিবর সম যত
ঝঞ্ঝা বজ্র অবিরত
সহিলেন না হইল চিত্তের বিকার।

সর্ব্ববিধ প্রতিবাদ করিয়া উপেক্ষা
দ্বিগুণিত সমুৎসাহ
প্রদর্শিয়া অহরহ
আয়োজনে রত চিত্ত। দেখ কি অভীক্ষা

বর্ষদ্বয়ে অনুক্রম হ'ল অনুষ্ঠিত
ভিন্ন দেশ বাসীগণে
প্রীত করি' পত্র দানে
দিন স্থান প্রভৃতি হইল বিনির্ণীত।

লণ্ডন হাইড পথ ভূখণ্ড বিস্তৃত
করি' মনোনীত, তাহে
সুদৃশ্য স্ফটিক গৃহে
রম্য পণ্য রাজি দিয়া করিলা সজ্জিত।

ওক বৃক্ষাধিক উচ্চ প্রাসাদ সুন্দর
গোল ছাদ সমন্বিত
শুভ্র দৃশ্য সুশোভিত
যে হে'রেছে সে হ'য়েছে প্রসন্ন অন্তর।

ভূতলে অতুল শোভা করিছে বিস্তৃত
নন্দন কানন মাঝে
যেন লীলাপুরী সাজে
সজ্জিত সুরম সাজে বিশ্বকর্ম্মা কৃত।

সিংহ দ্বার তোরণ সুদৃশ্য শোভে তায়
সূক্ষ্ম শিল্প বিরচিত

তাহে সজ্জা অদ্ভুত
চিত্র চিত্রকর-কর-কৌশল জানায়
সুচিত্রিত মনোহর বিবিধ বরণে
বিবিধ রাজ্যের চিত্র
পরিপাটী সুবিচিত্র
যথা যথদৃষ্টি মাত্র সন্তোষে নয়নে
কানন উদ্যান কত, কত নির্ঝরিণী,
পশু, পক্ষী, লতা, পাতা
কত তার কব কথা ?
এঁকেছে অসংখ্য ছবি মানস রঞ্জিনী।
সুবিচারে ক্রমান্বয়ে শিল্প জাতচয়
উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ভাবে
রক্ষিত হইয়া সবে
সঞ্চারে দর্শক মনে অদ্ভূত বিস্ময়
কে কবে বিভিন্ন দেশোৎপন্ন পণ্যরাশি
একত্রে সংগ্রহ করি'
গুণ ভেদে শ্রেণী ধরি'
বিচারিয়া দেখাইতে হ'য়েছে প্রয়াসী ?
এ হেন আশ্চর্য্য ভূমণ্ডল-সমন্বয়
করিয়া অতুল-খ্যাতি
রাখিলেন মহামতি,
ইতিহাস পৃষ্ঠে নাম রহিল অক্ষয়।

কি স্বদেশে, কি বিদেশে কিবা সিন্ধুপারে
সর্ব্ব দেশে সর্ব্বজন
করে নাম উচ্চারণ
ভূখণ্ডে অখণ্ড কীর্ত্তি সত্বর বিস্তারে।

আবো (ও) কত গৃহ রাজি নির্ম্মিত হইল
উচ্চতর উচ্চতব
নানা রম্য শোভাধর
কিন্তু সবে উচ্চাসনে প্রাসাদে বসিল।

পার্শ্বে থাকি হৈল সব উপমা কারণ
বিস্তারি' উন্নত চূড়া
সুচিত্রিত মনোহরা
করিল ইহার(ই) অঙ্গ সৌষ্ঠব সাধন

গৃহান্তর উপমায় প্রাসাদ সুন্দর
হিম গিরি শৃঙ্গ ধারে
যেন আল্পস্ বিহরে
শোভায় মোহিয়া দর্শনাশী নারী নর

মহা প্রদর্শণী মেলা সমৃদ্ধি দর্শনে
মহা দয়া মহোদয়া
সহ তনয় তনয়া
আসিলেন মহারাজ্ঞী প্রিয় পতি সনে।

গ্রীনপার্ক আবস্তিয়া সমগ্র ভূভাগ
হাইড্ পার্ক সীমা শেষ

পর্য্যন্ত নয়নোন্মেষ
করি' দেখ, বুঝ প্রজাপুঞ্জ অনুরাগ।

বিস্ময়-উৎফুল্ল-নেত্রে যে দিকে চাহিবে
সে দিকে মানব কুল
সহশব্দ কুল কুল
বিদ্যমান। লোকারণ্য সার্থক হেরিবে।

বহু কণ্ঠ সমুদ্গত মহাহ্লাদ ধ্বনি
মহোদ্ভূত ভাবোচ্ছ্বাসে
বিকশি' মানসাভাসে
মহোদয়া রাজ্ঞী হৃদ ঔৎসুক্য বর্দ্ধিনী

প্রদর্শণী-সিংহদ্বারে উপনীত যবে
মহারাণী যানোপরি
সুষমা গরিমা হেরি'
বিমোহিতা হইলেন আনন্দ প্রভাবে

ভাবিলা "বাহির হ'তে হেরি' শোভাভাস
যে ভাব সঞ্চরে মনে
জন্মান্তরে কোন দিনে
ভুলিতে সক্ষম নহি সে মহা উচ্ছ্বাস

সুসজ্জিত সভাগৃহ হল মধ্যস্থলে
রাজে রাজ সিংহাসন
সুবলন সুগঠন
উজ্জ্বল প্রভায় তার মণ্ডপ উজলে

অগ্রে নির্ঝরিণী শুভ্রা স্ফটিকেতে গড়া
যাহে বারিকণ ঝরে
শুভ দৃশ্য মৃদুস্বরে
সন্তোষিয়া সভ্যজনে মুক্তা হার পারা।

নিরুপমা সে সুষমা জন মনোরমা
হরিল মানস মম।
হেরি ইন্দ্র জাল সম
স্নিগ্ধ সুগভীরা ভক্তি জাগিল পরমা।

উপাসনা গৃহে কভু যে ভক্তি সঞ্চার
না হ'য়েছে কোন কালে
সেই ভক্তি এই স্থলে
স্বতঃ কৃতজ্ঞতা সহ উঠে হৃদে মার।

দেয় ঘন করতালী দর্শক নিকর
সুমধুর হাসি মাখা
বিমল আনন্দ রেখা
রাজে সকলের মুখে পরম সুন্দর।

প্রদর্শনী গৃহের আশ্চর্য্য পরিসর
বৃক্ষলতা পুষ্প চিত্রে
প্রাতকৃতি সুবিচিত্রে
নির্ঝরিণী সমাবেশ অতি রুচিকর

ছয়শত-কণ্ঠ-সম্মিলিত অর্গ্যান্
বাদ্যযন্ত্র দুইশত-

সহ, স্বর সম্মিলিত
রুচির নিঃস্বনে স্বনে বাদ্য একতান
'স্মরিয়া, এ ভূমণ্ডল-পণ্য-সম বায়
সমাহারে সহযত্ন
আমারই স্বামি রত্ন
অনুষ্ঠাতা প্রধান ঘোষিবে এ ধরায়'

বিমূঢ়া হইনু চিতে। জগদীশ পদে
প্রার্থিনু নিবিষ্ট চিতে
যাহে সুস্থ শরীরেতে
লভেন জীবন দীর্ঘ রহি' নিরাপদে

জাতীয় সঙ্গীত গান হ'লে সমাধান
সব মনে পতি সনে
ভ্রমি' সূক্ষ্ম প্রণিধানে
হেরিনু পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রদর্শনী স্থান

লভিলাম পরিতৃপ্তি হেরি' প্রদর্শণী
স্বামিরত্ন মহাকীর্ত্তি
তথা প্রজাভক্তি স্ফূর্ত্তি
বিস্তারিল আত্ম শ্লাঘা হৃদয় স্পর্শিনী।

যত দিন দেহে প্রাণ রহিবে আমার
স্মৃতি পটে সুচিত্রিত
রহিবে উজ্জ্বলায়িত
এ চিত্র, না হবে কভু বিবর্ণতা তার;

যে দে'খেছে একবার এই প্রদর্শনী
কখন (ও) সে না ভুলিবে
মনে তার গাথা রবে
এই শুভ দৃশ্য স্মৃতি-অন্তর-স্পর্শিনী।

এ দৃশ্য দর্শনে রাজ্য অভিষেক ক্ষণ
উদিল স্মরণ পথে;
কিন্তু না সন্দেহ ইথে
এ প্রমোদ শ্রেষ্ঠতর বিশ্ববিমোহন।

বস্তুতঃ অতুল ইহা সর্ব্বথা সৌন্দর্য্যে
অসংখ্য সুবন্য পণ্য-
রাজি সাজে করি' ধন্য
নির্ব্বাচকে সমাবেশ সুমহা চাতুর্য্যে

প্রিয় এল্বার্টের নাম হইল অমর
সুমহান্ সমুদায়
উন্মোচিত হ'ল দ্বার
স্বাধীন বাণিজ্য যাহে লভিবে প্রসর

বিরোধি সঙ্কীর্ণ-মন অভিজাত কুল
অনিষ্ট আশঙ্কা যত
ক'রেছিল শত শত
জন রব, সব আজ্ নীরব নির্ম্মূল।

হে ঈশ কুশলে রাখ জন্মভূমি মোর
যে ভূমি মানস বলে

দেখা'য়েছে ভূমণ্ডলে
অপার মহত্ত্ব আজি বিশ্ব প্রেমে ভোর।"

শোভার ভাণ্ডার হেরি' দয়ার ভাণ্ডার
ঈশপদে সমাহিত
আপনি হইল চিত
পুলকে দোঁহার নেত্রে ঝরে অশ্রুধার।

প্রদর্শণী গৃহে পঞ্চ বিংশতি সহস্র
সপ্ত লক্ষ বহির্ভাগে
দর্শক সহানুরাগে
আসে যায় দেখে হর্ষে কৌতুক অজস্র

কিন্তু কোন দুর্ঘটনা না হয় ঘটিত।
ইথে মহারাজ্ঞী মনে
স্বদেশীক ভক্তি গুণে
অন্তরে স্বদেশ গর্ব্ব হইল উদিত।

রুস তুরস্ক ইঙ্গরেজ।

সদা সমুদ্যত রুস-রাজ-চিত
বহু বলে রাজ্য করিতে বিস্তৃত
তুরস্ক সুলতানে
পরাভবি' রণে
দলিতে ধরণী মথিতে জলধি
কাঁপ'তে ভূধর শিখর অবধি'
প্রসিদ্ধ বীরত্ব
পাঠান রাজত্ব
সমুদয় বেলা পর্য্যন্ত ভূভাগে
বীরদর্পে মাতি' জিগীষার বেগে।
সদা অভিলাষী
রিপুকুল নাশি'
শোণিত তটিনী করি' প্রবাহিত
লভিতে আপন মানস-ঈপ্সিত
কিম্বা ধর্ম্ম ছলে
যতেক দুর্ব্বলে
পর-রাজ্য-ক্ষেত্র আপন অধীন
মন্ত্রেন করিতে যত্নে রাতি দিন।
মন্ত্রিরা যতনে
আপনার মনে

প্রবল প্রচণ্ড প্রতাপ-অম্বিত
* জার, যাঁর ভয়ে ভুবন কম্পিত
মনোনীত ক'রে
ঘটাবার তরে
ভীষণ বিভ্রাট, ব্রিটিস অধীন
সব হেমিণ্টন্ সিমোর প্রবীণ
ধীর দূতবরে
ভাষিলা সাদরে
"তুমুল সংগ্রামে করি' পরাজয়
চির বলহীন, ক্ষীণ, মৃত প্রায়
তুরস্ক ভূপালে
দাসত্ব শৃঙ্খলে
বন্ধন করিয়া রা'খ' চির দিন
বিজয় পতাকা করিয়া উড্ডীন।
র জোরে বিধ্বংস
করি, অংশ অংশ
জয়ী রুশিয়ান্ বিক্রান্ত ব্রিটন
সহিত মিলিয়া করিবে শাসন।"
ন্যায়াচার রত
ব্রিটিস সতত
অন্যায়ে কিপ্রকারে হইতে সম্মত ?
সন্ধি বদ্ধকর যার বিশেষতঃ ?

---

* Czar.

অস্বীকার বাণী
রুস-রাজ শুনি'
মানসে অধীব হইলা চিন্তিত
পূরা'তে জিগীষা চিরাভিলাষিত
অমর্য অনল
হইয়া প্রবল
লাগিল হৃদয় তাঁহার দহিতে।
তুরস্ক রাজত্ব কৌশলে লভিতে
করিলা ঘোষণা
সহ প্রতারণা
"বসে তথা যত যুনানী কৃশ্চান
বিশুদ্ধ চরিত ধর্ম্ম গত প্রাণ,
মহা পরাক্রান্ত
সমরে কৃতান্ত
বীরেন্দ্র রুসেন্দ্র প্রথিত জগতে
রক্ষক তাদের ধর্ম্ম ন্যায় মতে।"
একালে ফরাসী
রাজ্য হ'তে আসি'
প্রবলা ঝটিকা খর বেগ ভরে
ছুটি' আবরিল রুসীয় অম্বরে
রুসীয় ভূপতি
প্রকাশিলে মতি
"পেলেষ্টীন গত ধর্ম্মক্ষেত্র যত
অধ্যক্ষ তাহার সম্রাট নিয়ত।"

এই বিজ্ঞাপন
হইল যখন
তুরস্ক সুলতান শ্রবণ গোচর,
করিলা মন্ত্রণা যাহা শুভকর
অতি মাননীয়
দূত ব্রিটনীয়
মন্ত্রণা নিপুণ বিজ্ঞবর সর
ষ্ট্রাট্ কর্ড ক্যানিং সহিত সত্বর।
শুনি' দূত উক্তি
করিয়া সুযুক্তি
এই অধ্যক্ষতা রুশীয় রাজার
সগর্ব্বে সুলতান কৈলা অস্বীকার।

রুস তুরস্ক যুদ্ধ।

এ বার্ত্তা হইলে শ্রবণ গোচর
অমর্ষ আগুন
দহিল দ্বিগুণ
রুসীয় নৃপতি হৃদয় কন্দর।

রুসেন্দ্র কোপন রাজ বিজ্ঞাপন
করিবারে রণ
ধর্ম্মের কারণ
আপন সাম্রাজ্যে কৈলা প্রকটন,

"ধর্ম্ম গত প্রাণ প্রজা পুঞ্জ সম
সমর অনল
জ্বালিয়া উজ্জ্বল
বৈর নির্য্যাতন কর অরিন্দম।"

ক্ষিতিপতি আজ্ঞা করি' শিরোধার্য্য
ছাড়ি' দারাসুত
লস্কর অযুত
অযুত আসিল সাধিতে একার্য্য

ধরি' অগ্নি অস্ত্র যোজিত সঙ্গীন
রণ বস্ত্রাবৃত

বপু সুসজ্জিত
বিস্তার করিল শোভা সর্ব্বাঙ্গীন,

আন্দোলিয়া বেগে কৃষ্ণাম্বুধিনীর
রণার্ণব যানে
তুরস্কের পানে
চলিছেন যোদ্ধৃ দল বলী বীর

ঘটা'তে জঞ্জাল, কালান্তের কাল
ব্যাধ রূপ ধরি'
তুরস্কী-খগারি
যেন বিসারিয়া ভীম রণ জাল।

কৃষ্ণাম্বুধি মথি' আসে রুসিয়ান্
মা'তি যাবে রণে
তাঁর সৈন্য সনে,
এবার্ত্তা যখন জানিলা সুল্‌তান

আদেশিলা রোষে "বিপক্ষ মর্দ্দন।
বীর সেনাগণ!
মাতরে এখন
যাও যাও ত্বরা করিতে দলন

চির বৈরি জনে; রণ বিশারদ!
রাখরে সম্মান
দেশের কল্যান
ভাবিয়া সকলে নিবার বিপদ।"

সুলতানের আজ্ঞা পাইল যেমন
"সাজ সাজ, সাজ,
সেনার সমাজ।"
বলিল অমনি সেনাপতিগণ

যুদ্ধ সজ্জা করি' কত শত শত
তুরস্কীয় শূর
নিন্দিয়া অসুর
আগ্নেয়াস্ত্র ধরি' বেগে অবিরত

ছুটে তারা সব কৃষ্ণাম্বুধি তটে
রণ যানোপর
আরোহি' সত্বর
বিনাশিতে অরি বিষম দাপটে

বাহি' সিন্ধু বারি তুরস্ক লস্কর
রুস রণ-তরী
সম্মুখীন করি'
উপনীত হ'ল করিতে সমর।

সমর তরণী উপরে যখন
দুই পক্ষ সেনা
সংগ্রাম বাজনা;
নিনাদিল ঘোর জলধি জীবন

জলধর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল
সিন্ধু জল চর

কাঁপি' থর থর
ত্রাসে সিন্ধু গর্ভে সবে লুকাইল।

ভীম সিন্ধুরণে বীর সেনাগণ
রণ মত্ত মন
অগ্নি-প্রহরণ
ছাড়িতে লাগিল যেন হুতাশন
গ্রাসিতে ভুবন গ্রাসিতে পূষণ
ছুটা ছুটি করে
অম্বুধি অন্তরে
প্রলয় কালের তপন যেমন।

গোলা গুলি তার করাল আকার
বজ্র নাদ করি
রণ তরী'পরি
বজ্র সম ছু'টে পড়ে অনিবার

ঘন ঘাতে যায় কত সেনাদল
বিক্ষত শরীর
বহিয়া রুধির
রক্তাক্ত করিল কৃষ্ণাম্বুধি [redacted] ;
রুস তোপ বল দুর্জ্জয় প্রবল
করি' ছার খার
তুরস্ক, রাজার
রণার্ণব-যান কত যোদ্ধৃদল

ডুবাইল বেগে অতলের তলে।
হায়রে যবন
বিক্রম জ্বলন
সাগর সংগ্রামে ডুবে সিন্ধু জলে ;

হারালি সকলি সলিল সমরে।
হায়রে যবন
গৌরব তপন
অস্তগত তোর নীর নিধিনীরে।

ধিক্‌রে দুর্ব্বল শত ধিক্ তোরে।
রণ ভঙ্গ ক'রে
সেনা বক্ষে ধ'রে
এক মাত্র তরী এ'ল দেশে ফিরে।

দেখিল যখন বিপক্ষ ফিরিল
জয়ী রুসীয়ান
ছাড়ি' অগ্নিবান
সিনোপী নগরে আমূল ভস্মিল

বিজয় নিশান তুলিল আনন্দে
বিজয় বাজনা
করিল ঘোষণা
রুস জয় ডরি' ইস্‌লাম বৃন্দে।

ব্রিটিসের রণসজ্জা।

ছুটিল ত্বরিত তড়িত সন্দেশে
রুস জয় বার্ত্তা বৃটনের দেশে
শুনি' রাজ্ঞী-মতি
বিষাদিতা অতি
কর্ত্তব্য নির্দ্দেশে মন্ত্রি' সবিশেষে
মহা সভাসহ নির্দ্ধরিলা শেষে,
সহিত উৎসাহ
ফরাসিস সহ
মিলিয়া করিতে সমর দুর্ব্বার
বিপক্ষে দুর্দ্দান্ত রুসীয় র জার।
ফরাসি সম্মত;
জগত বিস্মিত,
হেরি'। চিরবৈর করি' পরিহার
ইংরাজ ফরাসি মিলিত এবার
কি আশ্চর্য্য ইথে?
ভেবে দেখ চিতে
মিত্র অপমান মিত্র পরাজয়
ব্রিটনের প্রাণে তা কি সহ্য হয়?
বহু কাল হ'তে

মিত্রতা গ্রন্থিতে
গ্রথিত হইয়া বান্ধা যার কায়
তুরস্ক ভূপালে পরাজিত, হায়!

ধন প্রাণ মান
করি তুচ্ছ জ্ঞান
তুরস্ক সখার সম্মান রাখিতে
ব্রিটন ঈশ্বরী আজ্ঞা দিলা যে'তে।
ভীম বলবান
লর্ড রাগলান্
বীর বর রণে হ'য়ে সেনাপতি,
যিনি পূর্ব্বে যুদ্ধে লভিলা সুখ্যাতি
ওয়াটার্লু ভূমে,
দোর্দ্দণ্ড বিক্রমে,
প্রচারি' ব্রিটিশ্ বীরত্ব জগতে।
বৃত হ'য়ে বীর রণোদ্যত চিতে

দিলা অনুমতি
"সৈনিক সংহতি।
ভীষণ সমরে মাতিবার তরে
বলী সেনা-বৃন্দ। সাজরে সাজরে
নির্ভয় অন্তরে
চলরে চলরে
রণ-সজ্জ ক'রে অগ্নি-অস্ত্র ধ'রে
রুস গর্ব্ব খর্ব্ব অচিরে কররে।"

সেনানীর আজ্ঞা
শুনিয়া "যে আজ্ঞা"
বলি' সমস্বরে বলী অনীকিনী
বিকাশিল বীর সিংহনাদ ধ্বনি
রণ বিশারদ
বীর পরিচ্ছদ
ধরি' আগ্নেয়াস্ত্র সহিত সঙ্গীন
চ'লেছে সৈনিক সমর প্রবীণ

শোভিয়া শোভায়
নীলাকাশ কায়
অস্ত্রের চমকে ধাঁধিয়া নয়ন
ছুটে রণমত্ত সৈন্য অগণন।
করিতে প্রয়াণ
ভীষণ কামান
লইয়া পশিল প্রাসাদ প্রাঙ্গন
অনুপমা শোভা করিল ধারণ,

সুর সেনাগণ
মর্ত্ত্যে বিচরণ
করে যেন দিক করি' সমুজ্জ্বল
দলিতে দনুজ বিপক্ষ প্রবল;
বিগুলের ধ্বনি
ধ্বনিল অমনি
ভেদিয়া গগন ব্যাপিয়া ভুবন

বলি যেন "চল, চল বীর গণ।"
যুদ্ধ তরি'পরি
আরোহণ করি'
শূর বব স্কট ফিউ জিনিয়র
চ'লিল' সুধী'র হয়ে অগ্রসর
বল দৃপ্ত মনে
সাগর পুলিনে
যথা বারিপতি একমনে প্রাণে
ঘোর রবে ঘোষে মহাভীম তানে
ব্রিটিসের কীর্ত্তি,
বিতরিয়া স্ফূর্ত্তি
দ্বিগুণ উৎসাহে মাতা'য়ে ব্রিটিসে
প্রসারিয়া বীচি মুখ অট্টহাসে।
এই চারু শোভা করি' নিরীক্ষণ
মহারাণী সহ রাজ পরিজন
প্রসন্ন বদনে
মোহন বচনে
সাহসে বাহিনী সেনাপতি গণে
সম্ভাষিলা। শুনি' সবে তৃপ্ত মনে।

জলধির পানে
মৃদুল প্রয়ানে
'গিয়া উপনীত উদধির তীরে
সমর তরণী আরোহি' সুধীরে

হ'ল সেনাকুল
বাজায়ে বিগুল,
"যথা বারিপতি এক মনে প্রাণে
ঘোর রবে ঘোষে মহাভীম তানে
ব্রিটিসের কীর্ত্তি
বিতরিয়া স্ফূর্ত্তি
দ্বিগুণ উৎসাহে মাতা'য়ে ব্রিটিসে
প্রসারিয়া বীচি মুখ অট্টহাসে।"
হৃদয় গ্রাহিনী
কিবা সেই ধ্বনি
গভীর তরঙ্গ সমষ্টি নিক্কণে
প্রতিধ্বনি হয় পাতালে গগনে।
সারি সারি সারি,
চারু শোভা ধরি'
যত রণ তরী উজলি লহরী
উজলে পুলিনে অতি মনোহারী।
তাই দেখিবারে
সাগরের ধারে
আসি' উপস্থিতা কোমল হৃদয়া
ব্রিটন জননী রাজ্ঞী মহোদয়া,
গমন আদেশ
যে'তে রুসদেশ
করিলা যখন উল্লাসিত মন,
যত সেনাগণ আনন্দে মগন

করি' তোপ ধ্বনি
ভাসা'ল তরণী
রুমাল কম্পন ইঙ্গিতে অমনি
বিকাশিলা গাঢ় স্নেহ মহারাণী ।
পাঠাইয়া রণে
বীর সেনাগণে
পরাহে মানস উচ্ছ্বাসে প্রবল
প্রকাশিলা লিখি. কিবা মনোবল।
"প্রিয় যোদ্ধৃচয়
তরী সমুদয়
ভাসাইয়া সিন্ধু তরঙ্গমালায়
যায় ; কিন্তু মোর হৃদয় চিন্তায়
সমাকুল অতি ;
এই লয় মতি
'উপযুক্ত যদি থাকিত ধরায়
পুত্র দ্বয় মোর বিধির কৃপায়,"
সৈন্যগণ সনে
নেতৃত্ব গ্রহণে
"পাঠা'তেম আমি রণ কুতূহলে
লভিতে অভীষ্ট সংগ্রামের স্থলে।"
করয়ে প্রার্থনা
করয়ে অর্চনা
"সেই প্রভুপদে ; যাঁর কৃপাফলে
সফল-মানস হইবে সকলে।"

অরাতি-অনিষ্ট
নহে মোর ইষ্ট;
"যাহাতে অভীষ্ট হয় সুসাধিত
প্রার্থনায় সবে হও নিয়োজিত।"
এ হেন নিয়মে
যুদ্ধের প্রথমে
"বিভুর স্মরণ করে যেই জন
আশা তার বিভু করেন পূরণ।"

ব্রিটিস ফরাসি মিলন।

—:•:—

এ দিকে ফরাসি সম্রাট আজ্ঞায়
মার্সেল আর্নার্ড্ বীর যুদ্ধে ধায়
সেনাপতি রূপে ল'য়ে সৈন্যদল
বিংশতি সহস্র মিত, 'সিন্ধুজল
বাহি' রণ তরী করি' আরোহণ
ভুলাতে রুসীয়ে গর্ব্বের স্বপন।
বিংশতি সহস্র ব্রিটিসের সেনা
সহ আড়ম্বরে মিলি' বিড়ম্বনা
করিতে রুসীয়ে, তুরস্কে রক্ষিতে
চলে, একি যোগ হেরি আচম্বিতে।
যে দুই জাতিতে শতাব্দী ব্যাপিনী
বিরাজিতা ঈর্ষ্যা ঘৃণা পিশাচিনী
একেরে পারিলে দিতে রসাতলে
শস্ত্র বাহুবলে ছলে বা কৌশলে
অন্যে মহাসুখ লভে কুতূহলে ;
হেন জাতি দ্বয় কেন আজি মিলে ?
হেরি', অবিচার রুসীয় রাজার
পীড়িত সুলতানে করিতে উদ্ধার
হের চির বৈর করি পরিহার
মিলিত ফরাসি-ইংরাজে এবার।

মিলিত সৈনিকদল উপজিলে
হর্ষযুক্ত চিত্ত সুল্‌তান সদলে
আমন্ত্রি' সাদরে সহিত বিনয়
কহে সবিশেষ রণ পরাজয়
প্রার্থে, "রুস রাজ্যে করিয়া প্রবেশ
বাহু বলে করি' অরাতির শেষ।
অহে মিত্র বর্গ নিবার বিশেষ
অনুগ্রহে, যত্নে হৃদয়ের ক্লেশ;
লজ্জা ঘৃণা মোর গুরু অপমান
করিয়াছে যাহা দৃপ্ত রুসীয়ান
মদগর্ব্বে মাতি', ভুলি' ন্যায় ধর্ম্ম
করিয়াছে যাহা বুঝ তা'র মর্ম্ম।
যেই গুরু শেল ভেদিয়াছে মর্ম্ম
উদ্ধারিয়া তাহা সাধ মিত্র কর্ম্ম।
ঘোষিবেক যশ যত মুসলমান
বিশ্ব-জন যশ করিবেক গান।"
বলিতে বলিতে হৃদয় আবেগে
মত্ত সুলতান সহ অনুরাগে
স্মরণ জ্বলনে জ্বলিয়া মানসে
আবার ত দিলা উত্তেজিত ভাষে,
"কি কব রুসের অধর্ম্ম আচার
ন্যায়ে অনুমাত্র নাহিক বিচার,
সদা পর রাজ্য করিতে সংহার
আছে করি' সদা বদন বিস্তার,

মৈত্রী, সন্ধিবার্ত্তা, না মানে মীমাংসা,
প্রবলা কুতৃষা, জিগীষা, জিঘাংসা।
হেন রুসে নাশ বিকাসি' বিক্রম
নাহি কিছু তাহে ধর্ম্ম ব্যতিক্রম।
স্বেচ্ছা তন্ত্র রাজ্য যাক্ রসাতল
তাহে না সংসারে ফলিবে কুফল।
শমিবে সংসার লভিবে বিশ্রাম
পূর্ণ হবে শান্ত জন মনস্কাম।
মদগর্ব্বে মাতি' ভুলি' ন্যায় ধর্ম্ম
করে রুস যাহা বুঝ তার মর্ম্ম।
শাস হেন রুসে হও ন্যায়বান,
বিশ্ব জন যশ করিবেক গান।
বিশ্বপতি তুষ্ট হবেন নিশ্চয়
আত্মা পুণ্যশীল হইবে অক্ষয়।"
আশ্বাসি' সুলতানে বীর সেনাগণ
চলিল করিতে বিপক্ষ দলন।
মিলিত সৈনিক বিক্রান্ত পদাতি,
অশ্বারোহী যোদ্ধা অশ্বের সংহতি,
সমর-তরণী-সহিত সবলে
চলিল আন্দোলি' জল নিধিজলে।
কত শত শত রণ তরী চূড়ে
পবন হিল্লোলে চারু কেতু উড়ে;
জল-রাজ্য-রাজ চলে জল পথে
রুস রাজ সহ তার (ই) আবসথে

যুঝিতে, এ হেরি' সন্ত্রস্ত ভুবন ;
তোপের ধ্বনিতে ফাটিল গগন ;
সারি, সারি, সারি, চারু শোভা ধরি'
যত রণ তরী উজলে লহরী,
উজলে পুলিন অতি মনোহারী,
উজলিল কৃষ্ণ বারি নিধি বারি।
উজলিল কূল সীমান্ত সুন্দর,
উজলিল ভ সে অবনী অম্বর,
প্রকৃতির অঙ্গ ভূষণ স্বরূপে
উজলিল তারে কমনীয় রূপে।
প্রকৃতির গতি কে পারে বুঝিতে ?
দক্ষ সেনাবৃন্দ মরে আচম্বিতে
মহামারী রোগে তরণী উপরে।
বিধি কৃপাবলে অল্পদিন পরে
এই মহারোগ শান্তাকার ধ'রে
বিলুপ্ত হইল সাগর সলিলে
ধন্যবাদ ধ্বনি আরোহি মণ্ডলে
উচ্চারিল সবে শারীর মঙ্গল
লভে যবে মুক্ত শেষ সেনাদল।

রুস্‌ভূমিতে মিলিত সৈনিকের অবতরণ।

-----:•:-----

অবাধে মথিয়া সাগর তরঙ্গ
মিলিত সৈনিক সহ রণ রঙ্গ
ক্রিমিয়াভূমির পুলিন প্রোত্তুঙ্গ
হেরিল অদূরে দূরবীক্ষণে,
নিরখিয়া রণ সজ্জায় সজ্জিত
রহিল বিপক্ষে ভাবি' সন্নিহিত
কিন্তু ক্রমে জানি জন-বিরহিত
তীরে, মহাশ্চর্য্য মানিল মনে।

নির্ব্বিঘ্নে উঠিয় সাগর পুলিনে
ইউপেটোরিয়া ভূমির দক্ষিণে
ওল্ড কোর্ট মাঝে শিবির স্থাপনে
মানস করিল স্বদুর্গ রূপে
সমগ্র ফরাসী-ব্রিটিস-বাহিনী
উঠিল শিবিরে, কামানের শ্রেণী
সাজাইয়া যত্নে ধন্যবাদ ধ্বনি
দিল দয়াশীল অনন্তরূপে।

যাঁর কৃপাবলে শত্রুজনপদে
উপজিয়া ব্যূহ স্থাপি' নিরাপদে

সমাগত শত্রুজনে প্রতি পদে
আক্রমিতে বলী হ'ল তাহারা ;
দিনেকের মাঝে যুদ্ধ যাত্রা তরে
প্রস্তুত রহিল ধরি' শস্ত্র করে
নির্ম্মূলিতে অরি ভীষণ সমরে
ইঙ্গিতে ছুটিতে যেমন তারা।

রুসীয় সৈনিক ভীষণ আকৃতি
মেনস্ চীকফ্ যার সেনাপতি
যাদের দাপটে কাঁপে বসুমতী
অশ্বারোহী যার কোসাক কত।
অতুল বিক্রমে অরি প্রমথনে
যশঃ প্রসারিত ভুবনে গগনে
বিখ্যাত অটল দুর্গ বিরচনে
রণ আলোচনে সতত রত।

আল্মা তটিনী অপর দিশায়
উচ্চ স্থান তার শোভিত শোভায়,
প্রতিষ্ঠিত সবে সংগ্রাম আশায়
লইয়া বন্দুক গুলি, কামান ;
ক্ষণ মাঝে যার ভীষণ আনন
রাশি রাশি অগ্নি করে উদ্গীরণ,
ঘন ধূম যার সহ সমীরণ
ছায় ব্যোমতল ঘন সমান ;

হেন বৈরি সহ সম্মুখ সমর

করিতে উৎসাহে হ'ল অগ্রসর
দে'খা'তে অটুট বীরত্ব প্রখর
ব্রিটিস ফরাসী সেনা অনন্ত।
ধরিয়া বন্দুক সঙ্গীন কৃপাণ
সঙ্গে লয়ে অতি ভয়াল কামান
গোলা গুলি যার অশনি সমান
ঘন ঘাতে করে অরি প্রাণান্ত;

মার্সেল আর্জেন্ড্ ফ্রেঞ্চ সেনাপতি,
মহা পরাক্রান্ত রণদক্ষ অতি
নবীন মিত্রের লইয়া সম্মতি
স্বীয় সব্যভাগে রাখি' অবাতি
রণাঙ্গনে সহ ফ্রেঞ্চ যোদ্ধৃগণ
আসিলা সগর্ব্বে অরাতি সদন,
করিতে সে দৃঢ় ব্যূহ আক্রমণ
রক্ষ কুল যম রাম যেমতি।

লর্ড রাগলান আদেশে তখন,
"জ্বাল রণানল ছাড় সৈন্যগণ
অপ্রমত্ত চিত্তে কামান ভীষণ"
শুনি' যত দক্ষ বীরাবতার
শক্তিমান্ যোদ্ধা যে যথা আছিল
একে একে সবে আসিয়া যুটিল
আজ্ঞা মাত্র অগ্নি কামানে জ্বালিল।
কামান হইতে উল্কা আকার,

গোলা গুলি যত ছুটিয়া যাইল,
শত্রু ব্যূহ লক্ষ্যে উড়িয়া চলিল,
বিজলি উজ্জল যেন চমকিল।
প্রথম উদ্যম দেখি' অমনি

রুস্ সম্প্রদায় সেনানী প্রধান
আপন সৈনিকে করি' সাবধান,
অনুমতি দিলা "চালাও কামান।"
রুষিয়া তখন রুস-বাহিনী

করিতে দমন বিপক্ষ পক্ষেরে
ছাড়িল অসংখ্য কামান সত্বরে
গোলা গুলি তার ভীমনাদ ক'রে
সবেগে চলিল অরি শিবিরে।

কিন্তু ব্রিটিসের হের শৌর্য্য বীর্য্য
অনুপম ভীম সংগ্রাম-গাম্ভীর্য্য
কেবা এধরায় না মানে আশ্চর্য্য
দারুণ সমর দৃঢ়তা হে'রে?

অচল সম্বিত অটল হইয়া
ছাড়িছে কামান বারুদ পূরিয়া
ভীম অগ্নিময় আকার ধরিয়া
শত্রু সেনা মাঝে অতি প্রবল

গোলা শত শত ছুটিয়া পড়িল
রুস বহ্নি বল করি' টল মল

সমগ্র সৈনিকে করিল বিকল।
বারেক চকিতে হেরে ভূতল,

বারেক হেরিল নীলাম্বর তল
বিষণ্ণ বিপন্ন রুস সেনাদল,
উচ্চতর শ্রবে করে কোলাহল,
পুরিয়া সমগ্র সমর ক্ষেত্র।

হয় গোলা যবে শতধা বিদীর্ণ
শত শত অগ্নি শলাকা আকীর্ণ
হ'ল রণ ভূমি করিয়া বিস্তীর্ণ
অগ্নি রাশি রাশি ঝলসি' নেত্র

যম-অস্ত্র নিভ শলাকার শ্রেণি
ভেদি' সেনা কায় পশি হে তখনি
ছিন্ন শির দেহ লুটায় ধরণী
কাহার (ও), কেহবা বিকৃতানন,

কেহ ছিন্ন পাদ, কেহ ছিন্ন কর,
ছিন্ন নাসা কর্ণ, ধূল য় ধূসর,
দারুণ যাতনা ভরে উচ্চতর
উচ্চরব করে পূরি' গগন।

এই দুরবস্থা বিষম দুর্গতি
দেখি, বিচক্ষণ রুস সেনাপতি
ত্রস্ত ব্যস্ত চিতে দিলা অনুমতি
ছাড়িতে সমর স্থল বিষম

অ জ্ঞায় সুধীরে শ্রেণী বদ্ধ হ'য়ে
অস্ত্রধারী রুস চলে পিছাইয়ে
ব্রিটিশ বীরের হর্ষ বাড়াইয়ে
লাঘবি' স্বজাতি মান সম্ভ্রম

ঝাঁকে ঝাঁকে সেনা পতঙ্গের মত
দৃঢ় রণক্ষেত্র করি নিরমিত
করিতে সিভাষ্টাপোল সুরক্ষিত
স্থাপিলেন আগে সেনানী যায়।

আসি উপনীত হইলা তথায়
মুখে হায় হায় আঘাত জ্বালায়,
নিবারিতে তায় করি' পুনরায়
সমর উদ্যোগ দৃঢ় উপায়।

রণ হত সৈন্য সমাধি ক্রিয়ায়
সমাপি', মিলিত সৈন্য সমবায়
নাশিতে বিপক্ষে যমদূত প্রায়
জয়োল্লাস গর্ব্বে আয়ুধ ধ'রে।

চলে লক্ষ্য করি' রুসাশ্রয় স্থল
প্রভঞ্জন বেগে করি' কোলাহল
দেখাইতে নিজ অগ্নি-অস্ত্র-বল
দক্ষিণ বাহিনী বাহিনী ক'রে।

ব্যালা কলে তায় হইয়া সুস্থির
স্থাপন করিয়া স্বদল শিবির

বেষ্টিতে রক্ষিত ব্যূহ অরাতির
চলে, জয় পরাজয় না গণে।

মন্ত্রের সাধন শরীর পাতন
লাইট ব্রিগেড করি দৃঢ় পণ
ছয় শত বীর অশ্বারোহিগণ
ল'য়ে সেনাপতি বীর নোলনে

কাতারে কাতার দাঁড়া'ল এখন
রুসে রণ শিক্ষা দিতে করি' পণ
অরাতির ব্যূহ করি' আক্রমণ
যেমন করাল কালের মুখে

নির্ভীক উৎকট সমরে গম্ভীর
এক এক যেন দৈত্যের শরীর
শক্র নিসূদন মহা মহা বীর
গোলন্দাজ সৈন্য বধিতে সুখে ;

ত্রাসি' প্রতি পক্ষ বাহিনী মণ্ডলে
নিষ্কোষিত অসি আস্ফালিয়া বলে
ধাঁধিয়া নয়ন তার দীপ্তি জ্বালে
বীর্য্য মহিমায় মোহি' জগতে ;

দেখা'য়ে ধরায় ধরা বীর সম
প্রবল প্রচণ্ড অচল বিক্রম
ধরি অভিমুখে যায় অরিন্দম
সমর লীলায় মাতিয়া চিতে।

কে যেন ভুলিল কে যেন বাতুল,
মাতোয়ারা প্রায় সমরে তুমুল
মাতিবার তরে বিক্রমে বিপুল
লাইট ব্রিগেডে্ যে'তে বলিল।

যায় যাক প্রাণ নাহি কোন ত্রাস
স্বরাজ্য-সম্মান-রক্ষণ-প্রয়াস
লাইট ব্রিগেড্ সেনা বিশ্ব-ত্রাস
নাশিতে বিপক্ষ বেগে ধাইল।

সেনাপতি বাণী করি' শিরোধার্য্য
বীর মদে মাতি প্রকাশিয়া শৌর্য্য
নিজ নির্ভীকতা করিবারে ধার্য্য
বিপক্ষ লক্ষিয়া মহা প্রভাব

ধায়, ধায় যথা দাবানল লক্ষ্যে
পতঙ্গের প্রায় ছাড়ি' অন্তরীক্ষে
প্রাণাহুতি দিতে জগত সমক্ষে
দেখাতে স্বপ্রাণে যাতনা ভাব।

পূরিত সন্ধান
দক্ষিণে কামান,
বামেতে কামান,
সম্মুখে কামান,
যদি বিদ্যমান
মিত্র সৈন্য প্রাণ
হরিবার তরে গিরি চূড়ায়,

রুসিয়ান সেনা সারি সারি ক'রে
রেখে'ছে সাজায়ে ঘোর অন্ধকারে,
অলক্ষিত ঘোর পিশাচ আকারে
দেখা যায় যার আধেক কায়

সমুন্নত মহা গিরির গুহায়
স্থাপিত যেমন যম রাজ্য হায় ?
অনল নিরয়ে কেবা যে'তে চায়
আদেশ যদি না পায় নৃশংস ?

কেনা জানে এই মহা কালানল
বিশ্ব দাহ ক্ষম কোটি শিখাবল
স্পর্শ মাত্র নাশে কোটি সৈন্যদল
কেন ব্রিগেডে না করিবে ধ্বংস ?

"কি ভয় কি ভয় ?" হাঁকে সেনাপতি
"এ'স অশ্বারূঢ় হও দ্রুতগতি
দেখাও ব্রিটিস কৃপাণ শকতি
জগতে ঘোষিতে জাতি মহিমা

ছেদিয়া বর্ব্বর রুস গোলন্দাজে
আজি এ তুমুল মহাহব মাঝে
কাঁপাও দাম্ভিক রুস যুবরাজে
অতিক্রমি' রিপু বীরতা সীমা।"

উক্তি মাত্র সবে ছুটে তারা সম
শক্রে-তোপ-ধ্বনি করি' অতিক্রম ,

ছয় শত বীর যম দূতোপম
নিষ্কোষিত অসি তুলিয়া বলে
হানি' গোলন্দাজ শির করি' লক্ষ্য
মুহূর্ত্তে বিনাশে কত প্রতি পক্ষ।
হাহাকার ধ্বনি উঠে রিপু-লক্ষ-
কণ্ঠ ভেদি', বহু পড়ে ভূতলে।

তবু বিদ্যমান
দক্ষিণে কামান
বামেতে কামান
পশ্চাতে কামান
মহা বলবান্
যত রুসিয়ান্
ছাড়িতে লাগিল শেষ যা' ছিল ;

গোলাগুলি তার
সদৃশ উল্কার
করিল প্রসার
বহ্নি পারাবার,
করি' একাকার
গিরি চারিধার
ছয় শত বীরে মাঝে ফেলিল।

চতুর্দ্দিকে ছুটি' বীর অশ্বারোহী
ছয় শত থর আসি অবগাহি

রুশীয় শোণিত-প্রবাহে প্রবাহি'
বহ্নি পারাবার তরিতে চাহে।

ঘোর রণ মাঝে করি' মার মার
আস্ফালিয়া আসি ভীষণ দুর্ব্বার
রণোন্মত্ত যেবা কি বোধ তাহার
বুঝে মাত্র শত্রু নিধন যাহে।

মহা তোপ ধুম অচল মাঝার
ঘোর ঘটা যেন করিল আন্ধার
ভুবনে অম্বরে উঠে হাহাকার
কিন্তু ছয় শত নির্ভীক চিতে

লাইট ব্রিগেড, ছুটিতে ছুটিতে
কত শত্রু প্রাণ হরিতে হরিতে,
নিজ প্রাণাহুতি দিয়া গোলাগ্নিতে
অতুল পৌরুষ রাখে জগতে।

রণ হত শেষ অশ্বারে হি বীর
অবশিষ্ট যত অক্ষত শরীর
হ'ল প্রত্যাগত আপন শিবির
রাখিল ভুবনে অখণ্ড যশ

এ সংসারে কেহ হেন বীর্য্য শক্তি
না দে'খেছে কভু, হেন জাতি ভক্তি
নাহি ভূমণ্ডলে, নহে কবি উক্তি
ঘোষে ইতিহাস এই সাহস।

ধন্য তোর বল ধন্য তোর যশ
গায় চিরকাল লোক চতুর্দ্দশ
গাইছে বালক ত্যজিয়া অলস
গা'বে নর নারী ভুবন ভরি'

এই ধরাধাম রবে যত দিন
গাইবে বালক যুবক প্রবীণ
বালিকা যুবতী বৃদ্ধা চির দিন
তুলিয়া মোহন স্বর লহরী।

ইঙ্কারম্যান সমর।

রণভূমি অর্দ্ধাধিক অধিকার
করি' রুস জয় গণে আপনার
কিন্তু পরাক্রমে হাইলণ্ড সেনার
কার্য্য ক্ষেত্র হ'তে যুক্ত সেনায়

নাড়িতে নারিল। তবে কিসে জয়?
যুক্ত সেনা নাহি মানে পরাজয়
অটল অদম্য নির্দ্দয় নির্ভয়
উপেক্ষিয়া রুসে রহে তথায়।

পারে কি সহিতে এই অপমান?
ক্ষিপ্ত প্রায় হ'ল দৃপ্ত রুসিয়ান্
আক্রমিতে যুক্ত সৈন্য অধিষ্ঠান
ইঙ্কার্মান কর্ম্ম ক্ষেত্র প্রধান

যতে পুনর্ব্বার দ্বিগুণ সাহসে
অধিক সংগ্রহি' সেনা জয়াশ্বাসে;
রণোপকরণ সহ সমুল্লাসে
করে সেই দিকে রণাভিযান।

কৌণপ যেমতি রক্ষ রাজাদেশে
বীরেন্দ্র রাঘবে বধের উদ্দেশে

বার বার যায় সু-কপট বেশে
তেমতি কপটী রুসের দল

তিমির আবৃতা গভীরা রজনী
আন্ধারে সহস্র সহস্র বাহিনী
ব্রিটিস শিবির সম্মুখ বাহিনী
চলে ছদ্ম বেশে সহ কৌশল

জয়াশ্বস্ত মনে অতি সংগোপনে
হঠ আক্রমণে ফরাসি ব্রিটনে
নাশিতে সমূলে ছদ্ম নিশারণে
স্বীয় দল বল করি' প্রবল।

বিভাবরী শেষে অভিপ্রেত স্থলে
আরম্ভিল যুদ্ধ অতর্কিত ছলে
চমকি' আক্রমি' মিলিত মণ্ডলে
কামানে জ্বালিয়া বিষমানল।

সেইত কামান নাদ ভয়ঙ্কর
বিনা মেঘে যেন গর্জ্জন ঘর্ঘর
অকস্মাৎ শুনি' সৈনিক নিকর
গণিল প্রমাদ বড় বিষম ;

ব্রিটন সেনানী অমিত সাহস
বুঝি' শত্রু ছল নন ভ্রান্তি বশ
অখণ্ড রাখিতে ব্রিটনের যশ
রাখিতে ভুবন খ্যাত বিক্রম

বীর দৃপ্ত ভাবে নিজ সৈন্যে কয়
"নাহি কিছু ভয়, নাহি কিছু ভয়,
দেখাও আবার রণ পরিচয়
ব্রিটন বাহিনী বল অতুল,

লও অস্ত্র করে, চোর রুসীয়েরে
বধ আসি গুলি সঙ্গীন প্রহারে,
প্রহারে যেমতি ধূর্ত্ত জম্বুকেরে
কপটীর কুল কর নির্ম্মূল।"

সেনানী হাকিল "কামান অনল
না জাল না জাল চল চল চল,
যদ্যপি দেখিছ দুর্জ্জয় প্রবল
সম্মুখে রুসীয় সেনা অনন্ত

ধররে বন্দুক ধররে সঙ্গীন,
তোমরা কি নহ সমরে প্রবীণ
তোমরা কি নহ আতঙ্ক বিহীন?
পাঠাও অরিরে যথা কৃতান্ত।"

দেখরে জগত কিবা রণ শিক্ষা
রাখিতে বীরত্ব জীবনে উপেক্ষা
কাম মাত্র জাতি কুল মান রক্ষা
সমর দুর্দ্দান্ত সেনা সংহতি

ব্রিটনের দল সাহসে অটল
ধরিয়া বন্দুক সঙ্গীন প্রবল

ধায় ঊর্দ্ধমুখে প্রতিহার স্থল
বধিতে সম্মুখ রণে অরাতি;

বিপক্ষ গোলার সম্মুখে যুঝিতে
বন্দুক সঙ্গীন মাত্র ল'য়ে হাতে
ক্ষমতা কাহার আছে এ জগতে
হেন দৃপ্ত জাতি ব্রিটিস বিনা?

তাই এ সুখ্যাতি বীরত্ব কাহিনী
তাই বিশ্ব সেনা ভীতি প্রদর্শনী
তাই তুল্য হীনা ব্রিটিস বাহিনী
নাহি হেন সেনা পাষাণমনা।

অচিরে বাধিল তুমুল সমর
অবিরত ছুটে লক্ষ অগ্নিশর
সুতীক্ষ্ণ ভাস্বর ছাইল অম্বর,
বিন্ধে যোদ্ধৃ দেহ করি' আকুল।

বড়ই ভীষণ বন্দুক সংগ্রাম
উভয় পক্ষের বলী সেনাগ্রাম
কেশরী ভল্লুক যুঝে অবিরাম
উভয়ে দুর্জ্জয় বলে অতুল।

যে ধরে অতুল বিক্রম হেথায়
তার দেহ কিনা ধরণী লুটায়
বহ্নি বাণাঘাতে প্রাণ যায় যায়
"ত্রাহি ত্রাহি" ডাকে আঘাত খায়;

নিঃশেষ হইলে বন্দুকের গুলি
ধরিয়া সঙ্গীন সৈনিক মণ্ডলি
মহা পরাক্রমে আস্ফালি' আস্ফালি'
উভে ক্ষত করে উভয় কায়।

কিবা ঘোর রণ ভীষণ দর্শন !
কিবা পরাক্রম ভুবন স্তম্ভন !
লক্ষ্য মাত্র শুধু বিপক্ষ দলন
যুঝে অবিশ্রামে নিরবসাদ,

আহত তথাপি দ্বিগুণ বিক্রমে
আহত কেশরী ভল্লুক সংগ্রামে
প্রহারে প্রেরিয়া অরি যম ধামে
চালায় সঙ্গীন বলে অবাধ ;

শবোপরি শব হয় স্তূপাকার
প্রবাহে বহিছে রুধিরের ধার
বহে রক্ত নদ ভীষণ আকার
ভাসে তাহে শব শবাশ ভক্ষ্য।

ভাঙ্গিলে বক্রিলে সঙ্গীনাগ্রভাগ
সংগ্রামে যুঝিতে বাড়ে অনুরাগ
পূর্ণ করিবারে রণ শেষ ভাগ
উভে ছাড়ে লোষ্ট্র অযুত লক্ষ

অই লোষ্ট্রাঘাতে কেহ জর জর
কাঁপে থর থর কেহ মর মর

কেহবা পড়িছে ধরণী উপর
তবু নাকি রণ ভাঙ্গিতে চায়।

উভয় পদাতি বাহিনী সমষ্টি
ছাড়ি' লোষ্ট্রাঘাত করে মুষ্টামুষ্টি
বিদরে শরীর ভয়ানক দৃষ্টি
মরে অগণম মুষ্টির ঘায়।

কিবা ঘোর রণ ভীষণ দর্শন ?
কিবা পরাক্রম ভুবন স্তম্ভন।
লক্ষ্য মাত্র শুধু বিপক্ষ দলন
যুঝে অবিশ্রাম নিরবসাদ

আহত তথাপি দ্বিগুণ বিক্রমে
আহত কেশরী ভল্লুক সংগ্রামে
প্রহারে প্রেরিয়া অরি যম ধামে
উভে মুষ্টামুষ্টি করে অবাধ।

বাহু যুদ্ধে উভে যুঝে অবিরল
উভয়ে অবাক হেরি' উভ বল
জয় পরাজয় সন্দেহের স্থল
সম যুদ্ধ চলে সম উৎসাহে

একি সুভীষণ দৃশ্য জগদীশ
কভু রুসীয়ান, কভু বা ব্রিটিস,
কভু হাইলণ্ডী, কভু ফরাসিস
আশার কুহকে বিজয় চাহে।

ব্রিটিস সেনানী হাঁকে পুনর্ব্বার
বিদারিয়া সৈন্য রোল পারাবার
"বীর সেনাগণ। বিক্রমে অপার
প্রকাশ ভুবনে জাতীয় বল

অরি বিনাশনে কর দৃঢ়পণ
প্রসার কীরত্তি ব্যাপিয়া ভুবন
দেখাও বীরত্ব বিক্রম আপন
পাঠাও অরিবে কৃতান্ত স্থল।"

দশ গুণাধিক রুস যোদ্ধৃ সহ
সমকক্ষ ভাবে যুঝি ভয়াবহ
ব্রিটনের সেনা নহে হতোৎসাহ
অরি নাশে তার কেবা উপমা

তিলেক বিরাম তিলেক বিশ্রাম
সাহসী ব্রিটিস বীর সেনা গ্রাম
না লভি' নিয়ত করিছে সংগ্রাম
কিবা কব তার বল মহিমা।

হয় পৃষ্ঠোপরি রণ গতি বোদ্ধা
ডিউক কেম্ব্রিজ মহাবল যোদ্ধা
শত্রু পাতে হেন কার মতি শুদ্ধা
ধরিয়া কৃপাণ দ্রবিত গতি

ভ্রমি' ভ্রমি' ভ্রমি' ভীম যুদ্ধ ভূমে
স্বীয় সৈন্যে আজ্ঞা দেন সবিক্রমে

"নাশ নাশ অরি লভিবে অন্তিমে
জয় লক্ষ্মী ; নাশ নাশ অরাতি।"

উৎসাহ বচনে বীরের ধমনী
বহি' চলে উষ্ণ শোণিত বাহিনী
বীর হৃদে হৃদে খেলে সৌদামিনী
বিকাশিয়া জ্যোতিঃ নয়ন কোণে ;

মানসে উপজে মহাপ্রাণ ভাব,
বল বীর্য্য লভে দ্বিগুণ প্রভাব,
যেন দৈব বল হয় আবির্ভাব।
জানা যায় তাহা মুষ্টি তাড়নে ;

না স্মরে বিপক্ষ সংখ্যা অগণন
নাহি মানে শ্রান্তি না ভাবে মরণ
একাগ্র মানসে শত্রু বিনাশন
ধ্যান মাত্র "নাশ নাশ অরাতি"

ঊর্দ্ধে অধঃস্থলে বামে বা দক্ষিণে
অবকাশ নাহি দৃষ্টি সঞ্চালনে
দৃষ্টি বদ্ধ মাত্র অরাতি বদনে
ক্রিয়া মাত্র শুধু শত্রু সংহতি

হত শত্রু শব হেরি' মহোল্লাস
আহত শত্রুর যন্ত্রনা প্রকাশ
হেরি' মুখে শোভে ঘোর অট্টহাস
পৈশাচ আনন্দে হৃদয় ভরি' ;

মাখি' রিপু রক্ত পীয়ে রণাসবে
অমানুষ বলে অমানুস রবে
আস্ফালি' তাণ্ডবে মহা মহাহবে
নাশিছে নাশিছে নাশিছে অরি ;

ভুলেছে চন্দ্রমা ভুলেছে তপন
আকাশ, অনিল, সলিল, জ্বলন,
ভুলেছে পৃথিবী, অস্তিত্ব আপন ;
ভুলে নাই শুধু অরাতি জনে ;

হৃদয় অবশ, অবশ মানস
ক্রিয়ান্তরে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় অবশ,
"মূর্ত্তিমান রণ ক্ষেত্রে বীররস"
রাজে যেন মাতি রিপু হননে ;

অস্থির বিক্রমে প্রতিপক্ষ কুল
প্রহার পীড়ায় হইয়া ব্যাকুল
ভাবিয়া চিন্তিয়া নাহি পায় কুল
ডিউকে শমন সদৃশ দেখি' ;

হেন কালে আসি' ফ্রেঞ্চ সেনাচয়
রনাঙ্গন মাঝে সম্মিলিত হয়
আর কিবা দ্বিধা হ'তে পরাজয়
ভাবি' রুস সেনা রণ বিমুখী

হইল যেমনি ; কামান অনল
জ্বালিয়া অমনি ফ্রেঞ্চ সেনাদল

ধুমাবৃত কৈল রুস রণ স্থল
বিন্ধি' গোলা যায় বিপক্ষ বক্ষ।

ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে সমগ্র বিপক্ষ
অগ্নি ইষু ভয়ে যেন ভীত ঋক্ষ
ছুটে, স্কন্ধাবার মাত্র করি লক্ষ্য
রণ পরাজিত রুসীয় পক্ষ।

জয়ানন্দে মত্ত ব্রিটিস ফরাসি,
ত্যজি' রণ ভূমি স্কন্ধাবারে আসি'
আমোদে উৎসবে বঞ্চে জয় নিশি
সুর সেনা যথা বৃত্রে বিনাশি'।

কিবা ঘোর দৃশ্য সে সমর ক্ষেত্রে
নিরখিতে যাহা সঙ্কুচিত নেত্রে
শব সমবায় বিস্তৃত সর্ব্বত্রে
যথা হের তথা শবের রাশি;

কেহবা মুমূর্ষু পড়িয়া ধরায়
কেহবা জীবিত অস্ত্র ক্ষত কায়
অতি কাতরোক্তি করে যন্ত্রণায়
উঠিয়া যাইতে শক্তি নাপায়;

এমন শ্মশান ভূমি আচ্ছাদিয়া
গৃধিনী শকুনি শৃগাল ধাইয়া
কুণপ রুধির শবামিষ নিয়া
সাদরে যেন বা অমৃত খায়;

ডাকে স্বজাতীয়ে বলি' নিজ বোল
পীয়ে সে রুধির যেন পীয়ে ঝোল
আমিষ লইয়া করে গণ্ড গোল
নিজ রব ভাষি' সমুচ্চ স্বরে।

এত খায় তবু নাহি মিটে সাধ
এক খণ্ড হেতু করিছে বিবাদ ;
নরযুদ্ধ অন্তে ঘোর বিসম্বাদ
করে শব ভোজী জীব নিকরে।

বল বীর্য্য বাদী দৃপ্ত রুসিয়ান !
রাখিলি কি তোরা জাতীয় সম্মান
বৃথা বৃথা তোর কামান সন্ধান
বৃথা বল বৃথা কৌশল ছল

এই কি তোদের রণ শিক্ষা গুণ ?
বল গর্ব্বে "মোরা সমর নিপুণ"
রাশি রাশি রাশি জ্বালিয়া আগুণ
দহিলি স্বদেশ সৈনিক বল

বিধবার বেশ কৈলি কত কুল
কত বা করিলি সমূলে নির্ম্মূল
ধরিত্রী মাতারে করি' শোকাকুল
ভাসালি তাঁহারে নয়ন জলে

পরাভব দোষে ভরিলি ভুবন
বীরেন্দ্র সমাজে কলঙ্ক ঘোষণ
হেঁট হ'ল মাথা উন্নত বদন
অপমান আর কাহাকে বলে ?

রাজ্ঞীর সৈন্য সহানুভুতি।

ইস্কন্দর্মানে হ'লে ভীম রণ শেষ
সৌদামিনী বহি' বিজয় সন্দেশ
ব্রিটনের দেশে করিলে প্রবেশ
যেমতি কৌরব সেনা বিজয়ে
পাণ্ডবের কুল জগত পূজিত
হৃষীকেশ তথা পুলকিত চিত
তেমতি সাম্রাজ্ঞী স্বজন সহিত
পুলকে প্রফুল্ল হৈলা হৃদয়ে

আদ্র চিত্তে মহা মহাহ্লাদ ভরে
বিহ্বল হৃদয়ে স্মরি' মহেশ্বরে
পূর্ণা ভক্তি ভাবে গদ গদ স্বরে
সমুচ্চরে "ধন্য ধন্য পরেশে
যাঁর কৃপা বলে হইল বিজয়।"
জয় ঘণ্টা ধ্বনি উঠে ব্যোমময়
বৈজয়ন্তী ঘোষে রুস পরাজয়
জয় বার্ত্তা ঘোষে দেশে বিদেশে;

কতবা আমোদে কতবা আনন্দে
ব্রিটনেশ্বরীর যত প্রজা বৃন্দে

চর্চ্চে অর্চ্চে বিভু চরণারবিন্দে
"চিরস্থায়ী কর হে দয়াময়
ইংলণ্ড জননী রাজ্য সমুদয়"
যাঁর বলে সদা রিপুবল ক্ষয়
যাঁর কৃপা দৃষ্টে মানব নিচয়
সমগ্র ভুবনে আনন্দে রয়

দীর্ঘকাল ব্যাপী মহা ভয়ঙ্কর
বহু প্রাণহর ক্রিমীয় সমর
জাগরুক যাহা হৃদি নিরন্তর
ভাবিয়া অন্তরে ব্রিটনেশ্বরী
প্রকাশি' হৃদয় উদ্বেগ উচ্ছ্বাস
লর্ড রাগলানে সাদর সম্ভাষ
সহ দেখাইয়া বিজয়ে উল্লাস
লিখিলা মহিষী সব বিবরি'

প্রশংসা লিখিলা লিখিলা "মঙ্গলে
সেনা কুল যাহে পটবাস স্থলে
রহে, বলী যাহে হয় বাহুবলে
কর অনুষ্ঠান সুধীর চিতে
পানীয় আহার্য্য আহরি' যতনে
রে'খ তারা যেন আনন্দিত মনে
সতত বুভুক্ষা পিপাসা বারণে
লভে পুন শক্তি রিপু দলিতে"

ন্যায়বান্ যত নৃপতির কুল
শাসিতে ধরণী প্রজার প্রতুল
করিতে, তাহারা আকুল ব্যাকুল
এই রাজ্য প্রথা রাজার ধর্ম্ম।
এ নিয়ম ভঙ্গ করে যেই রাজা;
কো'থা অনুরক্ত হয় তা'র প্রজা?
কেবা ভক্তি ভাবে দেয় রাজ পূজা?
তারা যে না জানে প্রজার মর্ম্ম।

দেখরে! জগত! এঁরে একবার
দয়াময়ী হত আহত সেনার
বিধবা অবীরা যত পরিবার
সমূহ যাহাতে দিন নির্ব্বাহে
প্রিন্স এল্‌বার্ট সহিত মন্ত্রণা
করিলা ঘুচা'তে অবলা যন্ত্রণা
প্রদর্শি', মহিলা সুলভা করুণা
দেশীয় মহাত্মা গণে আবাহে।

সংগ্রহিলা অর্থ অবীরা পোষণে
কুমারী ফ্লরেন্স নাইটীং গেল সনে
শুশ্রুষা কারিণী সপ্ত 'ত্রিশ'জনে
নিয়োজিলা রাজ্ঞী' চিকিৎসাগারে।
কেহ বা ঔষধ কেহ বা আহার
রোগি গণ মাঝে যে চায় যা'বার,

অবিরক্ত চিতে দেয় অনিবার'
মাতা যথা দেয় রোগি শিশুরে।

সুদক্ষ ভিষক সহচর সহ
অবহিত মনে দেখে অহরহ
সুচিকিৎসা গুণে আহত সমূহ
রোগ মুক্ত হয় অতি সত্বর।
কে বলে ত্রিদিবে বসে ধন্বন্তরী?
মর্ত্ত্য ভূমে বেঁধে ব্রিটন ঈশ্বরী
রে'খেছেন স্বীয় মনোমত করি'
নিবারিতে রোগ ভীষণ তর

স্বয়ং মহারাণী, রাজ কন্যাগণ,
সহচরী সবে করিয়া বয়ন
দেন রোগিগণে স্বাস্থ্যের কারণ
পশমী দস্তানা প্রভৃতি কত;
প্রিন্স এল্বার্ট করুণা সাগর
পশমী পোষাক অতি মনোহর,
সুগন্ধ তামাক রোগী স্বাস্থ্যকর,
প্রেরিলেন সেনাপতি সহিত

হেন দয়াবতী হেন দয়াবান্
কে আছে জগতে করুণা নিদান
রাজ্ঞী রাজা যা'রা পুত্র সমজ্ঞান
করে প্রকৃতিরে সস্নেহ মনে?

চিকিৎসা আগারে পদার্পণ করি
আতুর নিকরে ব্রিটন ঈশ্বরী
দেখিতেন নিজে চারি দিকে ফিরি'
আশ্বাসি' মধুরাশ্বাস বচনে।

যে আশ্বাসে ভুলি' মরণ যাতনা
লভিত মুমূর্ষু ক্ষণিক সান্ত্বনা
পাশরিত রোগী রোগের ভাবনা
যেন দুঃখ হ'তে পাইল ত্রাণ;
শয্যোপরি বসি' করি অর্দ্ধোত্থান
শত ধন্যবাদ করিত প্রদান
হেরি' তাঁরে হ'ত হরষে অজ্ঞান
ভাষিয়া মধুর সুযশ গান।

ব্রিটন ঈশ্বরী ব্রিটিস্ জননী
শাসিছেন যিনি কটাক্ষে ধরণী
স্মরিয়া আপন বলী অনীকিনী
অতুল সাহস বল কীরতি
জয় পুরস্কার করি' বিতরণ,
বিজয় পদক অতি সুশোভন
উৎসাহিতে সেনা সেনাপতি জন
প্রকৃতি বৎসলা করিলা মতি।

ঘোষিত হইল বিতরণ ক্ষণ
আগ্রহে অগ্রত যায় সেনাগণ

গ্রহিতে রাজানুগ্রহ দত্ত ধন
কীর্ত্তি সমঙ্কিত মুদ্রা সুন্দর
যাহার নাহিক তিলেক শকতি
উঠিতে হাটিতে তবু অগ্রগতি
করিতে যে চায় সমুৎসুকমতি
উপজিল যান বাহন পর

মহারাজ্ঞী সহ পতি পুত্র কন্যা
নারী শিরোমণি ভূমণ্ডল মান্যা
যাঁর কৃপা দৃষ্টে এ ধরণী ধন্যা
শ্রীরূপা আসিলা ভাসি' প্রাঙ্গন
বিস্তৃত আচ্ছন্ন সুসভ্য নিকরে
বেষ্টিত বেষ্টনে রথী থরে থরে
রক্ষিছে চৌদিকে যারা অস্ত্র করে
যেমতি বিকুণ্ঠে লক্ষ্মী সদন,

পূর্ণ দেব বৃন্দে সুচারু দর্শন।
ব্রিটন ঈশ্বরী ফুল্ল ফুল্ল মন
গুণ পুরস্কার করিতে অর্পণ
মৃণাল পেলব করে আপনি
পদক সুন্দর ল'য়ে একে একে
রুস রণজয়ী প্রত্যেক সৈনিকে,
মৃদু সম্ভাষণে তুষিয়া তা' দিকে
দয়ার্দ্র হৃদয়ে কষ্ট হারিণী

দিলা, যথা পূর্বা রাম রঘুমণি
রক্ষ রণজয়ী প্রফুল্ল বাহিনী
নিকরে স্বকরে স্বর্ণ রত্ন মণি
মুক্তাহার আদি প্রসাদ চয়।
লভি' রাজ দত্ত দিব্য পুরস্কার,
আনন্দে উৎস হে সৈনিক সম্ভার
করিয়া আশীষ বচন প্রচার,
উচ্চরবে কয় "রাজ্ঞীর জয়"

"তোমার মঙ্গল করুন ঈশ্বর
দেখি নাই কভু হেন উচ্চতর
হৃদয় উচ্ছ্বাস ভব মুগ্ধ কর
পাসরিনু সবে শরীর ক্লেশ
তোমার মধুর সান্ত্বনা বচনে।"
দর্শক মণ্ডলী সজল নয়নে
স্তম্ভিত এ দৃশ্য মাধুর্য্য দর্শনে
দেয় সুখে ধন্যবাদ অশেষ

এই ভূমণ্ডলে রমণী মণ্ডল
সদয় হৃদয়া স্নেহ প্রীতি স্থল
পর দুঃখে যার বহে অশ্রুজল
আপনা পাসরি' পরেরে সেবে
হের হত সৈন্য শোক সন্দীপনে
ব্যথিত হৃদয়ে সজল লোচনে

ভাষিলা মৃদু লকরুণ বচনে
ব্রিটন ঈশ্বরী সৈনিক সবে।

"রক্ষিতে ব্রিটিস জাতীয় সম্মান
বহু সেনা মোর হারাইল প্রাণ
শুনি' হেন বার্ত্তা লুপ্ত হয় জ্ঞান
হৃদয় তাপিত শোক অনলে
প্রিন্স এলবার্ট সভাসদ গণ
মন্ত্রণা করিয়া কর নিরূপণ,
উদ্বৃত্ত সৈনিকে করিয়া প্রেরণ
বারহ ভোজন শস্ত্র সম্বলে;

হত শেষ যোদ্ধা নব অনুরাগে
উৎসাহিত চিত্তে অবারিত বেগে
যুঝিবে পুনশ্চ অরাতির আগে
স্থাপিবে রাখিবে জাতি সম্ভ্রম।"
প্রতিবাদ করি প্রথম আদেশ
সভাসদ কুল ভাবি' অবশেষ
মাল্টায় করিতে সেনা সন্নিবেশ
যতনে করিলা তদুপক্রম।

ক্রাইমিয়া সমরের শেষ ভাগ।

পুন রণ মদে মাতি' নিদাঘ আগমে
বিনাশিতে রুস বল
দুই জাতি দুই দল
চলিল সাহস ভরে নবীন উদ্যমে।

ছুটিল ইংরাজ সেনা রেদান* লক্ষিয়া।
ফ্রেঞ্চ সেনা সমবায়
মেলাকফ্† পানে ধায়
সম কালে অরি কুলে নাশিবে বলিয়া।

দু'নগর অবরোধে শঙ্কিত অরাতি
যুঝে অতি সাবধানে,
উভে সম কক্ষ রণে
বিপক্ষ বিজয়ে কেহ না পায় শকতি।

মৃগেন্দ্র মৃগেন্দ্র সনে যদি তুল্য বল
অপার্গ অভিভবে
তবু উভে বীর রবে
কাঁপায় মেদিনী, সিন্ধু, গিরি, রণস্থল।

---

* Redan. † Malakoff.

চমকে জগত তাহে গণি পরমাদ,
উভয়ের শক্তি হানি
তাহে মাত্র ফল জানি'
উভয়ে বিক্ষত দেহে ভোগে অবসাদ।

তেমতি হইল মাত্র প্রমাদ ঘটন
সেনাক্ষয়ে অনুদিন
উভপক্ষ বল হীন
রুধিরে প্লাবিতা ধরা অহো কি ভীষণ!

ক্ষতিগ্রস্ত রুস্ কিন্তু অটল সমরে,
সবল বৃটিস তথা
ফরাসিস্ হেরি বৃথা
বিজয় প্রয়াস, রহে অভিমান ভরে।

ব্যথিত হৃদয়ে বীর বৃটিস্ সেনানী
লর্ড রেগলান † বলী
ত্যজিলা মরত স্থলী
রাখিয়া অতুল শৌর্য্য যশের কাহিনী।

রুস সেনা মহাবলে হয়ে অগ্রসর
আক্রমিল যুক্ত সেনা
আনন্দে অধীর মনা
আবার ভীষণ ভাবে বাধিল সমর।

† Lord Raglan.

সেরনাজা † ক্ষেত্রে যুঝি অপার উৎসাহে
ফরাসী সাহস ভরে
পরাজিল অরাতিরে
সুবিষম জর্জ্জরিত রুস্ সেনা যাহে।

রণ ছাড়ি গেল রুস্ অতি অভিমানে;
জানি রুসে হীন বল
বলে বৃটনীয় দল
রেদান আক্রমে পুনঃ উৎসাহিত প্রাণে।

মেলাকফ্ * অবরোধে যতনে ফরাসী
আবার তুমুল রণ
বিশ্বভূমি বিকম্পন
আরম্ভিল ঘোরতর নর রাশি নাশী।

শূরনামে অভিহিত যে জাতি সাহসে
আয়োধন শিক্ষা ফলে
বিপুল ধরণী তলে
কভু কি সে জাতি ভ্রমে ত্রাসে অরি নাশে?

বিফলতা অভিমান দারুণ অনল
জ্বলিছে বীরের মনে
অরাতি রুধির বিনে
শমিবে কেমনে তাহা যাহা অতিবল।

---

† Schernaja. * Malakoff.

জগতে বিস্মিত করি ঘোষি' বীরপণা
সমতেজে বর্ষ কাল
যথা কালান্তের কাল
যুঝি' বীর দর্পে সহ ঘোর উত্তেজনা।

ত্যজি জীবনের মায়া ভুলিয়া সংসার
বরষিয়া অগ্নিরাশি
রণোল্লাস পরকাশি
সবলে নগর দ্বয় কৈল অধিকার।

গর্ব্বিত রুসীয় আজ সমর দুর্ব্বার
পে'ল রণ পরিচয়
ব্রিটন্ ফরাসী জয়,
ঘোষিল জগত করি যশের প্রচার।

যুক্ত সেনা বৃন্দ করে আনন্দ খ্যাপন
বীর রসে অট্টহাসে
নাচে গায় মহোল্লাসে
অরি প্রমথন ব্রত করি উদ্যাপন।

নাচে কি প্রমথ বৃন্দ মথি পুর পুর
জ্বালি বহ্নি বিশ্বগ্রাসী
পুরাসুর ভস্ম রাশি
মাখি' অঙ্গে রণ রঙ্গে সহ চন্দ্র চূড়।

যুদ্ধ জয়ে লণ্ডনে উৎসব।

তড়িত সংযোগে যবে ব্রিটনে প্রচার
হইল এ সুসংবাদ
ঈশে দিয়া ধন্যবাদ
লভিলেন মহারাণী আনন্দ অপার।

হরষিত মতি পতি সহ পুত্রগণ
সহ সভাসদ জন
সহ পুরবাসী গণ
ক্রেগ গোয়ানের * চূড়ে করি' আরোহণ

জ্বালিলা ইন্ধন রাশি দীপিয়া ভুবন,
এ আলোক বেষ্টি' সবে
চারি দিকে সমুৎসবে
যোগ দিল রাজ্যবাসী হরষ মগন।

বাজিল মোহন স্বরে মধুর বাঁশরী,
তোপ কুল-মন্দ্র নাদে
বিঘোষিল জয়াহ্লাদে
গভীর গরজে যেন বিজয়ী কেশরী।

---

* Craig. Gowan.

প্রফুল্ল যুবক বৃন্দ মধু পীয়ে সুখে ;
নাচে গায় সবে ; শেষে
রাজধানী পার্শ্বে এসে
উচ্চারে হরষ ধ্বনি হাসি মাখা মুখে।

অসুর বিজয়ে যেন পুরন্দর পুরে।
হরষে অমৃত পান
করি' সবে ধরে তান
দেব কুল সুখাকুল মোহি' সুরেশ্বরে।

রণপরিশিষ্ট ও সন্ধি।

নিয়তির গতি
জানিতে শকতি
মানব পে'য়েছে কবে ?
এই ধরা ধাম
কর্ম্ম ক্ষেত্র নাম
জানেনা কি সবে ভবে ?
দিনান্তে রজনী
উদে দিন মণি
রজনী হইলে অস্ত
কালের ভীষণ
চক্রে এ ভুবন
ঘূর্ণায়মান অনন্ত
অহো কি আশ্চর্য্য !
বেগ অনিবার্য্য !
জীব চরাচর লয়
দেখিয়া দেখেনা
বুঝিয়া বুঝেনা
তবু কর্ম্মে রত-হয়।

অখণ্ড বিষম
দুর্জ্জয় দুর্গম
প্রকৃতির এই রীতি,

কিবা যোগী যতি,
ভূমণ্ডল পতি,
কিবা দীন হীন অতি ;

কর্ত্তব্য বিমূঢ়,
নিবদ্ধ নিগূঢ়,
সে মোহিনী শক্তি জালে ;

কে খণ্ডাবে তাহা,
আহা মরি যাহা,
বিধাতা লিখেছে ভালে।

কতই উদ্যম,
কতই বিক্রম,
রুশীয়ান্‌ গণ করি'

রণ ঘোরতর
করিল বিস্তর
নাশিল আপন অরি।

ব্যাপি' বহুকাল
সমরের জাল
নিষ্ঠুর ধীবর সম

করি' প্রসারণ
নির্দ্দোষ জীবন
নরমীন অগণন

করিল নিহত,
করুণা রহিত
হইয়া, মাতিয়া গর্ব্বে।

কি লাভ হইবে
কি ফল ফলিবে
কিছু না ভাবিয়া পূর্ব্বে।

কত বা প্রবল
ইংলণ্ডের বল
হেরিয়া রুসীয় দল,

হইয়া হতাশ
ছাড়ে দুর্গবাস,
লভি অদৃষ্টের ফল ;

যেই মাত্র অরি
দুর্গ পরিহরি
হইল পশ্চাৎ গামী,

তুলিয়া বিজয়
পতাকা নিচয়
ব্রিটন সৈনিক স্বামী

ত্বরিত গমনে
সে দুর্গ ভবনে
কৈলা অধিকার হর্ষে,
প্রার্থিয়া ঈশ্বরে
সবে সম স্বরে
সে নাদ গগন স্পর্শে।

দূর হ'তে শুনি'
সে আনন্দ ধ্বনি
অধিকৃত দুর্গবাস
ক্ষোভে লজ্জাবান
হ'য়ে ম্রিয়মান
ছাড়ে রুস দীর্ঘশ্বাস।

যথা রক্ষ গণ
অতুল বিক্রম
রাম লক্ষ্মণেরে হেরি'
পাইল তরাস
সেইরূপ শ্বাস
উগাবিল মর্ম্মে মরি'

ক্রোধে ইতঃপর
চেষ্টিল বিস্তব
রুস, মান রাখিবারে৺

করিলু সমর
ক্ষুদ্র বাহুতর,
শক্তি নাই জিনিবারে।

উভে অবশেষে
বদ্ধ সন্ধি পাশে
হ'ল অস্ট্রিয়ার যোগে

যুদ্ধ বিরমিল
শান্তির অনিল
বহিল সুমৃদু বেগে।

এই হ'ল স্থির
সমর তরীর
রহিত হইল গতি;

অসিত সাগরে
প্রহরী নিকরে
রক্ষিবে নিরত মতি;

ডানূবের কুলে
প্রদেশ সকলে
রুসিয়ান্ অধ্যক্ষতা

আর না রহিল;
স্বাধীন হইল
ভূমি নদী তটগতা,

তুরস্ক নিবাসী
খৃশ্চানের রাশি
রক্ষণাবেক্ষণ ভার
সন্ধিকর্ত্তৃ গণ
করে সমর্পণ
সর্ব্ব মতে এই বার
হইল। আইল
শান্তি সুবিমল
নরমেধ প্রশমিল
সুখ রাশি ছুটে
সুদূরে নিকটে
মোহ-নিশা পোহাইল।

সিপাহি বিদ্রোহ।

(১)

যদবধি আর্য্য রাজ্য ভারতে স্থাপন
হইয়াছে, কত শত
রাজ বীর ধর্ম্ম রত
ক'রেছেন বাহুবলে ভারত শাসন ;
বিনাশি' দুরন্ত অরি
শিষ্টের পালন করি'
সার্থক লভিয়া নাম প্রকৃতি রঞ্জন
সসাগরা ক্ষিতি পতি ধরণী ভূষণ

(২)

পূর্ব্ব ভাগে ব্রহ্ম রাজ্য পশ্চিমে গান্ধার
দক্ষিণে সিংহল পুরী
উত্তরে কৈলাস গিরি
ভারত ব্যাপিয়া করি' সাম্রাজ্য বিস্তার,
ইন্দ্র সম পরাক্রমে
সূর্য্য বংশে ধরা ধামে
রে'খেছেন কীর্ত্তি রঘু ক্ষত্র কুল সার ;
পরাভূত পারসিক পদে লুটে যাঁর।

(৩)

সেই বংশ-অবতংস রাম অবতার
সবংশে বধিয়া রণে
লঙ্কাধীশ দশাননে
ধর্ম্মনিষ্ঠ বিভীষণে দিলা রাজ্য ভার।
যাঁহার শাসন গুণে
অদ্যাপি সুখ স্মরণে
'রাম রাজ্য' শব্দ খ্যাত ব্যাপিয়া সংসার;
কে করে রঞ্জিতে প্রজা পত্নী পরিহার।

(৪)

নৃপ কুল মণি যাঁর মহিমা অপার
কুরুবংশে যুধিষ্ঠির
স্থির অতি, ধর্ম্মধীর,
সুশাসনে ন্যায় বলে ভুবনে যাঁহার
বিখ্যাত অমর কীর্ত্তি
দয়াময় সৌম্য মূর্ত্তি,
করিতে ভূতলে ধর্ম্ম মাহাত্ম্য প্রচার,
ভারতে ভূপতি কেবা সমান তাঁহার?

(৫)

কিন্তু বল কোন রাজা ইংরাজ সমান
ন্যায় নিষ্ঠ সুশাসনে
শাসিতে দেশীয় গণে
সদা রত সাধিবারে প্রজার কল্যাণ,

নিরমি আয়স-পথ
চালায় বাষ্পীয় রথ,
তড়িত-সংযোগে করে সংবাদ প্রদান,
বিদারি' তটিনী বক্ষ বাহে বাষ্প যান ?

(৬)

হস্তে যাহা শত জনে করে সম্পাদন,
এক জনে যন্ত্রে তাহা
অবহেলে করে আহা।
কি সুগম করিয়াছে বুদ্ধি বিচক্ষণ।
সুতা কাটে, বুনে বস্ত্র,
কাষ্ঠ ফাড়ে, গড়ে অস্ত্র,
পুস্তক মুদ্রিত করে কিবা সুশোভন
কত কর্ম্ম সাধে কত কব অগণন।

(৭)

গতায়াত সুগমাশে ভারত যুড়িয়া
অগম্য গহ্বর পুরি',
ঘন বন কাটি পাড়ি',
তরঙ্গিণী হৃদে সেতু সুন্দর বান্ধিয়া,
কোথা মরুভূমি পশি'
ভেদিয়া বালুকা রাশি,
কোন স্থানে শিলোচ্চয় বক্ষ বিদারিয়া
কি সুবিধা করিয়াছে পথ নিরমিয়া ?

(৮)

অনুর্ব্বর ক্ষেত্র য ত্র আছিল যে স্থলে ;
সুকৌশলে সযতনে
খাল কাটি' সেইখানে
মাসেকের পরিশ্রমে ভাসায়েছে জলে।
ফলায়েছে নানা শস্য
মরি কি সুন্দর দৃশ্য।
হাসায়েছে মরুভূমে বৃক্ষে, ফুলে, ফলে,
এ দেরে দেবতা ভিন্ন মানব কেবলে ?

(৯)

কিবা কব সুশাসন গুণ পরিচয় ?
যেখানে যাবার নামে
দিবা ভাগে মধ্যযামে
ভীষণ দস্যুর ভয়ে কাঁপিত হৃদয়,
এখন নিশীথ কালে
অনায়াসে যাও চ'লে
একাকী না সঞ্চরিবে চিত্তে কোন ভয়,
গাইছে পথিক হর্ষে ব্রিটনের জয়।

(১০)

দেখহ নগর গ্রামে বিদ্যালয় কত
আচণ্ডাল প্রজাগণ
অল্প ব্যয়ে অধ্যয়ন
করি' অবহেলে লভে বিদ্যা মনোমত ;

পাইয়া উজ্জ্বল জ্ঞান
সার্থক করিছে প্রাণ;
কে হেন পেয়েছে রাজা প্রজা অভিমত
কায়মনবাক্যে সদা প্রজা হিতে রত ?

(১১)

প্রজা সুখ বিধানার্থে রেলবে বিস্তার,
দিব্য পথ নিরমাণ,
নদী যান সিন্ধু যান,
তড়িত বার্ত্তায় তথা সম্বাদ প্রচার,
প্রজার শরীর ধন
রক্ষিবারে সুশাসন;
অন্য তাহে মনোগত ভাব কিবা আর ?
যদি অন্য বিধ ভাবে ভ্রম সে তাহার।

(১২)

যদি কোন নরপতি হ'য়ে অত্যাচারী
হরিয়াছে প্রজাস্বত্ব,
অহঙ্কারে হ'য়ে মত্ত
পীড়া দিয়া বিনা দোষে ভাবী না বিচারি';
রক্ষিতে দুর্ব্বল জনে
ধরি' তীক্ষ্ণ প্রহরণে
শাসিয়াছে সে রাজারে ব্রিটিস কেশরী,
আপন সাম্রাজ্য ভুক্ত সেই রাজ্য করি;

(১৩)

মতি ভ্রমে গতি ভ্রম হয় সংঘটন
একবার ভ্রমার্ণবে
পড়িলে উদ্ধার কবে
পায় সে ? সন্দেহ গ্রাহে গ্রাসে যার মন ?
যুক্তির হিল্লোল মালা
আঁখি পরে করে খেলা ;
হেরেনা সে ; ভাবে তারে ছল-প্রভঞ্জন
প্রচলিত-বীচি রাশি বিশ্ব-প্রমথন।

(১৪)

ভারত রাজন্য মনে ভ্রমের সঞ্চার
এইরূপে উপজিল
সবে মনে আতঙ্কিল
কার রাজ্য থাকে যায় কি স্থিরতা তার ?
সংক্রামক রোগসম
প্রসারিল সেই ভ্রম
সিপাহি সৈনিক মাঝে বৃহৎ আকার
দারুণ দুর্জ্জয় যেন সংশয়াবতার।

(১৫)

কুক্ষণে বন্দুক টোঁটা কাটার রটনা
করিঃ ভয় দ্বিগুণিত
সৈন্যগণে বিচলিত
সেই কালে ঘটা'ল বিষম বিড়ম্বনা

দন্তে গো-শূকর বসা
স্পর্শে জাতি ধর্ম্ম নাশ।
প্রগাঢ় করিল আর (ও) আশঙ্কা ধারণা
ভক্তি স্থলে উপজিল ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, ঘৃণা।

(১৬)

ভাবিল ভারত ধর্ম্ম, রাজ্য ধন, মান
নাশিতে ব্রিটিসগণ
করিয়াছে দৃঢ় পণ
সূত্রপাত মাত্র তার রেলাদি নির্ম্মাণ।
হিন্দু মুসল্মানে আর
করিবেক একাকার
বস দিয়া জাতি নাশি' সকলে সমান ;
করিবেক পরিশেষে আমূল খৃশ্চান।

(১৭)

মুসল্মান রাজ্যে এই প্রথা বহু স্থলে
সাক্ষ্য দেয় সম্ভাবনা
আছে, তাই এ ধারণা
বদ্ধমূল হৈল মনে অতি-অবহেলে
সত্য মিথ্যা না ভাবিল,
শঙ্কা মাত্রে মত্ত হ'ল,
উত্তেজিত হৃদয়েতে "ধর্ম্ম গেল" ব'লে।

(১৮)

তুষানল সম সেই অসন্তোষানল
অন্তর দহিতে ছিল
ধীরে ধীরে হীনবল,
বসা বসা নিক্ষেপে তা' হইল প্রবল ;
দহিতে স্বদেহ প্রাণে,
দহিতে হিতৈষী জনে,
দহিতে জনম ভূমি, যেন কালানল
ছাইল, ধরিত্রী, নদী, গিরি, ব্যোমতল।

(১৯)

যে শস্ত্র ধরেছে করে বিপক্ষ ধ্বংসিতে
সংপ্রতি দুর্ব্বুদ্ধি বশে
বদ্ধ হয়ে ভ্রম পাশে
সেই অস্ত্র ফিরাইল ইংরাজ বধিতে।
যে শিক্ষক বহুদিনে
শিখায়েছে সযতনে
সু কৌশলে আগ্নেয় স্ত্র সঙ্গীন ধরিতে,
উদ্যত দক্ষিণা দানে সে গুরু নাশিতে।

(২০)

প্রথমে বারাকপুরে শক্তি'জাতি নাশ
যতেক সিপাহীগণ
ভয়ে চিত্ত উচাটন
অনুভবি' নিদারুণ ধর্ম্ম-নাশ-ত্রাস,"

মন্ত্রি'সবে পরস্পর,
না লভি' উপায়ান্তর
জ্বালিল বিদ্রোহানল হইয়া হতাশ ;
প্রাণ দানে করি' ধর্ম্ম রক্ষার প্রয়াস।

(২১)

বুঝি' ভাব হিয়াসে' সুদক্ষ সেনাপতি
বসা টোটা ব্যবহার
নিষেধাজ্ঞা সুপ্রচার
করিলা হইল সদ্য বিদ্রোহ বিরতি।
ম্যেজেস্ত্ পেপার যত
সব বসা কলঙ্কিত
পুন এই রটনায় সবে ভীত অতি ;
বুঝা'য়ে সকলে শান্ত কৈলা মহামতি।

(২২)

অন্তরে সন্দেহ ভাব রহিল গোপনে,
কর্ণে কর্ণে সে সংশয়
প্রসরিল দেশময়
ব'রম্পুরে প্রসরে প্রেরিত সেনা সনে।
সেথা শুনি এঘটন-
সকল সিপাহিগণ
জ্বালিল বিদ্রোহানল হঠাৎ জ্বলনে,
শুনি' সেনাপতি অতি কুপিলেন মনে,

(২৩)

উদ্যমিলা সর্ব্বজনে করিতে নিধন ;
কিন্তু বুঝি' বিবরণ
কৈলা ক্রোধ সম্বরণ ;
বিরত সিপাহী ক্ষুন্ন হইল তৎক্ষণ ;
সবে কিন্তু এই দে'খে
দণ্ডিয়া নিরস্ত্র বেশে
সৈন্য শ্রেণী হ'তে কৈলা চির নিষ্কাশন ;
ইথে পূর্ব্ব জনরব লভে প্রসারণ।

(২৪)

জ্বলন্ত পাবক শিখা সমা জন শ্রুতি
চারিদিকে প্রসারিল
আম্বেলা অযোধ্যাস্থল
বিদ্রোহী হইল। তবে ভাষে সেনাপতি
সৌজন্য পুরিত রবে
একত্রে আনিয়া সবে,
"কেন মত্ত সৈন্য গণ। কেন ভীত মতি ?
কি লভিবে ব্রিটিস নাশিয়া তব জাতি ?

(২৫)

ছাড় বিপরীত বুদ্ধি শুন হিত বাণী
কেন জ্বাল রণানল
না ভাবিয়া ভাবী ফল
ছাড়ি' রাজভক্তি কেন দুর্ম্মতি এমনি ?

ছাড় বৃথা মনোভ্রান্তি
কেন দেশে সুখ শান্তি
উচ্ছেদ করিবি তোরা কার কথা শুনি ?
ভ্রান্তির অনিলে কেন উড়াবি মেদিনী ?

(২৬)

কেন বা উদ্যম বৃথা হারাইতে প্রাণ
এ কুক্রিয়া সমাধানে
বৃথা প্রাণ দানাদানে
কে করিবে সহায়তা রাক্ষস সমান ?
রক্ষক ইংরাজ গণে
কে নাশিতে যাবে রণে,
কাহার পৈশাচ ভাব এত বলবান ?
বুঝে ক্ষান্ত হও রাখ জীবন সম্মান।"

(২৭)

শুনি' সেনাপতি বাণী সৈন্য সব বায়
জানাইল শান্ত ভাব,
জাতি প্রথার প্রভাব
কেমনে বর্জ্জিবে সবে যতনে বুঝায়,
সবে ভাবে সে ভাবনা
কিন্তু হায় বিড়ম্বনা !
রহে ছন্ন ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নি রাশি প্রায়
সে ভাব সৈনিক হৃদে ভরা আশঙ্কায়।

(২৮)

প্রচারিলে টোটা কাটা আজ্ঞা সেনাবাসে
সেনা পঞ্চাশীতি জন
দণ্ড পায় নির্ব্বাসন।
হেরিয়া মিরাটে সেনা ক্ষিপ্ত প্রায় রোষে
যেন অগ্নি ঘৃত যো'গে
বিদ্রোহাগ্নি জ্বলে বেগে ;
সমগ্র ব্রিটিস নাশ পরস্পর ঘোষে
দম্ভে করি বীর দর্প কৃপাণ নির্ঘোষে।

(২৯)

দণ্ড হেরি' না হইল ভয়ের সঞ্চার ;
দৃষ্টান্তে বর্দ্ধিত ক্রোধ
করি' বুদ্ধি গতি রোধ
করিল নিষ্ঠুরতর হৃদয় সবার।
ভুলে সবে কার্য্য জ্ঞা'ন
তুচ্ছ ভাবি' নিজ প্রাণ,
জাতি ধর্ম্ম রক্ষিবারে করি' মতি সার,
সাজিল নির্ভয়ে করি' বিদ্রোহ প্রচার।

(৩০)

পুনঃ সেনাপতি সবে হিত বুঝাইল
"টোটায় নাহিক বসা
বৃথা এ সমর আশা
ছাড়, কেন ঘটাইবে এই অকুশল

মাতৃভূমি কলঙ্কিয়া,
কৃতঘ্নতা প্রকাশিয়া,
কি লাভ করিবে দৃপ্ত সৈনিক সকল।
ক্ষান্ত হও প্রাণ র খ ছাড় পশু বল।"

(৩১)

স্রোতঃস্বতী নীর যথা ধায় নিম্ন মুখে
কোন বাধা নাহি মানে
চলে সাগরের পানে;
কার সাধ্য সে দারুণ বেগে ধ'রে রাখে?
বর্ব্বর সিপাহী যত
মনোবেগে সেইমত
না শুনি' সে হিত কথা চলে চারিদিকে
করিবারে আক্রমণ প্রভু অভিমুখে।

(৩২)

ক্রোধে অন্ধ, নাহি যার হিতাহিত জ্ঞান;
মিত্রজনে শত্রু বুদ্ধি,
কেবল কুকার্য্য সিদ্ধি
ইষ্টমাত্র দুর্ম্মতির; নাহি অন্য ধ্যান,
বিদ্বেষ চালক যন্ত্র,
গুরুচ্ছেদ মূল মন্ত্র,
মহতী জিঘাংসা বলে সদা নীয়মান;
সে রাক্ষসে কেবা দিবে মানব আখ্যান?

(৩৩)

অবাধ্য সিপাহী কুল প্রথম উদ্যম
ছাড়িয়া জীবন আশ
মিরাট সৈনিকাবাস
ঘোর রবে আক্রমিল ভীষণ বিক্রম,
অতি উচ্ছৃঙ্খল ভাবে
নাশিল ইংরাজ সবে,
হেন অকৃতজ্ঞ কেবা আছে ধরাধামে!
কলঙ্ক রাখিল পুণ্য ভারতের নামে।

(৩৪)

মানসে প্রতিজ্ঞা করি' কার্য্য সাধিবারে
যতেক উদ্ধত মন
সিপাহী সৈনিকগণ
এক মত হ'য়ে সবে ইংরাজ সংহারে,
যুবক, বালক, বৃদ্ধ,
কি দরিদ্র, কি সমৃদ্ধ,
শ্বেতকায়-সমবায় নাশি' সমাহারে
তর্পিতে-পৈশাচী তৃষা ব্রিটিস-রুধিরে।

(৩৫)

দারুণ পাশব রোষ ঘোর দুর্নিবার!
ব্রিটিশ রমণী গণে
অবাধে বধিল প্রাণে;
দুগ্ধ পোষা শিশু নাহি পাইল নিস্তার;

দেখিল খৃষ্টান যত
সকলে করিল হত,
খৃষ্টান হনন পণ হৃদে করি' সার,
মত্ত ভাবে মহাহবে করে মার মার।

(৩৬)

উদ্ধত সন্দিগ্ধ চিত্ত বাজনা সবল
এ বার্ত্তা গোপনে জানি'
শুভ যোগ অনুমানি'
যোগ দিলা সেই সনে সহ নিজবল,
ভাবিলা ভারত হ'তে
ইংরাজেরে তাড়াইতে
পারিলে, ভারতে মোরা হইব প্রবল,
লভিব সে বল যাহা এবে টলমল।

(৩৭)

মিরাটে ইংরাজ কুলে বধিয়া বিদ্রোহী
দল বল সহ আসি'
সদর্পে দিল্লীতে পশি,
"দীন্ দীন্ দীন্" রবে পাষণ্ড সিপাহী
প্রভু হত্যা আচরণ
মনে মনে করি পণ
ইংরাজ শোণিতে তরবারি অবগাহি,'
ভাবিল পাইল যেন দিল্লীর পাৎসাহী।

(৩৮)

নগর নিবাসী তথা সিপাহীর কুল
আগত বিদ্রোহি সঙ্গে
মত্ত হ'ল রণ রঙ্গে
সমগ্র খৃষ্টান্ কুল করিতে নির্ম্মূল,
রাজা করি' একজনে
বসাইতে সিংহাসনে
দিল্লীর, করিল স্থির সমর তুমুল
করি' উপার্জ্জিতে রাজ্য ভারত বিপুল।

(৩৯)

অসম্ভব আশা হৃদে পায় পরিসর,
করে যত নিষ্ঠুরতা,
দূরে যায় মনুষ্যতা,
পশুভাব মনে তত হয় দৃঢ়তর,
'দীন্ দীন্' রব তুলি'
কাঁপা'য়ে নগর স্থলী
বিনাশে আবাল্য বৃদ্ধ ব্রিটিস নিকর
কলুষিয়া মাতৃভূমি অবনি অম্বর।

(৪০)

দিল্লীর ইংরাজ যবে বুঝিল নিশ্চয়
আত্মরক্ষা অসম্ভব,
দহিল অনলে সব
রণোপকরণে অগ্নি জ্বালায়ে' দুর্জ্জয়,

আত্ম পর বিনাশিল,
সিপাহীর নির্ম্মূলিল
সে উপকরণে যুদ্ধ চালন আশয়।
হের। স্বার্থ প্রাণত্যাগ কীর্ত্তি চিরাক্ষয়।

(৪১)

মিরাট দিল্লীর বার্ত্তা জানি বহুস্থলে
জ্বালিল বিদ্রোহানল,
দহিল ইংরাজ বল,
দলিল ইংরাজ বৃদ্ধ বালক সকলে,
ভগ্ন কৈল কারাগার,
লুঠে নিল কোষাগার,
[redacted] লাভে হ'য়ে মত্ত রাজ্যান্তরে চলে;
অকার্য্য কি তার বলী যে পৈশাচ বলে।

(৪২)

বিদ্রোহী সিপাহী সহ বিঠুরাধিপতি
কাণপুর আক্রমিলা,
প্রকাশিলা জয়লীলা,
চিরমিত্র ব্রিটিসের সাজিয়া অরাতি;
ভারতের নানা স্থানে
খ্যাত "নানা" সমাখ্যানে
এই ভূপ কালরূপ মহাহবে কৃতী,
যার হাতে অরিকুল নাপায় নিষ্কৃতি।

(৪৩)

চির মিত্র নৃপের বিচিত্র ব্যবহার
হেরি উৎকণ্ঠিত মন,
বিস্মিত ইংরাজগণ
নানা মতে "নানা" রে বুঝাল সবিস্তার।
তথাপি সকলি বৃথা,
না মানিল কোন কথা
আবাল বনিতা বৃদ্ধে করিল সংহার,
উড়া'ল কলঙ্ক ধ্বজা ক্ষত্র কুলাঙ্গার।

(৪৪)

অঙ্গীকারি' হত শেষ গণের উদ্ধার
উঠাইয়া তরী'পরে
স্ত্রী পুরুষ এক ক'রে
প্রয়াগ প্রয়াণ বার্ত্তা করিয়া প্রচার
নিরাশ্রয়ে নদীজলে
ল'য়ে তরী কুতূহলে
গোলানলে সংহারিল সবে দুরাচার,
প্রচারি' রাক্ষসী কীর্ত্তি রাক্ষসাবতার।

(৪৫)

অযোধ্যায় বিদ্রোহিলে সিপাহীর গণ
সেনাপতি সর্ব্ব জনে
দূর কৈলা সযতনে
সুবিক্রমে আশা করি' শান্তি সংস্থাপন।

মিরাট বিদ্রোহী গণে
সফল হেরি' নয়নে
দিল্লী অভিমুখে তারা ত্বরিত গমন
চলে "দীন্ দীন্" রবে পূরিয়া গগন।

(৪৬)

কিন্তু উত্তেজিত মনে রাজ্য বাসীচয়
বহুসংখ্য এক যোগে
বেষ্টি' বলে চতুর্দ্দিগে
অযোধ্যা লক্ষ্মৌয়ে যত ইংরাজ আশ্রয়
অতুল বাহুর বল
দেখা'য়ে ইংরাজ দল
রক্ষিল আশ্রয় স্থল কেশরী হৃদয়,
জগতে তুলনা দিতে কে হেন নির্ভয়?

(৪৭)

পঞ্জাবে লরেন্স বীর খ্যাত বিচক্ষণ
যতেক বিদ্রোহী জনে
নিরস্ত্র করি' তৎক্ষণে
করিলা বিদ্রোহ বীজ-মূল উৎপাটন।
খা'লসা সৈনিক গণে
সংগ্রহিয়া শিখ সনে
মিলাইয়া দিল্লীমুখে করিলা প্রেরণ,
করিতে নিরুদ্ধ-কুল-উদ্ধার-সাধন।

(৪৮)

বম্বাই মান্দ্রাজে তথা সিংহলে লিখিয়া
ভাইস্‌রয় মহোদয়
আনাইলা সেনাচয়
আনাইলা সিঙ্গাপুরে দূত পাঠাইয়া
চীনগামী সৈন্যদলে,
রোধিয়া বিদ্রোহ স্থলে,
নিয়োজিলা মতিমান্ কার্য্য বিচারিয়া,
রাজভক্ত জন-মনে আশা সঞ্চারিয়া।

(৪৯)

কাণ্‌পুরে "নানা" র জানি' নৃশংসাচরণ
পারস্যে সমর দক্ষ
হেব্‌লক্ সেনাধ্যক্ষ
বলবন্ত সেনাসহ কৈলা আগমন।
"নানা" র সৈনিকগণে
ঘোর অগ্নি প্রহরণে
সুবিধ্বস্ত, পরাজিত, মারণ, তাড়ন
করিলেন বলী বীর শত্রু নিসূদন।

(৫০)

জানি' "নানা" ক্রোধে দুঃখে রাক্ষসের প্রায়
দ্বিগুণ জিঘাংসাবশে
গর্জ্জিয়া দারুণ রোষে
নিপাতিলা,হত শেষ যত শ্বেতকায় ;

নরমেধ মহাযাগে
পূর্ণাহুতি অনুরাগে
দিলেন, অদ্ভুত কীর্ত্তি প্রসারি' ধরায়।
কি পৈশাচ বীরভাব দেখাইলা হায়!

(৫১)

পর দিন তুমুল সমরে মহামতি
আসিলেন ভয়াবহ
দৃঢ় সৈন্য বল সহ,
হেব্‌লক্ যুঝিবারে "নানা" র সংহতি;
বহুক্ষণ সম রণে
ক্লিষ্ট শ্রান্ত দুই জনে,
পরিশেষে জয় লক্ষ্মী হ'য়ে দয়াবতী
বরিলা হেব্‌লকে, শান্তি লভে বসুমতী।

(৫২)

পলাইলা "নানা," যবে হ'ল পরাজয়।
হেব্‌লক নগর স্থলে
পশি' ভাসি নেত্র জলে
হেরিলেন হতভাগ্য ইংরেজ শবচয়,
বিদ্যমান চিহ্ন শবে
যে নির্দ্দয় পশু ভাবে
বধিয়াছে স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ সমুচ্চয়
মর্ম্ম পীড়া নিদারুণ লভে মহোদয়।

(৫৩)

কোন শব শকুনি করিছে টানা টানি,
শৃগাল চীৎকারে তারে
তাড়াইয়া দেয় দূরে,
কুক্কুর শৃগালে পুন তাড়ায় তখনি,
কবলে কবলে গিলে
শব মাংস কুতূহলে,
রাশি রাশি উদর পূরিয়া ভাগ্যমানি'
কিবা বিধাতার সৃষ্টি না বুঝি না জানি।

(৫৪)

ভুক্ত মাংস উগারিয়া খায় পুনরায়।
অহো কি বিকট দৃশ্য।
এই হেতু কি অস্পৃশ্য
আর্য্য শাস্ত্রে শব ভোজী জীব সমবায় ?
উগারি' উগারি' খায়,
উগারিয়া পুনরায়
পূতি গন্ধে মাংস রাশি খায় উভরায়,
অতি উপাদেয় যেন অমৃতের প্রায়।

(৫৫)

যেখানে দেখিবে, দেখ শব রাশি রাশি
কূপে শব গৃহে শব,
উদ্যান প্রাঙ্গন সব
শবে ভরা নগর, দুর্গন্ধে পূরা দিশি ;

শবাশেন মহোৎসব,
শবাশ-উৎকট-রব
বধিরিছে শ্রবণে, শবের প্রায় বসি'
ভীষণ শ্মশান লীলা হের দিবানিশি।

(৫৬)

পঞ্জাব-আগত খাল্‌সা সেনা সহকারে
নিকল্‌সন্ হড্‌সন
করি' মহা আয়োধন
অগ্রসরি' দিল্লী পথে মহা আড়ম্বরে,
বহু যুদ্ধে জয় করি'
সিপাহী দুরন্ত অরি
ছয়দিন অববোধি দিল্লীব নগরে
উড়া'লা ব্রিটিস ধ্বজা পুন সৌধ'শিরে।

(৫৭)

প্রবেশি নগর মাঝে স্ববল সহিত
সম্রাটের দুই সুতে
বধিলা বন্দুকাঘাতে
হড্‌সন, সম্রাটে বন্দী করিলা ত্বরিত।
পলা'ল বিদ্রোহী দল
দিল্লীতে বিদ্রোহানল
শমিল। উদ্বেগ হীন প্রজা ভক্তি-চিত্ত
পুন ব্রিটিসের বল হ'ল সুবিদিত।

(৫৮)

কাণপুর উদ্ধারিয়া মাতি' জয়োল্লাসে
হেরক উট্রাম বীর-
সহ মিলি মতি ধীর
বহু সেনা সহ লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের আশে
চলিলা জাহ্নবী পারে
উপজি' নগর ধারে
ঘোর রণে হ'য়ে রত বিপক্ষ বিনাশে
উদ্ধারি' স্থাপিলা বীর কীর্ত্তি ইতিহাসে।

(৫৯)

লক্ষ্ণৌয়ের দৃশ্য হেরি' কঠিন হৃদয়
বীর সেনা দ্রবচিত
বিস্মরি' সৈনিকে চিত
নিয়ম-আবলী, তথা সম্ভ্রম, বিনয়
স্নেহ বিমোহিত মনে
শেষ বাল বালাগণে
চুম্বিতে লাগিল স্নেহ মত্ত অতিশয়,
নারী গণে করে ধরি' অ শা-ভাষা কয়।

(৬০)

পাষাণ হৃদয়ে জাগে স্নেহ সুধাময়;
রেসিডেন্সি উদ্ধারিয়া
সর্ব্ব জনে আদরিয়া
ধন্যবাদে জগদীশে, কিবা ভাবোদয়।

কিন্তু অরাতির গণ
বলবান অগণন
আক্রমি' রহিল বলে নিষ্ঠুর হৃদয়
ন দমিল, না শমিল, লভি' পরাজয়।

(৬১)

সৈন্যাধ্যক্ষ হ'যে উটরাম মহাবীর
শত্রু বলে পরিবৃত
রহিয়া নির্ভয় চিত
রেসিডেন্সি রক্ষা পণ মনে করি' স্থির
অসংখ্য বিপক্ষ সহ
যুঝিলেন অহরহ
রাখিলা অতুল কীর্ত্তি আয়োধন ধীর,
বোধিয়া প্রচণ্ড রণে শক্তি অরাতির।

(৬২)

ভয়ঙ্করী বার্ত্তা যবে লঙ্ঘিয়া সাগর
পরশে রাজ্ঞীর শ্রুতি,
কারুণ্য চঞ্চল মতি
সার্ কলিন্ কেম্প্‌ল বলে করিতে সমর
পাঠাইলা পরদিনে,
শাসিতে বিদ্রোহী জনে
বিষাদ নিমগ্ন মনে পে'য়ে দুঃখ ভর;
রক্ষিতে ভারত ক্ষেত্রে প্রকৃতি নিকর।

(৭৩)

আসিয়া ভারত ভূমি অতি সাবধানে
সমাপি' সমরোদ্যোগ
সহোৎসাহ-মনোযোগ
আক্রমে সেকেন্দ্রাবাদ বিপু শ্রেয় স্থানে;
পরাভবি' শত্রু পক্ষ,
বিদারি' তাদের বক্ষ
নিতান্ত নির্দ্দয় মনে শাণিত সঙ্গীনে,
সমূলে নির্ম্মূলি' যত সিপাহীর গণে।

(৭৪)

জয় লাভে তুষ্ট অতি ব্রিটিস নিকর,
রাজ্ঞী সুপ্রসন্ন মতি
প্রকাশি' সহানুভূতি
পত্র দানে উৎসাহিলা সেনানী অন্তর।
এ দিকে সেনানী চলে
সদলে কাণপুর স্থলে
যেখানে সিপাহী কুল করিতে সমর
সমবেত নেতা যার "নানা" বীরবর।

(৭৫)

বীর "নানা" আক্রমিয়া ব্রিটিসের গড়
অসংখ্য বিদ্রোহী দলে
উপস্থিত দ্বার স্থলে
আছে সেনা ব্যাপ্ত করি' সমগ্র নগর।

পরাভবি' এই সবে
অতুল কীর্ত্তি ভবে
রাখিলা ব্রিটিস বীর প্রবল প্রখর ;
"নানা" র নির্ম্মূলি' দেশ-বিষ তরুবর।

(৬৬)

গোয়ালিয়া সৈন্যকুল বিদ্রোহী হইল,
সিন্দিয়া সুবিচক্ষণ
রহিলেন দৃঢ়পণ,
বিদ্রোহে না দিল যোগ, সিপাহী ধাইল
গ্রাসিতে রাজত্ব তাঁর
মহা শব্দে মার মার
করি তাঁরে বধিবারে উদ্যম করিল ;
গোরা পুরাশ্রয়ে তাঁর জীবন বাঁচিল।

(৬৭)

বহু দুর্গ হস্তগত করি' আপনার
তাঁতিয়া টোপির সনে
তাহারই উত্তেজনে
কাণপুর অভিমুখে চলে অনিবার।
কিন্তু হ'য়ে পরাজিত,
ছিন্ন, ভিন্ন, বিতাড়িত
হইল কাণপুর হ'তে ; কিন্তু তাঁতিয়ার
না হ'ল শত্রুতা শান্তি শেষ দুরাশার।

(৬৮)

ঝান্সী রাজ্ঞী লক্ষ্মী বাই সহিত মিলিয়া

সার হিউরোজ সনে

যুঝি' মহা আয়োধনে

লভি' পরাজয় পুন গোয়ালিয়া গিয়া,

সিন্ধিয়ার দুর্গযত

করিলেন হস্তগত

প্রস্তুত রহিলা রণে সেনা সংগ্রহিয়া

অগ্নি প্রহবণ আদি সজ্জিত রাখিয়া

(৬৯)

সার হিউরোজ তথা ত্বরিত গমনে,

সহ সেনা অগণন

চলিলা করিতে রণ

আক্রমিলা শত্রু দুর্গ জয় লাভ পণে,

বিনাশিয়া শত্রু রাশি

বাহু বল পরকাশি'

শমিলা বিদ্রোহানল শান্তি বারি দানে

অ শ্বাসি' উদ্বিগ্ন মতি ভারতীয় গণে।

(৭০)

ঝাঁন্সী রাজ্ঞী, লক্ষ্মী বাই অমিত সাহসে,

শাণিত কৃপাণ করে,

চড়ি' অশ্ব পৃষ্ঠ'পরে,

পরি' বর্ম্ম পরিচ্ছদ পুরুষের বেশে

সার হিউরোজ সনে,
জয় লভি' বহুরণে
জগত স্তম্ভিয়া নিজ বিক্রম সাহসে,
ভারত-রমণী-শৌর্য্য বুঝা'য়ে পুরুষে,

(৭১)

জ্বলন্ত গোলার বৃষ্টি করি' তুচ্ছ জ্ঞান
সুবিশ্বস্ত, সুনির্ভয়,
সুবাধ্য সৈনিক চয়
ল'য়ে সঙ্গে, রণ রঙ্গে আস্ফালি' কৃপাণ;
অনেকে ইংরাজ সেনা
বিনাশিয়া, দৃঢ়মনা
সম্মুখ সংগ্রামে যাঁরা ত্যজিলেন প্রাণ;
বীরত্বে হিউরোজ যাঁরে করেন সম্মান।

(৭২)

পরাজিত তাঁতিয়া যখন রণ ছাড়ে
ষট্ সহস্র পরিমিত
সঙ্গে সৈন্য সুসজ্জিত;
কার সাধ্য তাঁর গতি সহজে নিবারে।
ব্রিগেডের নিাপয়ার
সাহসে সম্মুখে তাঁর
ছয় শত মাত্র অশ্বারোহী সহকারে,
গিয়া রণে পরাজিলা সৈন্য সমাহারে।

(৭৩)

ভাঁতিয়া ভ্রমিয়া বহু পর্ব্বত কানন
গোপনাশে ছদ্ম বেশে
ধরা প'ড়ে পরিশেষে
প্রাণদণ্ড দণ্ড পায় পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
রাজ দ্রোহ বিরমিল,
শান্তি স্রোত প্রবাহিল,
প্লাবিয়া ভারত ভূমি গিরি নদী বন
রাজ-ভক্ত প্রজা সুখে করে সন্তরণ

স্বহস্তে ভারতের ভার গ্রহণ।

(১)

বিদ্রোহী গণের স্মরি' নিষ্ঠুর-আচার
ভুলিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম
ভুলিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম
উন্মত্ত ইংরাজ কুল, করিতে সংহার
সমস্ত ভারত জনে
যাহারা বিদ্রোহি সনে
কোন মতে সম্মিলিত, না করি বিচার
অবাধে বধিতে সবে ধরি তরবার;

(২)

পরন্তু করুণাময়ী প্রকৃতি জননী
না করিলা অনুমতি
বধিতে সমগ্র জাতি
অবিচারে, শুনি' রুষ্ট-ইংরাজের বাণী
অতি অপরাধী বিনা
কৈলা সকলে মার্জ্জনা,
ক্ষমা প্রাপ্ত মুখে ছুটে আনন্দের ধ্বনি
মহামতি কেনিংএর সহস্র বাখানি'।

(৩)

ভারতের রাজ্য ভার ল'য়ে নিজ করে
পণ পত্র বিঘোষণে
তুষিলেন সর্ব্ব জনে,
কি আর্য্য, যবন, শিখ, খৃশ্চান-সব বে
"যার ধর্ম্মে যে নিয়ম
কোন তার ব্যতিক্রম
না করিব হস্ত ক্ষেপি' ব্যথিয়া অন্তরে।"
এই মর্ম্ম প্রকাশিয় সবার গোচরে।

(৪)

বিঘোষিলা এ ঘোষণা নগরে নগরে
শুনিয়া মৌলবী চয়
মস্‌জিদেতে সিন্নি দেয়
"রাণী কি জিন্দেগী বাড়ে" মানায় আল্লারে
সভ্রমে, ব্রাহ্মণাবলি
ঊর্দ্ধে উপবীত তুলি
"রাজ্ঞী, জীব" উচ্চারিয়া ভাসে নেত্র নীরে
ঢালে দুগ্ধ গঙ্গাজল বিশ্বেশ্বর শিরে।

(৫)

বৃদ্ধ কান্দে আনন্দে অধীর মন প্রাণে,
যুবক উদ্দাম হাসে
মনোভাব পরকাশে,
যুবতীর মুখ ভরা হুলুধ্বনি গানে,

বালক বালিকা মিলি
হর্ষে দেয় কর তালি,
চতুর্দ্দিকে রত সবে বিবিধ কল্যাণে,
ভক্তিমান্ ধ্যায় মনে কল্যাণ নিধানে।

(৬)

আর্য্যাবর্ত্ত ব্যাপি' আজ কি সুখ সঞ্চরে ?
যেখানে যাইবে সেথা
শুনিবে সর্ব্বের কথা
"রাজ্ঞী জীব" ক্ষেম ধ্বনি সকলে উচ্চারে
হত রাজ বিদ্রোহীর
আত্মীয় নয়নে নীর
মুছে পটে, অভিভূত শুভ শোক ভারে
"রাজ্ঞী জীব" বলে মুখে ধীর শান্ত স্বরে।

(৭)

দুর্দ্দান্ত সিপাহী কুল। কি লভিলি বল ?
বহু বহু মূল্যবান্
হরিলি ইংরাজ প্রাণ,
কেন দেশ তোলপাড় করিলি নিষ্ফল ?
হারালি আপন প্রাণ
হারালি জাতীয় মান
ভারত কলঙ্ক নাম লভিলি কেবল
কেন বা আত্মীয় নেত্রে প্রবাহিলি জল ?

(৮)

তোদের দুর্ব্বুদ্ধি বশে আর্য্যাবর্ত্ত ময়
কত প্রাণ হ'ল নষ্ট
স্মরিতে মানসে কষ্ট
অধর। বিদরে শোক তাপিত হৃদয়
হেরি' বিকাশিয়া নেত্র
সমগ্র ভারত ক্ষেত্র
শ্মশান, সর্ব্বতঃ শবস্তূপ দৃষ্ট হয়
নিদারুণ ঘৃণিত বীরতা পরিচয়।

মাতৃ বিয়োগ।

(১)

বিমূঢ় মানব তুমি কিসের লাগিয়া
ভু'লে আছ এসংসারে
কেবা তোরে বদ্ধ করে
বৃথা স্নেহে বত কেন আপন বলিয়া,

(২)

আপনা পাসরি' তুমি বল "আমি, আমি"
ভক্তি, প্রেম, স্নেহ কত
প্রকাশিছ অবিরত ;
কিন্তু কেবা তব পিতা, মাতা, জায়া, স্বামী,

(৩)

কেবা ভ্রাতা, কে ভগিনী, তনয়, তনয়া ?
যার লাগি দিবা নিশি
নিজ সুখ শান্তি নাশি'
অবিরাম কর কর্ম্ম বিমুগ্ধ হইয়া

(৪)

জান না কি মায়াময় সম্বন্ধ বিচার
আত্মার উৎপত্তি যথা
বিলীন হইবে তথা
মিলি মিশি জলে জল যথ একাকার ;

(৫)

সম্বন্ধ আধার এই জন্তুর শরীর
মায়াময় ভূতময়
শেষে ভূতে হবে লয়
চিহ্ন মাত্র না রহিবে কোলে ধরিত্রীর,

(৬)

জান না কি কাল ফাঁসে আবদ্ধ ভুবন
কাল সখা আধি ব্যাধি
দুঃখ তাপ নিরবধি
সংসার কানন মাঝে করিছে ভ্রমণ,

(৭)

নাহি মানে রাজা, রঙ্ক অজ্ঞান বা জ্ঞানী
নাহি মানে কালাকাল
প্রসারিয়া ভীম জাল
দুরন্ত কৃতান্ত সবে করে টানাটানি।

(৮)

কত আশা কত স্নেহ ধরিয়া জীবন
করে জীব চরাচর
এ ভুবনে নিরন্তর
কিন্তু ভীত, মনে দেখি' তব আচরণ ;

(৯)

কেন বা বিধাতা তোরে ক'রেছে সৃজন ?
তোর নিদারুণ কর্ম্ম

শুনিলে বিদরে মর্ম্ম
কাঁপে বুক কঁাপে প্রাণ রে কাল শমন।

(১০)

রূপ গুণ বয়ঃ লিঙ্গ না কর বিচার,
যবে হয় অভিমতি
ল'য়ে যাও স্ব বসতি
যারে, তারে অনিয়মে ছাড়া'য়ে সংসার।

(১১)

এইত নিয়ম তব মানব সংহারে
বিবিধ যন্ত্রণা দিয়া
দীর্ঘকাল ভুগাইয়া
সাধে এই কার্য্য তব রোগ সহচরে;

(১২)

কোমল হৃদয়া যাবা রে কাল কৃতান্ত
সহচর তব যত
কভু কি, বল নিরত
সে অবলা মহিলার করিতে প্রাণান্ত ?

(১৩)

তাই বে দুরন্ত কাল সম্রাজ্ঞী জননী
সুশিক্ষার বলে যা'র
স্নেহময়ী সুতা তাঁর
শাসিছেন ধর্ম্মে ধরা ইংলণ্ডের রাণী

(১৪)

শোকাতুরা দুঃখকাতরা রাজেন্দ্র মহিলা
কালগ্রাসে কবলিত
সবে তাঁর গুণান্বিত
কার্য্যাধ্যক্ষ সার জর্জ কুপার হইলা।

(১৫)

রোগিণী মলিনা তনু ক্ষীণ দিনে দিনে
জীর্ণ অস্থি চর্ম্ম সার
অবে কাল দুরাচার
তব দুষ্ট সখা রোগ দুষ্ট আচরণে

(১৬)

হইলেন যেই কালে, ইংলণ্ড ঈশ্বরী
নিরখিলা জরা জীর্ণা
শীর্ণা শরীর বিবর্ণা
স্বীয় জননীরে হায়। কত বা বিবরি'

(১৭)

বলিব সে দুঃখ তাঁর যাতে অশ্রুজল
গণ্ডস্থল ভিজাইল
রাজপুত্রে কাঁদাইল
কি পামর তোর কীর্ত্তি কতই প্রবল।

(১৮)

কাতরা হইয়া মাতৃ শয্যা পার্শ্বে রাণী
ঈশে চিত করি' রত

জানু দুটী ক'র নত
বসিয় অবশ প্রায় মাতৃ হস্ত খানি

(১৯)

চুম্বিয়া রাখিলা গণ্ড দেশে আপনার,
বড় কষ্টে ম ত তান
দে'খলেন একবান
স্নেহ অশ্রু পূর্ণ আঁখি করিয়া বিস্তার ;

(২০)

কিন্তু হিম অঙ্গ মুখে নাহি সরে স্বর,
স্নেহমাখা দৃষ্টি আর
স্নেহময় খা কথা ত র
দেখিব র শুনিবার স্পৃহা তীব্রতর ;

(২১)

আহা আর সেই জ্ঞান নাহিক মাতার
আসন্ন অবস্থ হেরি'
মর্ম্ম ভেদি ক্লেশকারী
বিদারিল সবেগে হৃদয় তনয়ার ।

(২২)

নিবারিতে কেনা পারে নাহিক সম্বরি'
রগ্ন গৃহ পরি হরি'
ধরা শূন্য প্রায় হেরি'
স্নেহ স্মরি' কমলাক্ষে বহে অশ্রু ঝরি ।

(২৩)

আগ্রহে ব্যগ্রতা সহ চিকিৎসক গণে
শোক বিকম্পিত স্বরে
অবগা হি নেত্র নীরে
জিজ্ঞাসিলা "কোন আশা আছে কি জীবনে?"

(২৪)

শুষ্ক মুখে বৈদ্যগণ ব্যথিত অন্তরে
উত্তরিলা "নাই আশা"
এই নিদারুণ ভাষা
শুনি নিরুৎসাহে রাজ্ঞী মনোবেগ ভরে

(২৫)

জননীর শয্যা পার্শ্বে জাগিয়া যামিনী
ধরি' নিজ কর যুগে
মাতৃ করে অনুরাগে
পাদ পীঠ' পরে বসি' যেন কাঙ্গালিনী

(২৬)

রহিলেন জ্ঞান হীনা পুত্তলিকা প্রায়,
এক দৃষ্টে একমনে
মুমূর্ষুর মুখপানে
চাহিয়া তিতিয়া মুহুঃ নয়ন ধারায়,

(২৭)

অবশ অবশতর ইন্দ্রিয় নিকর
হইতে লাগিল ক্রমে।

কাল নিশা অপগমে
দেহান্তের পূর্ব্ব চিহ্ন হ'ল স্পষ্টতর,

(২৮)

দিবাকর করজালে ভরিল ভুবন
পূর্ব্বাহ্ন সময়ে আসি'
কাল সর্ব্বভূত গ্রাসী
করিলেক রাজ মাতা জীবন হরণ।

(২৯)

প্রাণ শূন্য দেহ মাত্র পতিত শয্যায়
কাষ্ঠ-লোষ্ট্র সমদেখি
শোক বিচলিতা সখি,
দীন হীনা সম রাজ্ঞী ধরণী লুটায়

(৩০)

বাতাহতা-লতা প্রায় সন্তাপের ভরে
কান্দেন সমুচ্চস্বরে
নিতান্ত ব্যথিতান্তরে ;
কাঁদিতে কাঁদিতে পতি ধরিয়া সাদরে

(৩১)

কর যুগে অবলম্বি' তুলি সযতনে
বসাইয়া ক্রোড়ে ধরি
বিবিধ সান্ত্বনা করি'
মধুর বচন বলি স্নেহ সম্ভাষণে

(৩২)

তুষিলা সস্নেহে সহ অনুভূতি বেগে ;
প্রিয় পতি গত প্রাণা
রাজ্ঞী শোক ম্রিয়মানা
লভিলা আংশিক স্বস্তি শোক ভব রোগে।

(৩৩)

স্নেহময়ী জননীর অন্ত্যেষ্টি বিধান
সম্পাদনে ছয়জন
সৎকুল মহিলাগণ
শব স্কন্ধে শব ভূমে করিলা প্রয়াণ।

(৩৪)

তনয় তনয়াগণ সহ মহারাণী
নিতান্ত তাপিত চিত
ঈশে করি' সমাহিত
প্রার্থেন লভেন যেন সদ্গতি জননী,

(৩৫)

জননীর পবিত্রাত্মা শান্তি ক্রোড়ে যাহে
সদা ঈশ পদালগ্ন
পরাৎপর চিন্তামগ্ন ,
পরমেশ পদচারী ভাবে যাহে রহে।

(৩৬)

নিদারুণ শোক ভরে ব্যথিতা নিয়ত
ক্ষণেক লভেন ধৈর্য্য

পুন বেগ অনিবার্য্য
শোকোদ্ভব আক্রমিত করি' জর্জ্জরিত।

(৩৭)

শমিতে দারুণ জ্বলা সতত বল্লভ
যতিতেন প্রাণ পণে
প্রিয়া চিত্ত বিনোদনে
বাঁচা'তে হৃদয় ধন জগতে দুর্লভ।

(৩৮)

প্রিয় পতি সহচরী ইংলণ্ড ঈশ্বরী
আয়র্লণ্ডে বাল্মোরালে
কভু জলে কভু স্থলে
ভ্রমিলেন নানা স্থানে নানা যান'পরি ;

(৩৯)

কিন্তু সে হৃদয়, পটে সুগভীর শোকে,
অঙ্কিত গভীর তর
শোক চিহ্ন ক্লেশকর
না মুছিল সুশান্তি্যা সলিলের সেকে ;

(৪০)

যথা যথা দেখিতেন দৃশ্য মনোহর
তথায় প্রবল বেগে
শোক নব অনুরাগে
আক্রমিত চণ্ড বলে অবলা অন্তর।

(৪১)

জগদীশ চরণে যাঁহার রত মন

যাঁর প্রভু ন ম স্মরি'

নয়নে আনন্দ বারি

বহে, যার মন ধায় সদা নিরঞ্জন,

(৪২)

কায় মন বচনে যে সদা স্মরে তাঁরে,

হৃদ পটে ঈশ মূর্ত্তি

যাহার নিয়ত স্ফূর্ত্তি

কর আমলকী সম তাঁরে সদা হেরে,

(৪৩)

ভবিষ্যৎ সত্যবাণী তাহার বদনে

স্থান কাল অনুসারে

শত শত বিনিঃসরে

এ রহস্য কে ভেদিবে কেবা তত্ত্ব জানে ?

(৪৪)

কিন্তু যবে সেই বাণী কার্য্যে পরিণত

হয়, তবে সবিস্ময়ে

ঈশ ইচ্ছা প্রকাশিয়ে

অদ্ভুত মহিমা ঘোষে হ'য়ে বিমোহিত ;

(৪৫)

ঈশের অস্তিত্ব মানে নাস্তিক বর্ব্বর,

কোথা যায় অবিশ্বাস

ছিন্ন হয় দম্ভ পাশ
নিজ পাপ স্মরণে কম্পিত কলেবর,

(৪৬)

"হায় প্রভো!" বলি ক্ষমা প্রভুপদে চায়;
এই কি বাসনা তব
বুঝাইতে এই ভব-
বিমোহিত জনে "তুচ্ছ ঋদ্ধি সমবায়?"

(৪৭)

ঈশ-পদ-পরায়ণ এল্বার্ট-হৃদয়ে
গভীর গভীর ভাব
ক্ষণে ক্ষণে আবির্ভাব
হ'ত ধর্ম্ম গ্রন্থ বলি পাঠের সময়ে,

(৪৮)

হৃদয় রঞ্জিনী জনে অতি-সমাদরে
সম্বোধিয়া শান্তস্বরে
কহিতেন ধীরে ধীরে
বল্লভা বল্লভ প্রেম প্রাবণ অন্তরে,

(৪৯)

"নশ্বর জীবন অন্তে হবে পরস্পার
মোরা কোন অবস্থায়
সম্মিলিত হব হায়?
জানি না নিশ্চয় প্রিয়ে; কিন্তু দৃঢ়তর

(৫০)

ধারণা আমার মনে এই সুনিশ্চয়,
অতি গাঢ় এ প্রণয়
মরণে না পাবে ক্ষয়
পুনঃ সম্মিলনে কেন নাহিক সংশয়;

(৫১)

জগদীশ কৃপা বলে মিলিব উভয়ে
সুখে দ্বন্দ্বচর হয়ে
বিচরিব সুরালয়ে
রহিব অনন্ত কাল অভিন্ন হৃদয়ে;

(৫২)

ইহ জীবনের প্রতি আস্থা বলবতী
নহে মোর অতিরিক্ত,
না হই অধিকাসক্ত
কোমল হৃদয়, তুমি যথা অতি রতি;

(৫৩)

বিনাশ নিশ্চয় যার তাহার উপর
আস্থা বৃথা প্রিয়তমে,
যাইতে অনন্ত ধামে
চায় মন, লয় যদি জগত-ঈশ্বর।

(৫৪)

স্নেহ পাত্র এ জগতে আছে যত জন
তাদের সমস্ত ভার

যত্ন সেবা শুশ্রূষার
হ'ল জ্ঞান' যথাযোগ্য পাত্রে সমর্পণ

(৫৫)

শান্ত চিত্তে ধীর মনে মহেশ চরণে
সংলগ্ন করিয়া মন
ধ্যানে করি' আবাহন
এখনি ত্যজিতে পারি সুখে এজীবনে।"

(৫৬)

যবে এই মর্ম্মোচ্ছ্বাসে সুগভীর ভাব
উদিয়া আলাপ ছলে
প্রণমি হৃদি যুগলে
বুঝাইত জীবাত্মার অনশ্বর ভাব,

(৫৭)

অনিত্য সংসার ছাড়ি আত্মা সেইক্ষণে
ছাড়'য়ে মোহের সীমা
সে মহিমা মধুরিমা
বুঝিয়া উড্ডীন হ'ত যেতে বিভুস্থানে।

(৫৮)

কে জানিত মুখে যাহা কাযে তা ফলিবে
দারুণ দুরন্ত কাল
প্রসারি' ভীষণ জাল
কুমারের প্রাণ পাখী অচিরে হরিবে।'

(৫৯)

কে জানে সুচনা বাণী কুমারের মুখে
আলাপি' সরল ভাবে
শান্ত রূপে বাহিরিবে
বিষম বিষাদ হবে অবিচ্ছিন্ন সুখে ?

(৬০)

সক্ষম ললাট লিপি পড়িতে মানব
হইত যদ্যপি, তবে
এই দুঃখ ময় ভবে
সবিষাদ হ'ত যত আনন্দ উৎসব ;

(৬১)

সুখের কৌমুদী সহ যথা সহচরী
বিনাশি' ভীষণ মায়া
দুঃখের কালিমা ছায়া
ভ্রমিত শাসিয়া জীবে কালের কিঙ্করী ;

(৬২)

রাখিতে আংশিক দুঃখ আঁখি অন্তরালে
দেখ দেখ বিধাতার
কি কৌশল চমৎকার
জানে না বুঝে না জীব ঘোর মায়া বলে,

(৬৩)

কবে কি ঘটিবে ভালে, কবে এসংসার
স্নেহ-বিলাসের স্থান
ত্যজিয়া, পরম স্থান
প্রয়াণ করিবে, বার্ত্তা না জানে তাহার।

এল্বার্টের পীড়া।

—:•:—

(১)

ব্যাল্মোরাল ছাড়ি' যবে রাজ পরিবার
লণ্ডনে পুনরাগত
কিঞ্চিৎ অসুস্থ চিত
নানাবিধ রোগাক্রান্ত হইলা কুমার,

(২)

এই অসুখের কালে হইল প্রচার
পোর্টুগ্যাল্ রাজবংশ
জ্বর রোগে হ'ল ধ্বংস ;
শুনিয়া কুমার মনে ভয়ের সঞ্চার,

(৩)

ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হ'ল শরীর বেদনা,
সুকষ্টতর যাতনায়
নিশা যায় 'অনিদ্রায়'
দেহ রক্ত শোষকরী জ্বরের তাড়না,

(৪)

দিন দিন ক্ষীণ তনু কাতর জীবনে ;
তথাপি নির্দ্দিষ্ট কাজ
সাধিতে নাহিক ব্যাজ
সুস্থ সম দেহ চিত্তে সমুৎসুক মনে,

(৫)

যথা রীতি উপজিয়া উপাসনালয়ে
মিলিয়া স্বজন সনে
জগদীশ এক মনে
উপাসিলা ভক্তি পূর্ণ গভীর হৃদয়ে;

(৬)

জ্বর ভাব পরে কিন্তু হ'য়ে প্রকাশিত
অতীতের সংস্মরণে
শীত্র মহারাজ্ঞী সনে
করিল বিষম ভাবে ভয় সঞ্চারিত;

(৭)

সবিক্রমে দুষ্ট জ্বর আক্রমিল বেগে
দারুণ সন্তাপে তার
শয্যাগত সুকুমার
রাজ দেহে মহা ক্লিষ্ট সুদুঃসহ রোগে,

(৮)

এ দারুণ পীড়া কালে প্রিয় কন্যা মুখে
শুনিতে ধর্ম্মের গান
প্রসন্ন হইত প্রাণ
পরিপ্লুত হ'ত আত্মা আধ্যাত্মিক সুখে;

(৯)

আঁখি মুদি' কর যোড়ে করিতেন ধ্যান,
ঈশে নত মন যার

কিবা সাধ্য যাতনার
রোধে তার ভক্তি কিম্বা হবে ঐশ জ্ঞান।

(১০)

রোগ বৃদ্ধি কালে যবে বিষম কাতর
তখন সমীপে গেলে
মহারাণী, কুতূহলে
চিবুক ধরিয়া করি। নানা সমাদর

(১১)

সুমধুর সম্ভাষণে জর্ম্মান ভাষায়
তুষিতেন স্নেহভরে,
নয়নে সলিল ঝরে-
চুম্বিতেন গণ্ড দেশে পুলকিত কায়;

(১২)

হেরি' পুলকিত মুখ কমল সুন্দর
পীড়ার যাতনা যত
হইত উপশমিত
রোগ ক্ষোভ হীন প্রায় হ'ত কলেবর;

(১৩)

দারুণ যন্ত্রণা কালে পিতৃ পরায়ণা
এলিসা জনক সেবা
রত রন নিশা দিবা
বুঝিয়া সকলে ক্রমে বিপদ ব্যঞ্জনা;

(১৪)

অপূর্ব্ব জ্যোতির মুখে হ'ল আবির্ভাব,
অলৌকিক রূপ ছটা
বিকাশে নবীন ঘটা
হেরি' রাজ্ঞী হৃদে জন্মে সুবিস্ময় ভাব ;

(১৫)

ভীত চিকিৎসক কুল অনুনয় সহ
মাতা কন্যা উভয়েরে
যাইবারে গৃহান্তরে
অনুরোধ কৈলা বুঝি' ঘটনা দুঃসহ।

(১৬)

অনিচ্ছু তথাপি রাজ্ঞী পালিলা আদেশ
কিন্তু দূরাগত গান
শুনিয়া আকুল প্রাণ
পুন রুগ্ন গৃহে আসি' করিলা প্রবেশ।

পতি বিয়োগ।

(১৭)

প্রিয়তম পতি পার্শ্বে বসিলা যখন
কুমার নয়ন মিলি'
"প্রিয়তমে পত্নি" বলি'
করিলেন এজীবন শেষ সম্বোধন।

(১৮)

গভীর নিঃশ্বাস ত্যজি' যতনে চুম্বিয়া
প্রিয়তমা স্কন্ধদেশে
স্থাপন করিলা ক্লেশে
রোগ ক্ষীণ মস্তক বিষাদ প্রকাশিয়া,

(১৯)

কুমারের শয্যা পার্শ্বে রাজপরিবার
সমবেত এ দুর্দ্দিনে
সকলে বিষণ্ণমনে
নীরবে ভাবিয়া চিত্তে বিপদ দুর্ব্বার;

(২০)

একে একে জানু পাতি কুমার নিকর
ইহ জনমের তরে
স্নাত হ'য়ে নেত্রনীরে
ভক্তি সহ চুম্বিলেন জনকের কর।

(২১)

অন্তিম অন্তিম কাল হ'ল সন্নিহিত
প্রিয় পতি শ্রুতি মূলে
নত মুখে অর্দ্ধ বোলে
কহিলেন ভগ্ন স্বরে মানসে ব্যথিত

(২২)

"আসিয়াছে প্রিয়তমা বল্লভা তোমার।"
করি শির সঞ্চালন
উত্তরিলা সেই ক্ষণ
চুম্বিলেন স্নেহ সহ এই শেষ বার।

(২৩)

উচ্ছ্বলিত শোকাবেগে অধীর হৃদয়ে
কাঁদিবারে উচ্চৈস্বরে
চলিলেন গৃহান্তরে ;
রহিতে নারিলা কিন্তু সেথা স্থির হ'য়ে,

(২৪)

মুহূর্ত্তে আসিয়া ফিরি' জানু করি' নত
কুমার কুমারী গণ
সহ অবসন্ন মন
পতি মৃত্যু শয্যা পার্শ্বে বসিলা ত্বরিত।

(২৫)

নির্ব্বাত স্তিমিত হ্রদে নিশ্চল কমল
সমান বদন চয়

নিষ্প্রাভ কালিমাময়
দুঃখ নিশাগম সুচে মহা ভীতি স্থল,

(২৬)

রাজ্ঞী মন প্রসন্নতা চির দিন তরে
সুখ সহ বিনাশিয়া
মর্ম্ম গ্রন্থি শিথিলিয়া
হৃদয় বিদারি' কাল হরিল কুমারে।

(২৭)

মুহূর্ত্তের মধ্যে রাজ পরিবার গণ
মহা শোক বারিনিধি
গর্ভে ক্ষিপ্ত নিরবধি
বিধাতার লিপি বল কে করে খণ্ডন।

(২৮)

দশ মাস পূর্ব্বে মাতৃ শোক পরায়ণা
ধূলি ধূসরিত অঙ্গে
শোকের তরঙ্গ ভঙ্গে
ভাসে রাজ্ঞী যবে, তবে কুমার সান্ত্বনা

(২৯)

করিলা কোমল করে ধরি" বহু যত্নে
আদরে বিদূরি শোকে
দাম্পত্য শিখা'লা লোকে
আজি হের অনাথা সে তব নারী রত্নে।

(৩০)

কে তোমার [illegible] বলহ কুমার।

[illegible]

[illegible]

জুড়াইতে [illegible] বল তাঁহার?

(৩১)

কুমার কে [illegible] পারাবার

কে [illegible] এমনে

অশ্রুমাখা [illegible] হবে,

প্রিয়তমে [illegible] কে আর?

(৩২)

আঁখির সমক্ষে [illegible] নিয়ত,

হেরিতে [illegible]

লভিতে অতুল [illegible]

যার মধুমাখ [illegible] অবিরত

(৩৩)

রহিতে [illegible] ধারে

পূজিতে [illegible]

[illegible] দানে,

আঁধার ভুবন তব না হেরি যাহারে,

(৩৪)

ক্ষণিক বিরহ হ'লে ব্যাকুল মানসে

প্রার্থিতে মিলন যার,

সেই মত যে প্রাণ ধার
জীবন জীবন রূপা ছিল তব পাশে,

(৩৫)

হৃদয় প্রতিমা সেই বিসর্জ্জি' কেমনে
ইহ জনমের মত
ছাড়ি' গেলে এ জগত?
হবে শূন্য হৃদ তার তোমা ধন বিনে।

(৩৬)

রাজ্ঞীর বদন কণ্ঠ হ'ল শুষ্ক প্রায়,
নিষ্প্রভ নয়ন দ্বয়,-
গণ্ড যুগ রক্ত হয়,
বিলুপ্ত লাবণ্য ছটা, স্পন্দহীন কায়,

(৩৭)

মর্ম্ম স্থানে পশি' শোক হরে বাহ্য জ্ঞান,
প্রকাশি কি দিতে নারে
তুষারেতে দশগুণে
রহে মৃত দেহ কিম্বা আলেখ্য সমান;

(৩৮)

বৈধব্য অনল যার হৃদয় চিতায়
দহে দিন বিভাবরী,
সে অনলে পুড়ি' পুড়ি'
লাবণ্য সৌন্দর্য্য তার সব ভস্ম প্রায়;

(৩৯)

পতির আত্মায়, আত্মা যার সম্মিলিত
অর্দ্ধ আত্মা মাত্র তার
প্রভাহীন, হীন স র,
সতত গগন মুখে বিহ্বল বিস্মিত,

(৪০)

ছাড়ি' দেহ কারাগার বাহিরিতে চায়,
প্রকৃতি নিয়তি বলে
রুদ্ধ ভব ভীম জালে
মুক্ত হই ইচ্ছা হ'লে মুক্তি নাহি পায়।

শোকোপশম ।

(৪১)

করিতে এ নিদারুণ শোক সম্বরণ
যথা সাধ্য পতি হীনা
চেষ্টিলেন ক্লিষ্ট মনা ;
কিন্তু শোকজাত রোগ কৈল আক্রমণ ।

(৪২)

জগদীশ কৃপা আর প্রজাভাগ্য বলে
আরোগ্য লভিলা রাণী
ন্যায়বতী নারী মণি
শাসিতে লাগিলা ক্ষিতি তুষি' প্রজাকুলের

(৪৩)

কিন্তু পূর্ব্ব হর্ষযুত স্ফূর্ত্তি সুমধুরা ।
গেল জনমের মত,
সদা রন বিষাদিত,
চিত্তে উদাসীনা পতি বিয়োগ বিধুরা,

(৪৪)

কর্ত্তব্যে কখন নাহি রন উদাসিনী,
কর্ম্মে রত মন প্রাণ'
কর্ম্মী দৃঢ় অনুষ্ঠান,
গীতার অর্জ্জুন যথা কর্ম্মী ব্রহ্মজ্ঞানী ।

স্মৃতির যাতনা।

(৪৫)

পতির সহিত যবে ব্যাঙ্গালোরালয়ে
নানা রমণীয় স্থলে
ভ্রমিতেন কুতূহলে
হেরি' শোভা প্রকৃতির উৎফুল্ল হৃদয়ে,

(৪৬)

রমণীয় শোভা হেরি' মুগ্ধ হ'য়ে প্রাণে
পতি প্রেম পূর্ণ চিতে
চতুর্দ্দিক নিরখিতে
নব নব আহ্লাদ উদিত হ'ত মনে;

(৪৭)

সম্প্রতি অনাথা রাজ্ঞী হেরেন যেদিকে
সেই শোভা অনুপমা
বোধ হয় বিষ সমা
দ্বিগুণ মর্ম্মের জ্বালা বৃদ্ধি করে শোকে।

(৪৮)

অগণিত স্মৃতি চিহ্ন কান্তের হেরিয়া
নব শোক অবতার
সদা হৃদে হয় তার
দারুণ যাতনানলে জ্বলে দগ্ধ হিয়া,

(৪৯)

এমনি হৃদয়ে ব্যথা দিয়ে পতি প্রীতি,
সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদনে
পতি নাম পড়ে মনে
দীর্ঘ কাল গত তবু না হয় বিস্মৃতি;

(৫০)

বৈধব্য প্রথম দিনে যেই বিষণ্ণতা
কাদম্বিনী হৃদ কাশে
আচ্ছ দিন ভীম বেশে
আজ (ও) তার সেই ধট সেই নবীনতা;

(৫১)

বিবাহাদি মহোৎসবে দিতে যোগ দান
শক্ত নন, সেই ক্ষণে
প্রিয় পতি পড়ে মনে
নবীভূত শোক করে আকুলিত প্রাণ;

(৫২)

মহা সভা অনুষ্ঠানে রাজচ্ছদ চয়
মুকুটাদি আভরণে
স্ব পিং,বাসে সিংহাসনে
না ধরেন দেহে, জ্বলে সন্তাপে হৃদয়।

আত্মীয় কুল।

---:০:---

(৫৩)

শোক সমাকুল রাজ কুমার কুমারী,
বান্ধব হিতৈষী যত,
সবে রহে শোকরত
রাজ সহচর তথা রাজ্ঞী সহচরী,

(৫৪)

অমাত্য সচিব বর্গ সর্ব্ব বা কমল,
সমস্ত প্রকৃতি জন
করে শোক তপ্ত মন
"হা কুমার, গেলে কোথা" বলিয়া রোদন ;

(৫৫)

প্রজাহিত হেতু যত জীবন সময়ে
অসংখ্য নিগ্রহ বাণী
শুনিয়াছ গুণমণি।
হ'লে যাহে দেহ পাত এই অসময়ে,

(৫৬)

জীবনে যে হিত কর্ম্ম কেহ না বুঝিল,
আজি দেহ অবসানে
বুঝিয়াছে সর্ব্ব জনে
তর্পে তব আত্মা বর্ষি নয়ন সলিল ;

(৫৭)

জীবনে কৃতঘ্ন যারা নাম নাহি সহে,
তারা লোক তপ্ত চিত্তে
কৃতজ্ঞতা দেয় মৃতে,
কে বুঝে দন্তের মর্ম্ম যত দিন রহে?

(৫৮)

শত্রু পক্ষ যত রাজ সচিব নিকর
সদা সাধিবে বাদ,
অমূলক নিন্দাবাদ
প্রচার করিত দেশে পর শ্রী কাতর,

(৫৯)

আজি তারা নিজ দোষ করিয়া স্বীকার
শোক বিকলিত মনে
মৃত রাজ প্রশংসনে
মূর্ত্তিমান শিষ্টাচার যেন অবতার।

(৬০)

এ রূপে প্রশংসি তাঁরে সচিবের দল
প্রকাশিয়া সত্য ভাব
করিলা মহত্ত্ব লাভ
"শত্রোরপি গুণা বাচ্যাঃ" করিলা সফল।

(৬১)

ঈর্ষ্যার ভস্মেতে গুণী গুণ অগ্নি রাশি
চির নাহি আচ্ছাদিত
রহে, ত্বরা প্রকাশিত
হয় অনুতাপ বায়ু বহে যবে আসি'

(৬২)

জীবিতের সহ যত বিদ্রোহ বিবাদ
পবিত্র পরত্র গত
আত্ম হেতু বিষাদিত
সবে আজি, শোক হেতু গণে পরমাদ।

সমাধি ।

—:০:—

মানবের এ জীবন
নিদ্রিতের সুস্বপন
চিরদিন তরে কভু রয়না,
এই প্রিয় সঙ্গে মিলে
হাসে খেলে কুতুহলে,
পুন জড় প্রায় কথা কয় না ;
ত্যজি প্রাণ প্রিয় জনে
প্রাণাধিক পুত্র ধনে
যায় চলি' আর কভু ফিরেনা,
স্বজন হৃদয় ভব
হৃদয় বিদারি রব
শুনে না, সে অশ্রুবারি হেরে না,
যে ধন যাইবে চ'লে
ফিরিবে না কোন কালে
আমরণ রবে আশা বিফলা,
জগদীশ ! একি রীতি
আঁখি নীরে ভাসে ক্ষিতি
নিতি নিতি, একি বিধি সৃজিলা !

সে মোহন কলেবরে
কা'ল রাজ্ঞী সমাদরে
সাজাইলা বহুবিধ ভূষণে,

অশ্রু মুখে বারম্বার
চুম্বিলা অধরে যার
সম্বোধিয়া মৃদু মধু ভাষণে,

সে দেহ নির্জ্জীব আজি
যেন বিশ্ব ভোজ বাজি
হৃদয় বিদীর্ণ হয় হেরিয়া,

কি মিত্র কি শত্রু জন
সকলে বিষণ্ন মন
তাঁর অসামান্য গুণ স্মরিয়া।

যে সকলে কুতূহলে
বিবাহে কুমার গলে
দিল হার গাথি কম কুসুমে

সেই তিতি আঁখি জলে
অন্ত্যেষ্টি কুসুম তু'লে
শব সজ্জা করে মরি মরমে

ত্রয়োদশ দিনপরে
মধ্যাহ্ণে দুঃখের ভরে
যথা রীতি বিণ্ডসর হইতে

আত্মীয় স্বজন যত
সমুদ্যত শোক রত
রাজ দেহ স্থানান্তর লইতে,

শোকচ্ছদ পরিধানে
বৃদ্ধ ভৃত্য চারি জনে
শোক রথে অগ্রে চলে সুধীরে·

রথান্তর সহকারে
রাজ্ঞী রথ চলে ধীরে
সমুকুট ল'য়ে লর্ড স্পেন্সরে,

উদ্যত কৃপাণ তার
চলে যত সঙ্গে আর
রাজ্ঞী রাজ কুমারের সংহতি,

চড়ি' রথে আর যত
বড় বড় অভিজাত
শোক শ্রেণী ধরি' যেন মুরতি ;

মহা শোকে জ্যেষ্ঠ রাজ
কুম[illegible] সন্তপ্ত আজ
আরথায় ধরি' রাখে তাঁহারে

কান্দে সমবেত কুল
সবে শোক সমাকুল

শব দেহাশ্রিত হেরি' কুমারে
কফিন ভুগাৎ করি'
ধর্ম্ম শাস্ত্র মন্ত্র পড়ি
পুরোহিত ভাষে নেত্র সলিলে
যারে শুচে সর্ব্ব জন
দেবোপম সেই জন
না হয় অত্যুক্তি ইহা বলিলে।

ভক্তি স্নেহ অনুরূপ
নিরমিয়া অপরূপ
নবাবাস ক্রূগ মোর উদ্যানে

বৎসরান্তে শবাধার
তু'লে লয়ে পুনর্ব্বার
সমাহিত করিলেন সে স্থানে,

সমশোক সমভাবে
সম অশ্রু আর্দ্র রবে
সাধিলেন শেষ ক্রিয়া যতনে,

বরিষ্ঠ কুমার, স্নেহে
পুষ্প মালা শব দেহে
সমর্পিলা সসলিল নয়নে,
জীবিতে যে প্রেম ভরে

সতত হর্ষিতান্তরে
    এক মনে প্রীতি শ্রদ্ধা বিতরি’
তুষিলেন প্রিয় জনে
সদা তার সুখাধানে
    রত মন হয়ে দিবা শর্ব্বরী।

প্রণয় চিহ্নাদি স্থাপন।

দেহান্তেও যে প্রণয়
কভু নাহি পে'ল ক্ষয়
　　পাইবেনা ক্ষয় যাহা কখন (ও),
পরধামে পরলোকে
বিভাসিত পরালোকে
　　রহিবে যা' যথা দীপ্ত এখন (ও),
সেই প্রেম উপহার
কীর্ত্তি স্তম্ভ স্বভর্ত্তার
　　পতিপ্রাণা স্থ দিলেন অপার
কেন্সিংটনে সমুজ্জ্বল
আখ্যায়ি' এ ম্যুজিয়ম টহল
　　দর্শন বিজ্ঞান জ্ঞান আধার।
যাহে বহু প্রদর্শিনী
কৃষি আদি প্রকাশিনী
　　অবিরত সম্পাদিত হ'তেছে,
যাহে গুণ পুরস্কার
বিতরিত অনিবার
　　প্রজা শত উপদেশ পে'তেছে।

শুভ ক্ষণে মহারাণী
সহ প্রজা জয়ধ্বনি
প্রোথিলেন আদ্যতন পাষাণ
করি' করিদন্ত কৃত
হাতুরি স্ব কর ধৃত
শোক মনে যত্নে যশো নিধান,

পুরোহিত জগদীশে
প্রার্থিলা করুণাবেশে
মোহি' উপস্থিত জন মানস,
কামানের মন্দ্রধ্বনি
উঠিল গগনে স্বনি'
তূর্য্য ধ্বনি সহ দিয়া সাহস।

পণ্ডিত-বিরচিত গীত
সুমধুর সুললিত
কণ্ঠে গীত সেই ক্ষণে হইল,
শুনিয়া মোহিত সবে
প্রশংসে আহ্লাদ রবে
শত নেত্রে অশ্রুধারা বহিল।

অতি বিমোহিতা রাণী
দিলা ধন্যবাদ ধ্বনি
স্বমুখে গায়কে সাশ্রু লোচনা।

উথিল স্বর সন্দানে
গায়ক মোহন তানে
যে তানের পরিপাটী রচনা।

এমতে সমাপি' ক্রিয়া
সবার আশীষ নিয়া
প্রত্যাগত হইলেন আলয়ে

পতি ভক্তি শিখাইয়া
নারী কুলে, দেখাইয়া
জগতে পত্নীর কার্য্য নিচয়ে।

সেই হল সুগঠিত
হ'লে শিলা বিনির্ম্মিত
পতি রতি স্নেহে যথা বিধান

প্রতিষ্ঠা করিলা রাজ্ঞী
বক্তৃতা করিলা বাগ্মী
প্রার্থিলেন পুরোহিত প্রধান

প্রিয়তম পতি ছবি
ব্যাঙ্গোরালে নরদেবী
স্থাপিলেন ভুষি' শুদ্ধ ভুষণে

সে ছবির আবরণ
কৈলা নিজে উন্মোচন
পুত্র কন্যা সহ প্রীতি দর্শনে,

প্রজা জনানন্দ সহ
এই সুখ শোকাবহ
কর্ম্ম-যথা পূর্ব্ব শেষ হইল,

অথও প্রেমের কথা
প্রচারিল যথা তথা
শ্রোতা দ্রষ্টা পরিতৃপ্তি পাইল।

বিণ্ডসরে প্রতিষ্ঠিত
হইল শুভ নির্ম্মিত
এলবার্ট মেমোরিয়াল্ চেপল

সর,টী, মার্টিন গুণী
গুণজ্ঞ লেখক মণি
লিখিলেন ধীরধী অচপল।

পতি প্রাণা শান্ত মূর্ত্তি
আখ্যায়ি' পতির কীর্ত্তি
সেতু আদি কত আর (ও) রচিলা

উৎসর্গি তাঁহার নামে
রাখিলেন ধরাধামে
নিজ পতি ভক্তি অতি অচলা।

যে ভক্তির সীমা নাই
বর্ণি তাহা তৃপ্তি পাই
এ নহে সম্ভব মনে ধরিতে

সে ভাবের কণামাত্র
প্রকাশ করিনু অত্র
মোহিত হইয়া সাধ্বী চরিতে।

'জীবনী' নাম্নী পত্রির
পড়ি' যাহা কর্ষ নীর
বর্ষে গুণ গ্রাহী প্রজা মণ্ডলি

মনোরম গ্রন্থ পড়ি'
সকলে আনন্দে মরি
সে আত্মারে ভাবে দেবাত্ম বলি।

স্কট রাজধানী স্থানে
স্কটিস প্রকৃতি জনে
উচ্চ চূড় মনুমেণ্ট রচিল

সার্সেটি স্কয়ার মাঝে
সাজা'য়ে মনোজ্ঞ সাজে
জাতীয় ভক্তির রাশি সূচিল।

অশ্ব পৃষ্ঠে সমাসীন
প্রকাণ্ড ভীরুতা হীন
সুনির্ম্মিত সুভূষিত করিয়া

স্থাপিল এল্‌বর্ট মূর্ত্তি
ঘোষি' যশ কীর্ত্তি স্ফূর্ত্তি
পার্শ্ব লগ্ন ভিত্তি গাত্রে ভরিয়া।

শ্রমিক প্রথম কোণে
দ্বিতীয়ে বিজ্ঞানী গণে
শিল্পি গণ সহ দিব্য আখরে

তৃতীয় সৈনিক কুল
সহ প্রীতি সমাকুল
নাবিকের দল সহ দেখরে। .

লিখিল উজ্জ্বল রঙ্গে
হৃদয় তরঙ্গ ভঙ্গে
খ্যাপি' ভূরি অনুপমা কীরতি,

অভিজাত বর্গ যত
চতুর্থেতে মনোমত
লিখিলা দেখা'য়ে চিত্ত সুরতি,

স্কচ চিত্র কর কুল
করি' শোভা সমকুল
রচিল মুরতি মনোমোহন
চিত্রিল সমগ্র গৃহ
হেরি' যাহা মনোমোহ
ভাবুকের হয়, অন্তর্দ্দহন।

মহারাণী তথা গিয়া
উদ্ঘাটিলা আদেশিয়া
সেই চিত্র আবরণ বসন,

হেরিয়া সন্তুষ্টি অতি
লভিলা আদর্শ সতী
রাজ্ঞী পতিব্রতা কুল ভূষণ।

এই স্মরণের চিহ্ন
প্রতিষ্ঠায় হর্ষাকীর্ণ
হৃদে ধন্যবাদ সবে নিবেদি’

প্রমাণিতে নিজ বাণী
উপযুক্ত গুণী জ্ঞানী
অনুষ্ঠাতৃ কুলে দিলা উপাধি।

যত দিন মর্ত্ত্য ধামে
রবে প্রেম শব্দ নামে
তত দিন এই প্রেম ঘোষিবে,

প্রেম স্তম্ভ এই যার
প্রতিষ্ঠা হইল, তার
স্মৃতি, কাল কভু নাহি নাশিবে

দেশে দেশে লোক যত
শিখিবে ‘প্রেমের মত
‘পদার্থ দ্বিতীয় নাই জগতে’

বর্ষি’ শোক অশ্রুধার
তুষিবে প্রেমের ধ’র
বর্ষে বর্ষে সেই দিন আগতে।

বিধবা রাজ্ঞীর শোক
বুঝিল জগতে লোক
সবে তাঁর শোকে অশ্রু বরষে,

মর্ম্ম পীড়া বিধবার
শুনিলেই হৃদে তার
সেই ব্যথা হৃদে গুরু পরশে,

কত জনে অর্থদানে
পূজিলেন সসম্মানে
দারুণ বেদনা রাশি হ্রাসিতে,

অনেক বিধবা স্থানে
আপনি দর্শন দানে
শমিলেন পতিহীন তুষিতে।

রাণীর শতেক কীর্ত্তি
ধরিয়া জ্বলন্ত মূর্ত্তি
অবিরত পায় স্ফূর্ত্তি ভুবনে,

এ হেন চরিত্রবতী
কোথা ভবে ভক্তি প্রীতি
আধার রমণী হের জীবনে ?

ব্যাপিয় ভুবন স্থল
অন্তরীক্ষ রসাতল
রাজে রাজ্ঞী মনোভাব আনিল,

লোকের হৃদয়ার্ণবে
দোলায়ে প্রবল ভাবে
উঠায় ভকতি-বীচি ফেলিল।

প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের ভারত আগমন।

স্বধর্ম্মে ধরণী পতি পালিলে ধরণী
প্রজাকুল রয় সুখে দিবস রজনী
কিবা আর্য্য কি যবন
কি ইংরাজ নৃপগণ
যেবা ন্যায হীন চায় আপন কল্যাণ
ভূমণ্ডল মাঝে তার কে করে সম্মান ?

কি পূরব কি পশ্চিম
কি উত্তর কি দক্ষিণ
যেই দিকে ইচ্ছাতব নয়ন ফিরায়ে
দেখরে মানব দেখ চারি দিকে চেয়ে

কে করে সম্মান ক'র
রাজ পূজা উপহার,
প্রাণ পুষ্প ঢালি দেয় অঞ্জলি তাহারে,
লভে শেষ ইষ্ট ফল অনিত্য সংসারে।

ক'রে মাথা ফাটাফাটি
যবন শৃঙ্খল কাটি'

ব্রিটনীয় মহাবলী যবনাধিকার
উচ্ছিন্ন করিয়া কীর্ত্তি করিলা বিস্তার,
ব্যাপিয়া ভারত রাজ্য
বিকাশিয়া শৌর্য্য বীর্য্য
ভারত নিবাসী জনে করিলা উদ্ধার,
জুড়াল জীবন আহা। ভারত মাতার।

মলিনা ভারত মাতা
অপরের অধীনতা
ডোরে বাঁধা বহু দিন রাজ দরশন
আশা কিন্তু হৃদি মাঝে করিয়া ধারণ

তৃষা আকুলিত মনে
হেরে যথা নবঘনে
চাতকী ফটিক জল বলিয়া কাতরে
নিরখে সুদুর স্থান পারাবার পারে

দুঃখিনীর মহাতৃষা
পুরা'তে করিয়া আশা
পরদুঃখ কাতরা ঢালিতে কৃপাবারি
পাঠালেন যুবরাজে ব্রিটন ঈশ্বরী।

সেবারতা
কলিকাতা
অবিলম্বে আসিল,

ভাইসরয়
সুখীহয়
সবেকয়
সমুদয়,
কর্ম্মচারী
সহপুরী
প্রেমানন্দে ভাবিল।

দ্রুতগতি
জনশ্রুতি
সে ভারতী রটা'ল,
দুঃখপাশ
কৈল নাশ,
মহাশ্বাস
সুপ্রকাশ
প্রজাকষ্ট
করি'নষ্ট
শুভাদৃষ্ট ঘটা'ল।

বার্ত্তাজানি'
অনুমানি'
নিজ শুভ সূচনা
হর্ষে মিশি
দেশ বাসী

সমুল্লাসী
অভিলাষি'
র জম্মুতে
নিরখিতে
করে বেশ রচনা।

গ্রাম্যধনী
রাজধানী
যাত্রা হেতু সাজিল
কাণে কাণে
বার্ত্তাদানে
যেই জানে
ভাগ্য মানে
"কবে কবে?"
বলি সবে
মহোৎসবে মজিল।

একি ভাব
আবির্ভাব
ভূমিতে নৃপতলে?
হর্ষরত
প্রজাযত
মনোমত
ফুলশত

থরে থরে
ঘরে ঘরে
সাজাইল যতনে ;

রাজপথে
অশ্ব রথে
হয় হস্তী তোরণে
শ্রীমন্দিরে,
নদীতীরে,
গৃহ চূড়ে,
তরু শিরে
পুষ্প হার-
সমাহার
দোলে রাজ বরণে।

সিংহাঙ্কিত
অগণিত
কেতু-রাজি উড়িছে
গৃহাশ্রমে,
পুণ্যধামে,
বন ভূমে,
পল্লীগ্রামে,
রাজ ধানী

হর্ম্ম্য শ্রেণী
সুষমায় পূরিছে।

দিব্য তরু-
দেবদারু-
পত্রে দ্বার রচিয়া
স্থানে স্থানে
পুষ্পাধানে
সাবধানে
সুবিধানে
স্বর্গ শোভা
মনো লোভা
মর্ত্ত্য ভূমে সূচিয়া,

নদী কূলে,
সিন্ধু জলে
তরী কুল শিরসি
অলিকুল-
সমাকুল
ফুল-ফুল-
মালাকুল
উড়ে কেতু-
সহ, সেতু
যেন নভ-উরসি।

অবিরল
সুবিমল
রহে জল ছাইয়া
ছাড়ি'ঘর
নারীনর
সেসুন্দর
শোভাকর
দিব্য ধ্বজ
স্রজ ব্রজ
হেরে গিয়া ধাইয়া।

পূর্ণ ঘট
অকপট
কুলবালা পাতিছে,
শারি শারি
ফল ধারি
তদুপরি
মনোহারি
অভিনব
সুপল্লব
দ্বারে দ্বারে ভাতিছে।

রাজে চারু

রম্ভা তরু
রাজি পথ নিচয়ে।
সহচরী
সহচরী
নৃত্যকরী
বিদ্যাধরী
রম্ভোপমা
মনোরমা
ধ্বনি'ধনী নিলয়ে,
ফুল্লচিতে
নৃত্য গীতে
বিমোহিয়া মোহিনী
আঁখি ভরি'
রূপে মরি।
কর্ণ পুরি'
সুধা ক্ষরি'
গায় রম-
রাজাগম
মহাহর্ষ কাহিনী।
মন প্রাণ
একতান
বাদ্যোদ্যম হরিছে,

রঙ্গালয়-
অভিনয়-
পরিচয়
ভাবময়-
　　চিত্রপট
　　সুপ্রকট
　　　　দীপ্তি জাল ধরিছে।

　　ধনী জন
　　অনুক্ষণ
　　　　এই কথা কহিছে,
কি ভবনে
উপবনে
বন্ধুসনে
আলাপনে
　　সদা হৃদে
　　প্রেমামোদে
　　　　এই ভাব বহিছে,

　　ধনহীন
　　ক্লিষ্ট দীন
　　　　স্বকুটীরে বসিয়া
প্রিয়াসনে
সঙ্গোপনে

প্রীতমনে
রাজধনে
হেরি যার
ইচ্ছা সার
মন্রে সুখে ভাসিয়া।

রঙ্ক, ঋদ্ধ,
বাল, বৃদ্ধ,
যুবা তথা রমণী
মিলি' মিলি'
কুতুহলী
লোকাবলি
যায় চলি'
মহোৎসাহে
বেগে বহে
উষ্ণ রক্তে ধমনী;

যেথা রাজ-
সুত আজ
ভারতের ধরণী
পদে স্পর্শি
শত্রু ধর্ষী
সমদর্শী
হর্ষে হর্ষি'

প্রজাগণ
প্রাণ মন,
ছাড়িবেন তরণী।

যেই ক্ষণে
মহারণে
দৃশদ্বতী সলিল
দেশ ভক্ত
রণাসক্ত
ক্ষত্র রক্ত
লোহিতাক্ত
পৃথ্বীরাজ
বর্ম্ম সাজ
সহ লুটে ভূতল,

তদবধি
নিরবধি
বিধর্ম্মীর পীড়নে
প্রপীড়িত,
বিড়ম্বিত,
অধঃ কৃত,
নিঃ সম্বিত
অর্দ্ধ আশী
দেশ বাসী

অদৃষ্টের ক্রীড়নে।

এক বার
আর বার
আশ্বাসিলা আশয়ে
তাঁরি সহ
দুঃখ। সহ
সুখাবহ
আশ মোহ
ছে'ড়ে, গেল
প্রবেশিল
পুন শেল হৃদয়ে।

এইক্ষণ
সুশাসন
যদিচ সে পেয়েছে
রাজ জনে
প্রীত মনে
নেত্র কোণে
নিরীক্ষণে
নহে শক্ত
রাজ ভক্ত,
দৃষ্টি তৃষা র'য়েছে।
তাই এত

পিপাসিত
রাজরূপ বীক্ষণে
আশান্বিত
উৎসাহিত
প্রমুদিত
মত্তচিত
বিশ্ব হিত
প্রবর্ত্তিত
রাজভক্তি রক্ষণে।

রাজতরী
আলো করি'
গঙ্গাবারি যেস্থানে
মন্দ্রনাদে
সুখামোদে
নিরাপদে
ধরি' হৃদে
রাজ পুত্রে,
লোক মাত্রে
'হর্ষি' আশা সন্ধানে,
হে'লে দু'লে
কুতূহলে
হবে তটে মিলিত,

সেই স্থলে
সুকৌশলে
অর্দ্ধজলে
অর্দ্ধ স্থলে
সুশোভন
উত্তরণ
সোপানালী বলিত।

শোভমান
সে সোপান
রক্ত বাসে সাজিছে,
বায়ু বেগে
ঝুলি' রাগে
ঊর্দ্ধ ভাগে
রঙ্গ রাগে
সুচিত্রিত
প্রলম্বিত
চন্দ্রাতপ রাজিছে,

পটবাস
সুপ্রকাশ
রক্ত ভাস বিন্যাসে,
গাত্রে তার
স্বর্ণ তার

কারু সার
চমৎকার
অধ ঊর্দ্ধ
সুবিশুদ্ধ
শিল্প ভাতি প্রভাসে।

রম্য ঝাড়
দীপাধার
চিত্রপট দর্পণে
সুমোহন-
দরশন।
বেত্রাসন
সুখাসন
সেজকত
নানা মত
সাজে আক্ষি তর্পণে।

ইন্দ্রালয়
পরাজয়
আজি এতে পেয়েছে,
সুখবতী
কলিকাতা
সুন্দপতা
মধুরতা

হের তার
কি শোভার
ভাণ্ডারে সে হ'য়েছে।

নদী তীরে
ধীরে ধীরে
নর নারী মিলিল,
অবিরল
কলকল
কোলাহল
ব্যোম তল
বিদারিল,
কাঁপাইল
সুর নদী সলিল।
যোগ কত
শত শত
অর্দ্ধোদয় গিয়েছে,
গোজননি।
সুর ধুনি!
কত গুণী
কত মুনি
কত জ্ঞানী
ভাগ্য মানি'

তব জলে নে'য়েছে

ভক্তিবলে

স্নান ফলে

সদ্য মোক্ষ পেয়েছে,

জহ্নু স্থতে

তুষ্ট চিতে

উচ্চারিতে

উচ্চারিতে

তব নাম,

সিদ্ধ কাম

ব্যোম পথ ছে'য়েছে;

কিন্তু মাত!

কবে এত

বল শুনি জননি!

এক ধ্যান

এক প্রাণ

মুসল্মান

খৃষ্টিয়ান

সহ্য যত

আর্য্য স্থত

উৎসাহিত এমনি?

কবে বল
রাজ কুল
এত দূর হইতে
সমাগত
অবিরত
মরকত-
সুশোভিত
রম্য বেশে
এই দেশে
পুণ্য ফল লইতে ?

মহানন্দ
রাজ বৃন্দ
পার কিগো কহিতে ?
কবে করি'
তাড়াতাড়ি
রাজ্য ছাড়ি'
যেন দ্বারী
দাঁড়াইয়ে
পথ চেয়ে
মিলি' লোক নহিতে

সমুৎসাহী

কণ্ঠ সহি'
রহে তব সৈকতে ?
তব জল
কবে বল
দীপ্ত হ'ল
সুনির্ম্মল
ছায়া পাতে
এই মতে
মুগ্ধ করি' জগতে ?

সৌধ রাজি,
হের, আজি
কিবা শোভা পেয়েছে।
শাখা ধরি'
ফুল পরি
যায়'পরি
লাল-সাড়ী
দোলাইয়া
খেলাইয়া
মহারঙ্গে রয়েছে।

প্রেমে যেন
মত্ত হেন

অনিলেরে ধরিছে
স্বচ্ছবারি
মনোহারি
সুন্দরী
মুগ্ধ হেরি'
কুতূহলে
বিম্বচ্ছলে
তব ক্রোড়ে পড়িছে।

যবে তরী
ধীরি ধীরি
সেই ঘাট প্রদেশে
গঙ্গাজল
তীরস্থল
নভস্থল
সমুজ্জ্বল
করি' যায়
সুষমায়
তটভূমি সমীপে,

সমুৎসাহে
সবে তাঁহে
সমাদর করিতে

মান্যজন
রাজগণ
অগণন
সুদর্শন
বেশ ধরি'
ধরি' সারি
উপজিল তরীতে।

অগ্রে করি'
তরী ছাড়ি'
আনে পট নিবাসে,
সভ্য বৃন্দ
মহানন্দ
সহানন্দ
অভিনন্দ
ভাবি রাজ
করাম্বুজ
যুগে দেয় সুভাষে,

রাজগণ
সম্ভাষণ
করিলেন যতনে
যথাক্রমে

সুনিয়মে
সসম্ভ্রমে
তারা নমে
    রাজ কর
    মনোহর
        চুম্বে ফুল্ল বদনে।

    তোপ ছাড়ে
    মন্দ্র স্বরে
        বাজে মধু বাজনা
প্রজাগণ
হৃষ্টমন
জয়স্বন
উচ্চারণ
    করে সবে
    এক রবে
        সূচি' শুভ সূচনা।

    ভক্তি ভরে
    সমাদরে
        চিত্ত দ্বার খুলিয়া
নিজ মন
সুশোভন

সিংহাসন
সমর্পণ
　করি' যত্নে
　রাজ রত্নে
　　জাতিভেদ ভুলিয়া

　স্থাপি তাঁয়
　ফুল্ল কায়
　　একমনে ধ্যাইয়া
অন্তঃস্থলে
হৃৎকমলে
প্রেম ফুলে
অশ্রু জলে
　পূজে তাঁরে
　দেবাকারে
　　নরভূমে পাইয়া।

　সম্মানন
　সম্ভাষণ
　　অবশেষ হইল
বিদ্যালয়
ছাত্র চয়
মধুময়

তান লয়
মিলাইয়া
সন্তোষিয়া
প্রীতি গীতি গাইল।

সভা ভঙ্গে
মহা রঙ্গে
চলে রাজ বিধানে
মনোযোগী
সমুদ্যোগী
অনুরাগি
যাত্রা লাগি'
রাজালয়ে
সঙ্গে লয়ে
রাজকুল নিধানে ;

বাদ্য বাজে
কেতু রাজে
চলে বীর বাহিনী
* বলণ্টীয়র
যুদ্ধ ধীর
অতি স্থির

* Voluntoor.

ঊর্দ্ধ শির
অস্ত্র করে
অশ্ব'পরে
চলে সহ সেনানী
রাজ রথ
চড়ি পথ
চলে রাজ সন্ততি,
দিনকর
সুপ্রখর
তীক্ষ্ণতর
অস্ত্রধর
স্ফীত বক্ষ
অঙ্গ রক্ষ
কুল সহ সুমতি ;
রাজচয়
ক্রমান্বয়
যথা-যান চলিল
জম্বুপতি
অগ্র-গতি
মহামন্ত্রি
কোটি-পতি

স্বর্ণ-যানে
সন্নিধানে
কুমারের মিলিল।

শোভাছন্দে
দর্শী বৃন্দে
করি শোভা মোহিত

রাজপুরী
লক্ষ্যকরি'
চলে মরি।
স্বর্গ পুরী
সুরপতি
ধীরগতি
যেন সুর সহিত।

দর্শিদল
কলকল
কোলাহল করিয়া
গায় গায়
ঘ'ষে যায়
তবু যায়
নাহি চায়
দৃশ্য ছে'ড়ে

নিজ ঘরে
চলিবারে ফিরিয়া।
বাতায়নে
ব্যগ্র প্রাণে
যায় যত কামিনী
নরপতি
স্নতগতি
দৃষ্টিগতি
আশুগতি
কুলবালা
বৃদ্ধা, বালা,
যুবী, প্রৌঢ়া ভামিনী।
হর্ষে হেরি'
চিত্ত হারি
কুমারাভ কুমারে
স্নেহভরে
ফুল্লান্তরে
মৃদুস্বরে
ভবেশ্বরে
চাহে ভিক্ষা
"কর রক্ষা
নৃপ সুতে সংসারে"

মুখছটা
বেশ ঘটা
কত ভূষা ভূষিত
বাঁধি' সারি
আলোকরি'
স্ব স্ব পুরী
দীপ্তি ধরি'
শোভাসদ্ম
যেন পদ্ম
কোটি সুবিকশিত।

কুল নারী
নেত্রে হেরি'
নৃপ সুতে যাইতে
সুখে ভাসি'
পুষ্পরাশি
বর্ষে হাসি'
পর কাশি'
রাজ ভক্তি
জয়উক্তি
হুলু ধ্বনি সহিতে।

ক্ষেমময়

জয় জয়
রবে বিশ্ব ভাসিল
সুখাবহ
সমারোহ
মহোৎসাহ
রাজসহ
রাজাগার
সিংহদ্বার
তোরণে, প্রবেশিল।
সুপ্রসন্ন
সুখচ্ছন্ন
রাজা রাজ প্রাসাদে
পদার্পিয়া
তার হিয়া
পবিত্রিয়া
সফলিয়া
জন্ম তার
নির্ম্মাতার
রহিলা নির্ব্বিষাদে।
সমুন্নত
সভূষিত
হর্ম্ম্য, যাহে বিলাসে—

সদাক্লান্তি,
দয়া, শান্তি;
হেরি' কান্তি
হয় ভ্রান্তি
উচ্চ চূড়
চন্দ্র চূড়
পূর্ব যেন কৈলাসে।

দৃশ্য স্থল
টা (উ) ন হল
সেনেট্ হল প্রভৃতি

তথা থে'কে
সকৌতুকে
দে'খে দে'খে
একে একে
স্ব নয়নে
সযতনে
ভ্রমিলেন নৃপতি।

গেলে পরে
দেখি বারে
হল উনীবর্সিটী,
সম্মানিত,

সম্বোধিল,
সমর্চ্চিল
বিতরিল
সদুপাধি
'নীতি নিধি' *
মন্ত্রি' শিক্ষা কমিটী।

স্নেহদান
বহু মান
সহকারে ধরিলা।

ভ্রমি' ফি'রে
বারাক্‌পুরে
এ'লা হে'রে
ঘরে ঘরে
স্বর্গোপম
মুজিয়ম
এ'সেটিক হেরিলা।

রাজধানী
নৃপমণি
সবিপণি যে দিনে

* L. L. D.

দেখি চলে
সন্ধ্যাকালে
আলো জ্বালে
পুরস্থলে
পুরবাসী
সমুদ্ভাসি'
তমো নাশি কিরণে।
দিন প্রায়
সে প্রভায়
দীপ্তি পায় নগরী
ক্ষণ-প্রভা-
সম আভা—
অঙ্গ শোভা—
নেত্র বিভা—
দীপ্ত করী-
সম্প্রসারি'
যেন নারী নগরী,
গৃহ দেহ
সজ্জে কেহ
মালাকার আলোকে
বৃত্তাকার
প্রভাধার

ত্রিচত্বার
ভুজাকার
　　শ্যাম, পীত
　　সুলোহিত
　　　　নানা বর্ণে ঝলকে।

　　পথ যত
　　বিভূষিত
　　　　নানাবিধ আলোকে

ব্যোম হ'তে
দীপ্ত-চিতে
নৃপ সুতে
নিরখিতে
　　তারাবলি
　　কুতূহলী-
　　　　এল যেন ভূলোকে।

　　পর দিনে
　　সুবিধানে
　　　　দুর্গাসন্ন প্রান্তরে
কর্ণ পীড়া-
সুনিবিড়া-
অগ্নি-ক্রীড়া-

দিয়া ব্রীড়া-
খগ-কুলে
জ্যোতি-বলে
রাজে স্বচ্ছ অম্বরে।

অগ্নিময়
পক্ষিচয়
তরু লতা প্রকাশে
দীপ্তিমতী
নরাকৃতি
প্রতিকৃতি
বক্রগতি
সর্পশত
অব্যাহত
বেগে উড়ে আকাশে।

বহুতর
শব্দ-পর
বাজি রঙ্গে ছুটিল
জলে স্বনে, (১)
নানা স্বনে (২)

---

(১) জলে এবং শব্দ করে

(২) নানাস্বনে—নানা শব্দে

বহ্ন্যাধ্মানে
যেন বনে
বম্ শব্দে
ব্যোমশব্দে *
যেন দিক ফাটিল।

তিন ক্ষণে
তীব্রস্বনে
ধূমকেতু শতশঃ
যেন জ্বলি' (১)
খধূপালি (২)
সমুজ্জ্বলি' (৩)
নভস্থলী-
রাজে তুষি'
রাজ শশী-
মনে বয়া আতশ।

অধিবাসী
সমাবেশি'
রাজভক্তি প্রকাশে

* শব্দ করে
(১) জ্বলি=জ্বলিয়া (অকর্ম্মক)
(২) খধূপালি=হাওয়াই শ্রেণী
(৩) সমুজ্জ্বলি=সমুজ্জ্বল করিয়া (সকর্ম্মক)

রম্য ধামে
সসম্ভ্রমে
সুনিয়মে
দেশী ক্রমে
সম্বোধিতে-
রাজসুতে-
বেল গাছি আবাসে।
রম্যাগার
সজ্জাভার
ধরি' মনোমোহন
মনোরথ
গতিপথ
অতি রথ
চিত্র রথ
পুরী-ভাস
সমুল্লাস
পায় শান্ত দর্শন।
দ্বার স্থলে
সুকৌশলে
আলোকিত-অক্ষরে
ভূষি' নেত্র
দীপ্ত চিত্র

সুপবিত্র
রাজ পুত্রে
স্নেহ ভায
সু সম্ভাষ-
-সহ অমৃত ক্ষরে।

দীপ্তহিয়া
আবাহিয়া
রত্ন মণি খচিত
সিংহাসনে
মধ্যস্থানে
সসম্মানে
নতি সনে
সংস্থাপিয়া
প্রদর্শিয়া
অনুরাগ উচিত।

সামগান
স্বরাধান
সহ দ্বিজ গাইল
যেই রূপে
দেব রূপে
ক্ষত্র ভূপে

তথা নৃপে
বেদোদিত
মন্ত্রে হিত
আশীর্ব্বাদ করিল।

উপবীত
উর্দ্ধোথিত
করি' অগ্রে ধ্যাইয়া

তুষি' তাঁয়
সুভাষায়
কবিতায়
যশ গায়
দ্বিজ কুল
হর্ষাকুল
মনে তাঁরে পাইয়া।

সমতাল
করতাল
বাদ্য শুনি' কুমার
নিজ করে
তু'লে ধ'রে
তানেশ্বরে
এক ক'রে

বাজাইলা
হরষিলা
দর্শি ভাব উদার
মুগ্ধ ক'রে
মধুস্বরে
গীত বতী গাইল
ইন্দ্র-পুরী
যেন ছাড়ি'
বিদ্যাধরী
কি কিন্নরী
গান ব্যাজে
যুবরাজে
দেখিবারে আইল।
সবিলাস
অঙ্গ ন্যাস
কমলাক্ষি-কটাক্ষে
পটাঞ্চলে
সুখে চে'লে
তালে তালে
তুলে ফেলে
ফুচরণ

স্নিগ্ধন
সহ-সভা-সমক্ষে।
আভরণে
সুবসনে
মোহে বেণী বিননে
ঘুরি ফিরি'
উঠি পড়ি'
নৃত্য করি'
যেন পরী
মনোহর
শিরকর
নিতম্বের ধুননে
দেশী মেয়ে
নে'চে গেয়ে'
যুব রাজে তুষিল
কিবা বল!
ভাগ্য ফল
সুকৌশল
শিক্ষা ফল
লভি' সুখে
হাসি মুখে
আশীর্ব্বাণী ভাষিল।

উপাদেয়
লেহ্য পেয়
চর্ব্ব্য চোষ্য মিশ্রিত
ইংলণ্ডীয়
ভারতীয়
আহারীয়
সপানীয়
সমর্পিল
সমর্চ্চিল
প্রণতি সম্বলিত।
স্পর্শি' করে
তুষ্ট করে
সর্ব্ব জনে নৃপতি।
অতঃপর
সভ্যবর
সহচর
অনুচর''
সহ অন্য
গণ্য মান্য
অভিজাত সংহতি
আহরিলা।

তৃপ্ত হৈলা
বহুবিধ আহারে
কতশত
সুদুঃখিত
দার সুত
সমন্বিত
ভুঞ্জি' শেষ
সবিশেষ
পায় তুষ্টি অন্তরে।
দেশীমতে
রাজ সুতে
তাম্র কূট তাম্বূল
মনোহারি
গন্ধ বারি
দিল। হেরি'
তুষ্ট মরি।
প্রজা জন
সমর্চ্চন-
বিধি, নৃপ, বিপুল।
প্রজা পংখি
গত দেখি
দুঃখতম ধরনিল

জয়স্বন
সুমোহন
রাজমন
পুষ্পবন
দোলাইয়া
বিভাসিয়া
বহে স্নেহ অনিল।

রাজধানী
দেখি' শুনি'
বহু স্থান ভারতে
যত্নান্তরে
শিষ্টাচারে
সমাদরে
সবাকারে
পরিতোষি'
আশ্বাভাষি'
দেব হেন নরতে।

এ দেশের
প্রজাদের
ভক্তি ভাব হেরিলা
তীর্থ স্থান,

গঙ্গা স্নান,
অন্ন দান,
ব্রহ্ম ধ্যান
সবিশেষে
অনায়াসে
মর্ম্ম গ্রহ করিলা।

সর্ব্বস্থানে
প্রজাগণে
সমাদরে গ্রহিলা
সম্মানিল
সম্বোধিল,
সন্তোষিল,
প্রণমিল,
সমুচ্ছ্বাসে
ভক্তি ভাষে
মনোভাব কহিল।

নানা দেশে
নানা ভাষে
যুবরাজে তুষিল
ভক্তিভার
সহকার

সার সার
নানাকার
রত্ন ভাব
উপহার
সমাহার অর্পিল।

প্রজা উক্তি
রাজ ভক্তি
হৃদি মাঝে ধরিলা,

নৃপ সুত
প্রজাকৃত
উক্তি যত
যথা যথ
মাতৃ স্থানে
নিবেদনে
অঙ্গীকার করিল্যা।

ভক্তি ভরা
মাতোয়ারা
প্রজা চক্ষু সলিল
নিরীক্ষণে
সিদ্ধ মনে।

ক্লিষ্ট প্রাণে
সিন্ধু যানে
আরোহিলা।
ছাড়ি' বেলা
সিন্ধু যান চলিল।

ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ।

—:o:—

মন্ত্রী দূরদর্শী
বসিষ্ঠ মহর্ষি
যেমন রাঘব কুল হিতৈষী
নীতি বিচক্ষণ
সম্মান ভাজন
তেমতি ব্রিটিস্ শুভ প্রয়াসী
উচিত সম্মানে
মহা সভাস্থানে
নিবেদন করি যথা বিধানে
ভারত ঈশ্বরী
রাজ রাজেশ্বরী
উপাধি ব্রিটন কুইনে দানে
মহা সভা হ'তে
সুসম্মতি মতে
লভি' অনুমতি শুভানুষ্ঠানে

মহা অনুরাগে
শুভক্ষণ যোগে
ইন্দ্রপ্রস্থপুরী সুরম্য স্থানে
রাজ প্রতিনিধি
প্রতি যথাবিধি
প্রেরিলা আদেশ ভারত ভূমে
শুনি' মহামতি
সহিত ভকতি
আনন্দিত মতি এই উদ্যমে।
নির্দ্দেশিলা দিন
সহ সর্ব্বাঙ্গীন
সজ্জা যথোচিত বিধান ক্রমে
রাজন্যের গণে
সুবিধ বিধানে
আমন্ত্রিলা কুলোচিত সম্ভ্রমে।
দেবরাজ সম
চণ্ড পরাক্রম
সুধাংশু বংশীয় নৃপতিগণ
পরাভবি' বলে
প্রতিদ্বন্দ্বী কুলে
ভুজবলে যশ করি' খ্যাপন।

করি ভূয় ভূয়
কত রাজ সুয়
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে অরি বিজয়
প্রজ্যেব পূজনে
ধন রত্ন দানে
ছড়া'য়ে কীরতি ভুবন ময়
যথা রণ মতি
যবন ভূপতি
কত পরাক্রম দেখা'য়ে ভবে
প্রকাশিয়া শৌর্য্য
নাশি' আর্য্য বীর্য্য
ভারত কাঁপায়ে ভৈরব রবে
ময়ূর আসন
করিয়া স্থাপন
ভারত সম্রাট ধরিয়া নাম
দেশী জনে যত
লাঞ্ছিয়া সতত
লভিলা আপন বাঞ্ছিত কাম
সে রম্য নগরে
বসন্তে আদরে
সেই রাজাসনে তুইনে আজ

উপাধি বিতরি'
ভারত-ঈশ্বরী
সন্তোষিতে চাহে জন সমাজ
আর্য্যকুল জাগে
নব অনুরাগে
রাজপদে দিতে কুসুমাঞ্জলি
সেই রম্যালয়ে
সুসজ্জিত হ'য়ে
চলে যত আর্য্য নৃপ মণ্ডলি
স্বর্গ ত্যজি আজ্
কিবা ধর্ম্ম রাজ-
পুত্র আসে তাই এ কুতূহলে
এত রাজকুল
করি হুল স্থূল
চলে কাঁপ ইয়া ব্যোম ভূতলে
বিশ্বাবসু সহ
চিত্ররথ ইহ
কিম্বা আসে তাই সদল বলে।
গন্ধর্ব্বের গীতি
সহশ্রদ্ধা প্রীতি
শুনিতে চলিছে ভূমিপ-দলে,

উপবন পথ
অশ্ব গজ রথ
শোভে ধ্বজ মাল শিরেতে ধরি”
গৃহরাজি যত
সব সুশোভিত
মণি রত্ন বাসে খচিত মরি।
পুর জন মিলি
করে হুলাহুলি
মহা মহোৎসবে মাতে কামিনী,
হর্ষে গৃহে গৃহে
প্রজা বৃন্দ রহে
গাহে রাজ্ঞী জয় দিবা যামিনী,
মনে হয় পুরি
হস্তিনা নগরি।
ভারত মাতার অঞ্চল নিধি
বহু কাল পরে
দিনেকের তরে
কি সৌভাগ্য তোরে দিয়াছে বিধি
জীবনেও মৃত
রও অবিরত
বহুকাল হ'তে হয়েছে এই

কেহনা কখন
করিছে যতন
যদি ও তুমি গো! যেছিল সেই,
তোমা হেন ধনে
পাইয়া যতনে
আদোর কুমারি যবন ভূপ
পালিয়াছে ব'লে
অদৃষ্টের ফলে
আর্য্যকুল কিগো তোরে বিরূপ?
মোগল বর্ব্বর
পর্ব্বত কন্দর
ভেদি' করি' আর্য্যে গণ বিমুখ
বল কি কৌশল
প্রকাশি' লভিল
তোমারে, যবন ভুঞ্জিল সুখ।
কিবা তোর দোষ?
তোর প্রতি রোষ
নিরর্থক মাত্র জানে সকলে
তবু বুঝি রাজ-
পাপ ভোগে আজ্
এদশা তোমার ঘ'টেছে ভালে।

সে পাপ নাশিয়া
সবল আসিয়া
ভারতে দুর্দ্দান্ত ব্রিটিস দল
যবনের বল
দিয়া রসাতল
পরাজিত করি' আর্য্য মণ্ডল
উচ্চ উচ্চারিয়া
রুল ব্রিটনীয়া
উচ্চগিরি চূড়ে উড়ায় কেতু,
দেখায় মহিমা
শাসন গরিমা,
প্রকাশি' প্রকৃতি সুকৃতি হেতু,
ন্যায়াবলম্বনে
ভারত শাসনে
হইয়াছে রত আজি তাহারা,
তাই, মহোৎসবে
জয় জয় রবে
সর্ব্বত্রে মানব আনন্দে ভরা,
যুগ যুগান্তর
ব্যাপি' নিরন্তর
বহিছে তোমার নয়ন ধারা ?

আজি গো সুন্দরি।
ভারত ঈশ্বরী—
    মুছাবেন তাহা মেঘের পারা।
পুন রাজ গণে
আদর ভাষণে
    এ মন্ত্রে' উচিত উপাধি দানে
তুষি' ভব ধামে
দরবার' নামে
    রাজ সুর হবে নব বিধানে,
বহু কালাবধি
ভু'লেছে যে বিধি
    ভারতীয় পর পদ দলিত"
এই অনুষ্ঠানে
উঠে তার মনে
    সে অপূর্ব্ব বিধি। পূর্ব্ব চলিত।
উঠ কম পুনি।
রমা বেশ ধরি'
    নবীন বিধানে সাজাও কায়,
প্রীতি আবাহনে
পাদ্য অর্ঘ্য দানে
    প্রণমহ রাজ্ঞী কমল পায়,

দেখাও রূপসি।
ব্রিটিশ মহিষী
চরণে আপন ভকতি রাশি
তোমার সমৃদ্ধি
যেন পায় বৃদ্ধি
যেন পুন উঠে সৌভাগ্য শশী
যেন অরিকুল
হয় গো ব্যাকুল
ভক্তি শ্রদ্ধা সূত্র সুদৃঢ় হেরি'
মোগল ভুলিয়া
"জয়োঽস্তু" বলিয়া
একমনে ভাব ভারতেশ্বরী।
বিদ্রোহ স্মরিয়া
হৃদয় ভাঙিয়া
আশা ধরে সেই চির অরাতি
বিবাদ বাধা'য়ে
রাজাপ্রজা দুয়ে
ভারত গ্রাসিতে তৃষিত মতি,
রাজভক্তি করি'
ভারত ঈশ্বরী
চরণে দুর্মতি শত্রুর আশা

সমূহে নির্ম্মল
কর, অনুকূল
বিধি তোর আজি নাহি বিভ বা।
জ গিয়া উঠিল
সজ্জিত হইল
বসণ মোহন ভুষণে আজ্
ভারত কুমারী
ইন্দ্র প্রস্থ পুরী
বক্ষে ধরি' সজ্জ প্রাসাদ রাজ।
বিবিধ আসনে
বসনে ভূষণে
সাজিল প্রাসাদ সুদৃশ্য অতি
গৃহ মধ্যভাগে
ভক্তি অনুরাগে
অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দেশী ভূপাতি
বেষ্টিল লর্ডেরে [x] ..
গৃহ শোভা ক'রে
বসিলা বাসবে বেষ্টিয়া যেন

His Excellency, Lord Bentink, the Viceroy and Governor General of India.

দেবতার কুল
সবে হর্ষাকুল
হেরিয়াছে কেবা শোভা এ হেন ?
এ'ল দলে দল
দর্শক মণ্ডল
পুরিয়া ভবন অরণ্য প্রায়
হেরি অনুপমা
সমিতি মহিমা
সবে মহানন্দে লোমাঞ্চ কায়
লর্ড অনুমতি
ক্রমে মহামতি
মেজর বার্ণেস উন্নত কায়
দাঁড়ায়ে গম্ভীর
স্বরে ধীর ধীর
রাজাদেশ পড়ি সবে শুনায়
হর্ষে করতালি
জয় ধ্বনি মিলি
ভেদিল গগন আনন্দে পূরি'
ভাষা বিচক্ষণ
প্রাজ্ঞ
উর্দ্দুতে ভাষিলা মর্ম্ম তাহারি

তাঁহার যেমন
বাক্য সমাপন
হ'ল সেই মাত্র গম্ভীর স্বরে
কামান ধ্বনিল
বন্দুক স্বনিল
বাদিত্র বাজিল ধ্বনি নগরে।
করকা নিবহ
বজ্রনাদ সহ
তুমুল প্রবল অনিল যোগে
পড়ে যেন ক্ষিতি
বধিরিয়া শ্রুতি
জগজ্জনে ত্রাসি' গর্জ্জিল বেগে
বিরমিলে ধ্বনি
লর্ড গুণমণি
উঠিয়া সম্বোধি' রাজন্য কুলে
তথা প্রজা বৃন্দে
আনন্দের ছন্দে
মৃদু মিষ্ট ভাষে ভাষে সকলে
এই রাজ্ঞী উক্তি
"যে আদর ভক্তি
ভারতীয় মোর প্রকৃতি ..

প্রাণের কুমারে
করেছে, তা'স্ম'রে
সদা সুখ যুত মম হৃদয়
ভারত-প্রকৃতি-
প্রকৃতি ও মতি
আমার প্রকৃতি পটে সতত
রহিবে অঙ্কিত,
কভু কলঙ্কিত
না হবে হইলে কাল বিগত
শাসন প্রকৃতি
সম্বন্ধ বিকৃতি
না হইবে কভু এই ভরসা
উপাধি গ্রহণে
সুদৃঢ় বন্ধনে
আর (ও) বদ্ধ হবে উভে এ আশা
নহে ভ্রান্তি মূলা
কল্পনার খেলা
সত্য এবচন নহে অন্যথা
সমান বিচার
সম অধিকার
প্রজা যাহে পায় সদা সর্ব্বথা

যতিব সেরূপ ;
কভু অন্যরূপ
না হবে। সকলে সমানে পাবে
নিজ ব্যক্তি গতা
প্রজা স্বাধীনতা
এরাজ্যে, সকলে হরষে রবে।"

লর্ড উক্তি শুনি'
আনন্দের ধ্বনি
সহ করতালি পড়িল জোরে,
আহ্লাদে মাতিয়া
রূল ব্রিটনিয়া
পুন উচ্চ-ঘোষে সান্দ্র লহরে ;

ধন্যবাদ দিল
লর্ডে সম্মানিল
নৃপতি নিকর প্রজা সহিত ;
কে আছে এমন
এ দৃশ্য দর্শন
করিয়া যে চিত্তে নহে মোহিত ?

ক্রিয়া সমাধানে
ক্রমে রাজ গণে
পদবী সম্মান হ'লী অর্পিত ;

ধন্যবাদ দিল
রাজন্যের কুল
লর্ডবরে করি' ভক্তি তর্পিত ;
সাদর ভাষণে
পাণি বিমর্দ্দনে
হর্ষ আলাপনে বিমুগ্ধ মনে
সমাপি' প্রসঙ্গ
হ'ল সভাভঙ্গ
রুল ব্রিটনিয়া সমুচ্চস্বনে ;
মর্ত্ত্যপুর বাসী
উচ্চরবে ভাষি'
রুল ব্রিটনিয়া গগন ভেদি'
ধীরি ধীরি ধীরি
প্লাবিয়া নগরী
বহিতেছে যেন আনন্দ নদী
দুঃখী ভারতের
অদৃষ্টের ফের
খুলে গেল আজ রাজ কৃপায়
তাই ভক্তি ভরে,
প্রান্তরে নগরে
নৃপতির যশ প্রকৃতি গায়।

ও বত্ত ঈশ্বরী
সমাখ্যাতা হেরি'
কহিলে ভারত ঈশ্বরী জ্ঞানে
প্রকৃতির কুল
হর্ষ সমাকুল
গায় জয় জয় মোহন তানে।

এরূপ বিধানে
উপাধি প্রদানে
স শ্রোত্র গোসাঁই কলিকাতায়
মহা সমারোহ
প্রজা সুখাবহ
সমাপিল রম্য সভা শোভায়।

এ হেন প্রকার
হ'ল দরবার
জিলায় জিলায় সম্ভ্রান্ত জনে
আমন্ত্রণ করি,'
উপাধি বিতরি,'
জয় রবে পূরি' ঘর ভবনে।
অভিনন্দ কত
হইল পঠিত
প্রকাশিয়া রাজ ভকতি রাশি

কেবা সংখ্যা করে
দেশ দেশান্তরে
প্রশংসিল যত শুভ প্রয়াসী।
দয়াদ্রে হৃদয়া
হইয়া সদয়া
মুক্তি দিলা ষষ্ঠি সহস্র জনে
কারাগার হ'তে
হরষিত চিতে
"রুল ব্রিটনিয়া" বলে বদনে।
মহা মহোল্লাস-
সাগর উচ্ছ্বাস
ছাপিল সমগ্র ভারত ভূমে,
প্লাবিয়া ভূভাগ
সহ নব রাগ
ভ যা'ল হিমাদ্রি চূড়া বিক্রমে,
ব্রহ্মশ্যাম চীনে
তিব্বতে জাপানে
প্রতিধ্বনি তার ছুটে অনিশ,
গান্ধার কাবুলে
পারস্য অঞ্চলে
তুরুস্কে চলিছে বাণ সদৃশ,

হিন্দুকুশ গিরি
তরঙ্গে সিন্ধু রি'
নিগুণিত নাদে ভেদিয়া শ্রুতি,
শুনাইল আরে
ঘোর মন্দ্রস্বরে
ভারতী প্রকৃতি ভকতি স্তুতি।
ভারতেশ্বরীর
পদে কর্ণ নীর
বর্ষি ধোয় তার প্রকৃতি স্থূল,
নহেক অত্যুক্তি
প্রকৃতই ভক্তি
ভারত-প্রকৃতি-প্রকৃতি-মূল
হ'য়ে নীতি জ্ঞানী
এই সত্য বাণী
না বিশ্বাসে যেই তাহারি ভুল
জগত খুঁজিয়া
কভু অন্বেষিয়া
না পাবে প্রকৃতি এসমতুল।

———

Czar. কে

মহারাণীর প্রাণান্ত চেষ্টা।

সায়াহ্ন ভ্রমণ অন্তে
এক দিন পার্ক প্রান্তে
        বকিংহাম রাজালয় তোরণে

লোক মালা পূর্ণস্থলে
সবে দোলে শান্তি কোলে
        দর্শক হেরিছে ঊর্দ্ধ নয়নে,

রাজ্ঞী রাজ রথে চড়ি
যবে আসিলেন ফিরি'
        রথ পার্শ্বে ফেনিয়ান বালক

ধরিয়া সে রথ বলে
রাজ্ঞীর সম্মুখে চলে,
        স্তব্ধ প্রায় হ'ল রথ চালক,

করেতে প্রার্থনা পত্র
সমর্পিল স্থিরনেত্রে
        পিস্তল রাজ্ঞীর অগ্রে ধরিল,

কিন্তু রাজ্ঞী স্থিরমতি
কোন চঞ্চলতা ভাতি
আকৃতি প্রকাশ নাহি করিল,
আথার্টের পুরাতন
সাহসী রক্ষক জন
অবিলম্বে ধরি' তাহা রাখিল,
ধন্যবাদে পূর্ণা ক্ষিতি
প্রকৃতি প্রফুল্ল মতি
হর্ষে সবে রাজ্ঞী মুখ দেখিল।
বালকের দণ্ড দান
হ'লে পরে সমাধান
গুণজ্ঞা গুণীর গুণ জানিয়া
সাহসের পুরস্কারে
তুষিলেন ভৃত্যবরে।
সবে প্রশংসিল গুণ মানিয়া।
ন্যায়ের আদর্শরূপা,
ভক্তি স্নেহ ধৃতি কৃপা
আধার যেমতি দেবী শরতে
রাজশক্তি ধর মাঝে
কারেও সকল কাজে
রাজ্ঞী সম না দেখিবে মরতে।

আফগান ব্যাপার।

আফ্‌গানের আমীরত্বে বিবাদ ঘটিলে
ইংরাজ সাহায্য সনে
সের আলি সিংহাসনে
উপবিষ্ট হৈলা শত্রু বিমুখিয়া বলে।

অম্বালায়ে তাঁরে ল'য়ে হ'ল দরবার
আমীরতা অঙ্গীকৃত
সম্পাদিত বিধিমত
ভাইস্রয় উপস্থিতে হৈল পদ তাঁর;

রক্ষিবারে সিংহাসন লর্ড মহামতি
রক্ষিতে সৈনিক সার
নির্দ্ধারিলা বৃত্তি তাঁর
বর্ষে লক্ষ মুদ্রা সহ সহস্র বিংশতি।

পরে রুস দূত যবে প্রবেশে কাবুলে
ভাইস্রয় সন্দেহিলা
আমীরে প্রস্তাব কৈলা
কাবুলে রাখিতে স্থায়ী ইংরাজ কন্সলে

এ কথা আমীর তাঁর শুনিতে না চায়;
লর্ড পুনঃ পুন তারে
নির্ব্বন্ধের সহকারে
বার্ত্তা দেন আনিবারে আপন কথায়;

পরিশেষে কোয়েটা করিলা অধিকার;
তাহাতে আমীর প্রাণ
সন্দেহে দোদুল্যমান
এমতে অশান্তি বীজ হইল সঞ্চার;

পর্ব্ব অঙ্গীকৃত বৃত্তি প্রদানে বিরত
হইল ব্রিটিস রাজ
দ্বিগুণ সন্দেহে আজ
আমীরের বিচলিত বিচলিত চিত।

নিতান্ত দেখিলা সবে ইংরাজ আবেদে
নাকরিলা কর্ণ পাত
আমীর। সৈন্যের সাথ
চলিলা ইংরাজ পক্ষ তাঁহার দমনে।

এ সাহসী সেনাকুল অদম্য সাহসে
যুঝি' রণক্ষ গণে
পরাজয়ি' ভীমরণে
অবহেলে আনিল গান্ধার নিজ বশে।

আশ্চর্য্য বলিয়া কেহ নাহি ভাবে তাতে
গজগ্রাস বৃত্তি যার
কিছার জম্বুক তার
যেনা বুঝে সেই ভ্রান্ত সন্দেহ কি ইথে ?

পলাইলা সের অ লি কাবুল ছাড়িয়া
অচিরে এদেহ ভার
করিলেন পরিহার
সন্তান যাকুবে যুদ্ধ ভার সমর্পিয়া।

তনয় ইংরাজে কৈলা আত্ম সমর্পণ,
সীমান্ত ইংরাজে দিয়া
রেসিডেণ্ট স্বীকারিয়া
রক্ষা ব্যয় পোঁণ্ড যষ্ঠি সহস্র গ্রহণ

করি' স্বাক্ষরিলা সন্ধি। শমিল সংগ্রাম
রেসিডেণ্ট কাভেগ্নারি
রহিলা কাবুল পুরী
আমীর সমীপে সহ পারিষদ-গ্রাম।

ছাড়িলে ব্রিটিস সৈন্য আফগান ক্ষিতি
যাকুবের সেনাগণ
পশু সম আচরণ
করি' রেসিডেণ্ট হত্যা করিল দুর্ম্মতি।

নিতান্ত জাতির ধর্ম্ম রয়েছে বিশ্বাস;
লভে সে সুযোগ যেই
সর্ব্বনাশ করে সেই
ধর্ম্ম তার হত্যা—শত্রু মিত্রের বিনাশ।

প্রতি হিংসা প্রবণ ব্রিটিস সেনাপতি
সেনা সহ অবিলম্বে
বধি অরি নিকুরম্বে
কাবুল লভিলা বলে ফ্রেডিক সুমতি।

যাকুবে করিয়া বন্দী পেশয়ার ভূমে
পাঠাইয়া সৈন্যবলে
শাসেন আফগান স্থলে
দেখা'য়ে ভুবনে শক্তি বিভব বিক্রমে;

কিন্তু আফগান জাতি মহম্মদ জানে
সেনাপতি নির্দ্ধারিয়া
যুঝিয়া অদম্য হিয়া
পরাজিলা ব্রিটিসের মহা আয়োধনে।

সেরপুরে ব্রিটিসের সেনাপতি সব
কাবুল ছাড়িয়া পশি'
আশ্রয় লইলা আসি'।
রক্ষিতে আপন শক্তি গণিলা বিস্তর

হেথা মহম্মদ জান কাবুলাধিকার
করিয়া গর্ব্বের ভরে
তথা সিংহনাদ ক'রে
দেখায়ে ব্রিটিশ বীরে বীর্য্য আপনার ;

সিংহেরে শৃগাল যদি দেখায় বিক্রম
কি ফল তাহাতে লভে
জগতে বিদিত সবে
করে স্বতঃ প্রাণ বিনাশের উপক্রম

গণ্ডামক হ'তে গফ্ রবার্ট্‌সের সহ
মিশিয়া আফগান গণে
বিনাশি' তুমুল রণে
পুন আধিপত্য স্থাপে ব্রিটিশ নিবহ।

কাবুলের রাজশক্তি ধরিলেন হাতে
নিশা অন্ধকার গতে
রবি পরাক্রম ভাতে
যথা সপ্ত অশ্ব রশ্মি ধরিয়া প্রভাতে।

শীর সের আলি করে অর্পিলা গান্ধার
কিন্তু দুইজন আর
লইবারে রাজ্যভার
উপজিল কার্য্য ক্ষেত্রে সহ সেনা তার।

এবা আমীরের পুত্র খাঁ আহ্ন বীর
দোস্ত অহম্মদ পুত্র
উপার্জিলা কার্য্য ক্ষেত্র,
ইংরাজ যেখানে রাজ্য দান কৈলা ফিন।

লভি এই উত্তেজক বাক্য মত্ত হল
আয়ুব উদ্ধত মতি
যেন বহ্নি ঘৃতাহুতি
যোগে জ্বলি' হীরাটীয় সেনা সংগ্রহিল

লয়ে সৈন্য বল সহ চলে মহাতেজে
ছাড়িয়া হিরাটস্থল
প্রচারি' সমরানল
উদ্যত হইল বেগে দহিতে ইংরাজে;

রোধিতে সে সৈন্যগতি ব্রিটিসের বল
বালির সৈনিক সহ
মিলি চলে, ভয়াবহ
বারিতে হিরাট সেনা ছাড়ি' রণস্থল।

আয়ুবের সৈন্য স্রোত বহিছে প্রবল
বালির সৈনিক বন্ধ-
তাহাতে বালির বন্ধ-
রহে কি ? যে স্বভাবতঃ স্বভাব দুর্ব্বল ?

ছাড়িয়া রক্ষার ভার মিলিল বিপক্ষে
একা ব্রিটিসের সৈন্য
বিপক্ষ পক্ষ অগণ্য
"অদম্য সাহসীগণে বল কিসে রক্ষে ?

জীবন্ত সমর ক্ষেত্র ব্রিটিস শোণিতে
হইল লোহিতাকার
উঠে মহা হাহাকার
নাশিল সমগ্র সেনা আমীর ইঙ্গিতে

ভুজঙ্গ হইতে বলী ভুজঙ্গের শিশু
নির্ম্মূলি' ইংরাজবল
দ্রুতপদে সহ বল
গান্ধার ইংরাজ দুর্গ আক্রমিল আশু।

হত শেষ করগণ্য ফিরিল ইংরাজ
শুনাতে ভীষণবাণী।
অধ্যক্ষ সংকট মানি'
যথা সাধ্য করিলেন সমরের সাজ।

সহিতে ভুজঙ্গ'শিশু দংশন যাতনা
অশক্ত সৈনিক কুল
শুক চিন্তা সমাকুল
যায় যায় গান্ধার ভাবিছে ক্ষুণ্ণ মনা,

হেন কালে ফ্রেডিক রবার্টস বীর বর
সসৈন্য কাবুল হ'তে
আসিলেন আচম্বিতে
আক্রমে অদ্ভুত ভাবে আয়ুবে সত্বর।৷৹

তবে কার সাধ্য যুঝে কেশরীর সনে
অলৌকিক শৌর্য্য সহ
বধি' অরাতি নিবহ
পরাজিলা, দূর কৈলা ভীম আয়োধনে ;

ব্রিটিস বিক্রম বীর অক্ষুন্ন রাখিলা
রণ প্রিয় আফগানে
রণাঙ্গনে প্রাণপণে
'কি বীর্য্যে ব্রিটিস যুঝে' তাই শিখাইলা।

আবদুল রহমানে স্থাপি' সিংহাসনে
জয়ী ব্রিটিসের দল
ছাড়ি' সেরপুর স্থল
ভারত ফিরিল হর্ষ উল্লাসিত মনে।

যুবিলী।

১

বাজিল দুন্দুভি শিঙ্গা, নগরে নগরে,
পতাকা নিশান কত, উড়ে ঘরে দ্বারে,
বলে সবে উচ্চৈঃস্বরে, ধন্য ধন্য ধরা'পরে,
সেই মহারাণী, যার লাগিয়ে সকলে
গাইছে নাচিছে হর্ষে, অতি কুতূহলে।

২

জয় জয় মহারাণী বিক্টোরিয়া জয়,
যুবিলী পূজার শোভা, ভূমণ্ডল ময়,
সেপূজার তরে আজি, মানবনিকর সাজি,
মন্ত্রী ভৃত্য প্রজা পুঞ্জ, সবে ব্যস্তপর,
কিসে ভক্তি প্রকাশিবে তোমার গোচর।

৩

আজি, জয়, জয় ব্রিটন ঈশ্বরি, জয়,
তোমারি মঙ্গলে ধরা, সুমঙ্গল ময়,
মঙ্গল আরতি সনে, ভারত সন্তানগণে,

গাইছে মঙ্গল গীতি, একতান মনে,।
মাতঃ জয়, মাতঃ জয়, উচ্চৈরে বদনে।

৪

জয় শ্রীভারত রাজরাজেশ্বরী, জয়,
অর্দ্ধশতাব্দী রাজ্যেন, শুভ গ্রহোদয়,
প্রকৃতি ধরেছে যেন, আজি সুন্দর বদন,
দীপমালা আলোকিত করিছে ভুবন,
শত শত তারা রাজি ভূমিতে পতন,
এককালে উদে যেন চন্দ্রমা তপন,
শোভার ছটায় আজি, শোভিছে গগন

৫

জয় জয় মহারাণী বিক্টোরিয়া, জয়,
বর্ণিতে মুখিনী শোভা, নর সাধ্য নয়,
আনন্দ হ্রদে মগন, হিন্দু খ্রিশ্চান যবন,
সবে মিলি করিতেছে অপূর্ব্ব গুঞ্জন,
ইয়োরোপী হিন্দুস্থানী যত প্রজাগণ;
ভক্তিভাবে সবে করে দেব আরাধন,
চিরস্থায়ী হ'ক তব রাজ্য সিংহাসন।

৬

জয় জয় ব্রিটন ঈশ্বরী, জয় জয়,
ভারত সন্তান পূজে, শোভে দেবালয়,
মন্দির মস্‌জিদ চর্চ্চে, হিন্দু যবনাদি অর্চ্চে
জয়ধ্বনি শব্দকরে, মানব নিচয়,
ঈশ্বর মঙ্গল কর, এম্প্রেসের জয়।

৭

জয় শ্রীভারত রাজরাজেশ্বরী, জয়,
করুন করুণা বিভু রাজ্যের অক্ষয়,
ন্যায় পর সুশাসনে, অজা সিংহ এক স্থানে,
নির্ভয় ভ্রমণ করে, অভয় প্রদানে,
কে ছিল এমন সুখী যবন শাসনে?
বর্ত্তমান সুখ সদা জাগরিত মনে,
সুখে নিদ্রা যায় সবে তোমারি কল্যাণে।

৮

তব গুণ কথা যেন, মাখা সুধারস,
নর নারী উদ্গারিছে, আনন্দ উচ্ছ্বাস,
মরি কত স্নেহ ভক্তি, কি সাধ্য করিতে উক্তি
এলিজাবেথের গুণ ভুলিয়া সকলে,
ভাষে তব গুণ কথা, ভাষার কৌশলে।

নিজ হস্তে নিলে তুমি, ভারতের ভার,
খুলিলে সিবিল, মাতঃ, সার্ব্বিসের দ্বার,
ভারত সন্তানগণ, ত্যজিয়া শাস্ত্রের পণ
যাইছে আনন্দে তারা, সমুদ্রের পার,
শিখিতে পাশ্চাত্য বিদ্যা, আমোদ অপার।

১০

বঙ্গ, পঞ্চনদ, আর, মান্দ্রাজ, বোম্বাই,
পশ্চিম পার্ব্বত্য দেশ বাসী সব ভাই,
পাশ্চাত্য বিদ্যার গুণে, বসিয়া উচ্চ আসনে,
ভারত মাতার নত বদন মণ্ডল,
অরুণ কান্তিরন্যায় করিছে উজ্জ্বল।

১১

তোমারি শাসনে নব নব আবিষ্কার,
রেলরোড টেলিগ্রাফে, কত উপকার,
যৎ সামান্য দিয়েকর, প্রভূত ডাকের'পর
আপামর সাধারণ, তাতে উপকৃত,
সুলভে জানিয়ে সদা, গায় তব হিত।

১২

ব্রিটন ঈশ্বরী ধন্য, ধন্যা শিক্ষাতব,
যে শিক্ষার প্রভা নাশে, অন্ধকার সব,

পূর্ণেন্দু উদিছে তাহে, সুখী হয়ে সবে রহে,
ভারত সন্তানগণ, কৃতার্থ হৃদয়,
বলে রাজ্ঞী জয়, তব রাজ্য সুখময়।
থাকুন কল্যাণে রাজ, পুত্র পৌত্রগণ,
অগত স্বামীর কাছে, প্রার্থী অনুক্ষণ।

ব্রহ্মজয়।

ব্রহ্ম রাজ্য ঊর্দ্ধ অংশ ব্রহ্মরাজ করে
আছিল, রাজার সনে
বিরোধে প্রকৃতি গণে
জর্জ্জর ; প্রকৃতি বর্গে রক্ষিবার তরে

প্রার্থিলেন সুবিচারে পালিতে রাজত্ব
ব্রিটিস রাজ্ঞীর পক্ষ।
থিবোরাজ নাহয় লক্ষ্য
করিবারে নাচাহিলা, দেখা'য়ে প্রভুত্ব।

জগতের রীতি এই কে করে লঙ্ঘন
বিমুখ অদৃষ্ট যার
মিত্র বাক্য কভু তার
না পরশে, না প্রবেশে-বধির শ্রবণ।

স্থল পথে জল পথে প্রবেশিয়া রাজ্য
ব্রিটিশ সৈনিক চয়
আক্রমিল মন্দালয়

দেখাইল থিবোরাজে ফল সম কার্য্য,

বন্দী ভাবে আপনি রহিলা আজীবন
সাথ না রুচির ভোগ
হ'ল তাঁর অনুরাগী
তাঁর দো'ষে আর যত পরিবার জন।

ব্রহ্মরাজ্য সম্মিলিত ভারতে হইল
সুশাসনে প্রজাকুল
লভিল সুখ অতুল
শ্রীবৃদ্ধি ক্রমশঃ তার, দেখ, প্রসারিল।

সমগ্র ভারত ভূমে রাজত্ব প্রচার
করিয়া অটুট বলে
ন্যায় দণ্ডে সবে তোলে
ধর্ম্মে পালে ব্রিটনীয় ধর্ম্ম অবতার।
সমস্ততঃ প্রজাকুল দৃষ্টান্ত দর্শনে
যবে দেখে কোন ভূপ
না শাসে ন্যায়ানুরূপ
কাতরে শরণ গ্রহে ইংরাজ চরণে;
নিদাঘ সন্তপ্ত যথে কুররীর গণ
শান্তিতে যে তাপ রাশি

কোথা বল লবে আসি'
শরণ যে বিনা বনস্পতির চরণ ?

ব্রিটিশ আশ্রয় রোগ শোক পরায়ণ
যে রাজারে যশোদিয়া
বহুভাবে বুঝাইয়া
করেন প্রকৃতি কুল ক্লেশ নিবারণ

জানিয়া ব্রিটিশ বীর্য্য ভয়ে ধর্ম্মে চলে
প্রজা তাহে সুখ পায়
ব্রিটিশের যশ গায়
সম্মানে অন্তরে রাজ অধিরাজ ব'লে ।

যদি কেহ যে বাক্যের করে অসম্মান
অহঙ্কারে ফল পায়
মান যায় রাজ্য যায়
কুপিত ব্রিটিশ করে করে পরিত্রাণ ?

শতাধিক বর্ষ হ'ল নিরাসি' যবনে
লইয়াছে রাজ্য ভার
ইংরাজ দয়ার সার
এক ভাবে পালিতেছে ভারত ভুবনে ।

সাক্ষী তার চতুর্দ্দিকে কর বিলোকন
কাশ্মীর বেলুচিস্থান
মণিপুর নাগ স্থান
ভুক্ত ভোগী সবে, জয় করিছে খ্যাপন

হউক ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের ক্ষয়,
জ্ঞানোন্নতি সুপ্রচার
সদাচার সুবিচার
গাও সবে মুক্ত কণ্ঠে সাম্রাজ্ঞীর জয়।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট।

যিনি আমাদেরি
রাজ রাজেশ্বরী
ন্যায় দণ্ড ধরি
শাসেন ধরা,
তাঁর যশ গান
ধ'রে এক তান
ভারত সন্তান
গাও তোমরা,
ধর্ম্ম কর্ম্ম তাঁর
রাজ ব্যবহার
স্মর একবার
একান্ত মনে ;
প্রত্যক্ষ ঈশ্বরী
ভারত ঈশ্বরী
জগত ভিতরি
ভাব যতনে।

যাঁর যশ কীর্ত্তি
যাঁর দেব মূর্ত্তি
স্মরিলেই স্ফূর্ত্তি
হয় হিয়ায়,
ভকতির ধার
বহি' অনিবার
শোণিত সঞ্চার
হয় শিরায়।
তাঁর নাম স্মরি,
ধ্যান পূজা করি',
দিবস শর্ব্বরী
যাপন কর,
পূজা ধ্যান ফল
না হবে বিফল
উদ্ধার সম্বল
মানসে ধর।
গীতার আখ্যান
রাজা ভগবান
ভারত সন্তান
জানেন ভাল,
ভাবিয়া তাহাই
রাজ্ঞী যশ গাই
গাও সব ভাই
মিলায়ে তাল।

তাঁরেই ঈশ্বরী
রাজ রাজেশ্বরী
বলিবে তোমারি
রসনা কবে,
ভারত সন্তান
ধ'রে এক তান
রাজ্ঞী যশ গান
গাওরে সবে।